পুরোহিত

(তিন অঙ্ক নাটক)

কৃষ্ণদাস বিরচিত

'পুরোহিত' সর্ব্বপ্রথম মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মিঃ এন্, সি, গুপ্ত, মিঃ ডি, হোসেন এবং মিঃ সি, সি, ব্যানার্জ্জীর উৎসাহ ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর প্রযত্ন ছাড়া ইহা মঞ্চস্থ করা সম্ভবপর হইত না। এই সহায়তার জন্য ইহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের গানটি রচনা করিয়া শ্রীযুক্ত শান্তি ভট্টাচার্য্য ও তাহাতে সুর সংযোজনা করিয়া শ্রীযুক্ত অনিল বাগ্‌চী আমাকে বাধিত করিয়াছেন। মঞ্চে মিনার্ভার শিল্পীরা যে অভিনয়-কলা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং মঞ্চের আড়ালে মিনার্ভার কর্ম্মীরা যে কর্ম্ম-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাহাদের সকলকেও এই অবসরে আমার ধন্যবাদ জানাইলাম।

পুরোহিত

শুভ উদ্বোধন—বুধবার ২৪শে মে ১৯৪৪

মিনার্ভা থিয়েটার

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী	মিঃ এন্, সি, গুপ্ত। মিঃ ডি, হোসেন। মিঃ সি, সি, ব্যানার্জ্জী।
অধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।
সুরশিল্পী	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অনিল বাগ্চী। শ্রীযুক্ত রতন দাস।
নৃত্যশিক্ষক—	শ্রীযুক্ত রতন দাস।
মঞ্চাধ্যক্ষ—	মিঃ মহম্মদ জান।
স্মারক	শ্রীযুক্ত মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত চাঁদ দাস (সহকারী)।
আলোকসম্পাতকারী—	মিঃ ওহিয়ার রহমান।
ঐ সহকারী—	রাধানাথ, চণ্ডীচরণ, কাশীনাথ, পঞ্চু।

রূপসজ্জাকরগণ	শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র, কালী চট্টোপাধ্যায়, বাদল গাঙ্গুলী, বিভূতিভূষণ দে।
বংশীবাদক—	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
হারমোনিয়াম বাদক—	,, রতন দাস।
সঙ্গত—	,, বিশ্বনাথ কুণ্ডু।
বেহালা বাদক—	,, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
টেনার বাদক—	,, সুশীল চক্রবর্ত্তী।
পিয়ানো বাদক—	,, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইফোনিয়ম বাদক—	,, ধীরেন বসু।

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ।

মহেশ্বর বিদ্যারত্ন	...	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।
রাঘবেন্দ্র	...	,, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।
সমরেন্দ্র	...	,, রতীন্ বন্দ্যোপাধ্যায়।
অমল	...	,, সুশীল রায়।
অচল	...	,, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
অঞ্জন	...	,, শান্তি ভট্টাচার্য্য।
ত্রিলোচন	...	,, অরুণ চট্টোপাধ্যায়।
বিজয়	...	,, কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়।
মিঃ রায়	...	,, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়।
হরেন	...	,, কার্ত্তিক সরকার।
নকড়ি	...	,, যুগল দত্ত।
নবচন্দ্র	...	,, পশুপতি সামন্ত।
দারোগা	...	,, নরেন চক্রবর্ত্তী।
হরিদাস	...	,, সমরেন্দ্রনাথ দীর্ঘাঙ্গী।
নিমু	...	,, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
উদ্ধব	...	,, রাধারমণ পাল।
রাম	...	,, মিলন দত্ত।
কেরামৎ	...	,, হারাধন ধাড়া।
বেয়ারা	...	,, হরেন রায়।

জনৈক ভদ্রলোক	...	শ্রীযুক্ত অজয় দে।
চৌকিদার, দারোয়ান, ভৃত্য, ইত্যাদি।		,, বিজন মুখার্জ্জী ,, যতীন গোঁসাই ,, হরেন গোঁসাই ,, অমূল্য মিত্র ,, বীরেন বিশ্বাস ,, শচীন দত্ত।
সবিতা	...	শ্রীমতী রাণীবালা।
সুশীলা	...	,, লাবণ্য।
নারায়ণী	...	,, হরিমতী।
অনুরাধা	...	,, বন্দনা।
বিলাসী	...	,, প্রফুল্লবালা।
বিনোদিনী	...	,, সরসীবালা।
মালতী মুখার্জ্জী	...	,, রাধারাণী।
মোক্ষদা	...	,, নীরদাসুন্দরী।
গণিকাদ্বয়	...	,, পরীরাণী ,, দুলালীবালা।

চরিত্র।

রাঘবেন্দ্র	জমিদার। প্রৌঢ়। প্রাচীন ভাবাপন্ন।
সুশীলা	ঐ স্ত্রী।
বিদ্যারত্ন	পুরোহিত। প্রৌঢ়। সদাচারী।
নারায়ণী	ঐ স্ত্রী।
সমরেন্দ্র	রাঘবেন্দ্রের পুত্র।
সবিতা	সমরেন্দ্রের স্ত্রী।
অমল	বিদ্যারত্নের পুত্র। উচ্চ শিক্ষিত। মহকুমার হাকিম।
অনুরাধা	অমলের স্ত্রী।
ত্রিলোচন	রাঘবেন্দ্রের নায়েব।
বিজয়	সবিতার ভ্রাতা।
নিমু	বিদ্যারত্নের পুরাতন ভৃত্য।
রাম	রাঘবেন্দ্রের পুরাতন ভৃত্য।
অঞ্জন	হৃতসর্ব্বস্ব যুবক।
অচল	সমরেন্দ্রের মোসাহেব।
মালতী মুখার্জ্জী	জনৈকা গণিকা।
হরেন	জনৈক গোয়ালা যুবক।
বিনোদিনী	ঐ স্ত্রী। সুন্দরী যুবতী।
বিলাসী	হরেনের মা।

কেরামৎ, মিঃ রায়, দারোগা, চৌকিদার, বেয়ারা, কতিপয় গুণ্ডা, কতিপয় গ্রাম্য পুরুষ এবং স্ত্রী (মোক্ষদা, নকড়ি, হরিদাস, উদ্ধব, নবচন্দ্র, গ্রাম্য যুবক, এক ভদ্রলোক, ইত্যাদি)

দৃশ্যসূচী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

বিদ্যারত্নের বাড়ি। সময়—বেলা একটা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ।

তৃতীয় দৃশ্য

জমিদারের বসিবার ঘর। সেই দিন বৈকালে।

চতুর্থ দৃশ্য

পশ্চিম পাড়ার বাগানের এক প্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য

জমিদারের বসিবার ঘর। পর দিন বৈকালে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

বাগান বাড়ির সুসজ্জিত কক্ষ। সময়—সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকাল

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ির বারান্দা। অব্যবহিত পরে

তৃতীয় দৃশ্য

বাগান বাড়ির কক্ষ (পূর্ব্ববৎ)। সেইদিন রাত দুপুরে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

গ্রামের পথ। পরদিন প্রাতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিশ্বারত্নের বাড়ি। কয়েক মিনিট পরে

তৃতীয় দৃশ্য

বাগানের এক প্রান্ত। কিয়ৎকাল পরে

চতুর্থ দৃশ্য

থানা। কিয়ৎ কাল পরে।

যবনিকা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বিপ্রদাসের বাড়ি। গ্রামে যে কোনও অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের
বাড়ি। চতুর্দ্দিকে দেওয়াল। ষ্টেজের একপ্রান্তে বাড়িতে ঢুকিবার
দরজা, অপর প্রান্তে নতুন পাকা বাড়ি। তাহার কিয়দংশ
দেখা যাইতেছে। পশ্চাতের দিকের দেওয়ালের গায়ে
ষ্টেজের মাঝামাঝি জায়গায় পুরাতন বাড়ি। সম্মুখে
প্রশস্ত বারান্দা, উপরে টালির ছাদ। এই
বারান্দাটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। দেওয়ালের
উপর দিয়া অনেক আম জাম ইত্যাদি
গাছের মাথা দেখা যাইতেছে।

সময়—বেলা একটা।

(নারায়ণী এবং অনুরাধা বারান্দায় মাদুরে বসিয়া একটা কুলোতে
চাল বাছিতেছে; নারায়ণী প্রৌঢ়া এবং প্রাচীন ধরণের কিন্তু
অনুরাধা সুন্দরী তরুণী এবং আধুনিক রুচিসম্পন্না। আধুনিক
হইলেও তাহার পোষাক পরিচ্ছদে মার্জ্জিত রুচি এবং
সরলতা সুস্পষ্ট। উভয়েই বারবার মুখ তুলিয়া
সদর দরজার দিকে তাকাইতেছে। উভয়েই
উদ্বিগ্ন কারণ বিপ্রদাস এখনও বাড়ি
ফিরে নাই। বারান্দায় কয়েকটি
মোড়া আছে।)

নারায়ণী। সত্যি বৌমা, আমার মনে হয় আর জন্মে তুমি আমার
মা ছিলে। (হাসিয়া) এখন ভাবতেও হাসি পায়, পাড়ার

লোকরা সব ভয় দেখিয়েছিল—বলেছিল, অতবড় ব্যারিষ্টারের মেয়ে ঘরে আন্‌চো, ছেলে তোমাদের পর হ'য়ে যাবে। কিন্তু তোমার শ্বশুর তোমাকে দেখে এসে বল্লেন—থাক্, তুমি হয়তো শুনে হাসবে।

অনুরাধা। (হাসিয়া) আপনাকে বলতেই হবে।

নারায়ণী। উনি এসে বল্লেন—গিন্নী! (হাসিয়া) গিন্নী কথাটা তোমাদের হয় তো ভাল লাগেনা—

অনুরাধা। আমার খুব ভাল লাগে!

নারায়ণী। আমাদের দিনে স্ত্রী যেমন স্বামীর নাম মুখে আনত না, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর নাম মুখে আনত না।

অনুরাধা। (লজ্জার সহিত) আমিও তো কত বলি ওকে—আমার নাম ধ'রে ডেকোনা।

নারায়ণী। (হাসিয়া) না মা, তোমরা কেন ডাকবে না। তোমরা তো আর সেকেলে মানুষ নও।

অনুরাধা। আমাকে দেখে এসে শ্বশুর মশাই কি বল্লেন তা তো বলছেন না।

নারায়ণী। দেখ তো মা, এত বেলা হ'য়ে গেল। এখনও বাড়ি আসবার নামটি নেই।

অনুরাধা। বাবা বলছিলেন আজকে অনেক বাড়িতে পূজো করতে হবে।

নারায়ণী। তা তো করতেই হবে। তোমার শ্বশুরকে না হ'লে পূজোটা তাদের মনের মত হয় না। কিন্তু লোকগুলির একটু আক্কেল থাকা উচিত। মানুষটা বুড়ো হয়েছে, এখন একটু রেহাই দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, তোমার শ্বশুর আগে তো

যেতেই চাইলেন না। বল্লেন, ওসব খৃষ্টানের মেয়ে আমি ঘরে আনব না। আবার বল্লেন, ব্যারিষ্টারই হউক আর যাই হউক ব্রাহ্মণের সন্তান তো বটে, নেমন্তন্ন যখন করেছে তখন একবারটি যেতেই হবে—নইলে যে ব্রাহ্মণের অসম্মান করা হবে।

অনুরাধা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে সেদিন কিছুই খেলেন না। বাবা ভাল বামুন এনে রাঁধালেন, কত পীড়াপীড়ি করলেন, কিছুতেই খেলেন না।

নারায়ণী। ওটা কি জান মা, বাড়ির রান্না খেয়ে খেয়ে অভ্যেস্ খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই বাইরে খেতে চান না। একবার উঠে খোকার ঘড়িটা দেখে এস তো মা কটা বেজেছে।

অনুরাধার অন্দরে প্রস্থান।

নারায়ণী। (স্বগতঃ) কর্ত্তা ঠিকই বলেন, এমন মেয়ে ঘরে আনা ভাগ্যের কথা।

অনুরাধার পুনঃ প্রবেশ। সঙ্গে অমল।

অনুরাধা। একটা বেজে গিয়েছে মা।

অমল। বাবা এখনও আসেন নি মা?

নারায়ণী। (উদ্বিগ্ন হইয়া সদরের দিকে একবার তাকাইয়া) ছ্যাখ তো তোর বাবার আক্কেল। এতদিন পর তোরা এসেছিস্ ক'টাদিনের জন্য বেড়াতে, এদিকে উনি বাইরে বাইরে ঘুরছেন।

অমল। (অনুরাধাকে) তুমি খেয়েছ?

নারায়ণী ঈষৎ চমকিত হইল।

অনুরাধা। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? বাবা খেলেন না, মা খেলেন না, আমি খাব!

নারায়ণী খুশি হইয়া হাসিল।

অমল। কিন্তু অবেলায় খেলে তোমার শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে।

অনুরাধা। তুমি তো দিব্যি খেয়ে দেয়ে ঘুমও দিয়েছ। তোমার শরীরটা ভাল থাকলেই আমি খুশি।

অমল। তুমি বুঝতে পারছ না। তোমাব অভ্যেস নেই। এরকম দুচারদিন হ'লেই আর দেখতে হবে না।

অনুরাধা রুষ্ট হইল।

নারায়ণী। খোকা তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে। বৌমা বড় হয়েছে, তার কখন খাওয়া উচিত কি অনুচিত সেই বুদ্ধি ওর হয়েছে। (অনুরাধার প্রতি) আমাদেব দিনে আমরা ভাল ছিলুম মা। পুরুষগুলো দিনেব বেলা ঘরে আসতে পাবত না, মুখ দেখা তো দূরেব কথা। তাই ঘাড়ে প'ড়ে এরকম জ্বালাতন করতে পারত না। আমরা আড়ালে ছিলাম, ভাল ছিলাম মা। আমাদের স্বাধীনতা ছিল। তোমরা অবশ্যি বল যে তোমরা স্বাধীন হয়েছ কিন্তু আসলে দরজা খুলে দিয়ে পুরুষ-গুলোকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিয়েছ।

অমল। (হাসিয়া) তুমি কি বলছ মা? তুমি যে আধুনিক মত-গুলো সব উল্টে দিলে।

নারায়ণী। চুপ কর বাঁদর। নিজের পেট ভরেছিস্। ঘরে গিয়ে ঘুমো।

অমল। তুমিই তো আমাকে জোর ক'রে খাওয়ালে।

নারায়ণী। মমতায়। আমি তোর মা, তোর কষ্ট হচ্ছে দেখে তোকে খেতে বলেছি। কিন্তু তোর খাওয়া উচিত হয়নি। আমার মমতায় আমি বলেছি। তোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের উচিত ছিল তোকে

নিষেধ করা। (অমল অবাক্ হইল কিন্তু তর্ক করার ইচ্ছা দমন করিতে পারিল না।)

বিদ্যারত্ন এবং নিমুর হাসির শব্দ শোনা গেল। নারায়ণী হাসিয়া ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিল। অনুরাধা তাড়াতাড়ি বারান্দায় একটি মোড়া ঠিক স্থানে রাখিয়া ভিতর হইতে একটি হাতপাখা লইয়া আসিল।

নারায়ণী। ঐ যে, তোর বাবা আসছেন।

বিদ্যারত্ন এবং নিমুর প্রবেশ। নিমুর কাঁধে একটি ধামা। তাহাতে পূজার চাল, নৈবেদ্য ইত্যাদি। কোমরে গামছা। বিদ্যারত্নের পায়ে খড়ম, হাতে ছাতা; কপালে রক্তচন্দনের তিলক এবং মুখে হাসি। পরিধানে তসরের ধুতি, খালি গা কিন্তু কাঁধে মূল্যবান্ নামাবলি ঝুলানো আছে।

বিদ্যারত্ন। (তখনও হাসিতেছে) কিরে নিমু, তোর কাঁধে খুব লাগ্‌ছে, নারে? আজ অনেক চাল পাওয়া গিয়েছে। হে—হে—হে—ব্রাহ্মণি, আজ অনেক চাল পেয়েছি। বৌমা কই গো? (অনুরাধাকে দেখিয়া) এই যে ব্যারিষ্টারের মেয়ে। তোমার বাবা মিছে কথা ব'লে হাজার হাজার টাকা আনতে পারে কিন্তু সত্যি কথা বলে একদিনে এতগুলো চাল আনতে পারে? হে—হে—হে—। কৈ রে নিমু! বৌমাকে দাখানা। (নিমু ধামাটাকে অনুরাধার সামনে রাখিল।) দেখ বৌমা! কত কলা, শশা, নারকেল কত কিছু রয়েছে, ভাল ক'রে দেখ।

নারায়ণী। কিন্তু বেলা কত হয়েছে তা দেখা হয়েছে? এই দুধের মেয়েটা এখনও না খেয়ে বসে আছে সেটা মনে থাকে না কেন?

বিদ্যারত্নের মুখ শুকাইয়া গেল।

বিদ্যারত্ন। তাইতো। বড্ড বেলা হয়ে গিয়েছে। কি জান গিন্নী, আমি সকাল সকালই আসতাম। আমি এসেই পড়েছিলাম, নারে নিমু! কিন্তু ও পাড়ার বনমালীটা আমাকে হাত ধরে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল। ওদের পুরুত এখনও আসে নি কিনা। আমাকে হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল, না রে নিমু?

নিমু। তুমি নিজে যত খুশি মিথ্যে কথা বল ঠাকুর। আমাকে কেন মিছে কথা বলিয়ে নরকে পাঠাচ্ছ।

বিদ্যারত্ন। (মুখ কাচু মাচু করিয়া) কি যে বলছিস্ তুই। বনমালী আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল না?

নিমু। সে কখন টান্‌ল? তুমিই তো তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলে। সে কত মানা করল তোমাকে, বল্‌ল—ঠাকুর এত বেলা হ'য়ে গিয়েছে, তোমার এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নি, আমাদের জন্যে তুমি বুড়ো মানুষ আর উপোস নাই করলে। কিন্তু তুমি ঠাকুর নাছোড়বান্দা। পূজো হয় নি বলে বনমালীর বিধবা মেয়েটা না খেয়ে রয়েছে, তাতে তোমার কি?

বিদ্যারত্ন। আ-আচ্ছা তুমিই বল তো বৌমা, শিশু বিধবা, পূজো না হ'লে সে খেতে পারবে না। আমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে তার মুখ না চেয়ে কি ক'রে নিজের মুখে ভাত তুলে দেব?

নারায়ণী। রোদে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকা না হয়। এই উপোসের পর মাথা গরম হ'লেই গেছি আর কি।

বিদ্যারত্ন। (চট্‌পট্‌ বারান্দায় উঠিয়া) হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। (মোড়ায় বসিল। অনুরাধা বাতাস করিতে লাগিল।) আঃ! সত্যি বড্ড দেরী করে ফেলেছি মা, আমার ভারি অন্যায় হ'য়ে গিয়েছে। তোমার মুখখানি যে শুকিয়ে গিয়েছে। (একবার নারায়ণীর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া) আমি এক্ষুণি মুখ হাত ধুয়ে খেতে বস্‌ছি। ওরে নিমু, এই বারান্দাতেই আমার জায়গা করে দে।

গাত্রোত্থান।

অনুরাধা। এমন কি আর দেরী হয়েছে? আপনি একটু বিশ্রাম ক'রে নিন।

বিদ্যারত্ন। (আর একবার সভয়ে নারায়ণীর দিকে তাকাইয়া) না মা, দেরী হয়েছে বৈ কি? আমি এক্ষুণি আস্‌ছি।

যাইতে উদ্যত।

নিমু। (দুষ্ট হাসির সহিত) কিন্তু ঠাকুর! যার জন্য গেলে তাতো হ'লো না। দক্ষিণা তো পেলে মোটে দুপয়সা।

বিদ্যারত্ন রুষ্ট হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিমু মৃদু মৃদু দুষ্ট হাসি হাসিতে লাগিল। নিমুর মুখ দেখিয়া বিদ্যারত্ন হাসিয়া ফেলিল।

বিদ্যারত্ন। হো—হো—হো—হো। দেখে নেব তোর শ্রাদ্ধে তোর ব্যাটা আমাকে ক' পয়সা দক্ষিণা দেয়।

প্রস্থান।

নিমু। (আবেগের সহিত) মা ঠাক্‌রুণ, ঠাকুরমশাই বলেছেন, আমি মরলে উনি নিজের হাতে আমার শ্রাদ্ধ করবেন। বললেন,

নিমু তোর ছেলেকে বলিস্ আমাকে ডাকতে। অন্য পুরুত দিয়ে শ্রাদ্ধ করালে আমার সঙ্গে তুই স্বর্গে যেতে পারবি না।

চোখ মুছিয়া বিপ্তারত্নের জন্য খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করিল। ইত্যবসরে অনুরাধা আসন, জল ইত্যাদি রাখিল।

অমল। দু পয়সা চার পয়সার জন্য গায়ের রক্ত জল করার কোন অর্থ হয় না।

নারায়ণী। (চটিয়া) খোকা, তোর বাবা পয়সার মাপকাঠি দিয়ে কর্ত্তব্য বিচার করেন না। নিমু!

নিমু। মা ঠাক্রুণ।

নারায়ণী। এই চাল ডালগুলো বৃন্দাবনের বৌর কাছে চুপি চুপি দিয়ে আয়। ওর ছেলেগুলো ঠিক মত খেতে পায় না।

দুই একটা ফল মূল রাখিয়া সব দিয়া দিল।

নিমু। (হাসিতে হাসিতে) এক্ষুণি যাচ্ছি মা।

ধামা লইয়া প্রস্থান।

অমল। (দুই হাত ছুঁড়িয়া) বাঃ! দুই প্রহর রৌদ্রে ঘুরে লাভ হ'লো অষ্টরম্ভা। কষ্ট ক'রে যা হউক এক আধ টাকার জিনিষ এনেছিলেন তাও তুমি বিলিয়ে দিলে।

নারায়ণী। (রাগান্বিতভাবে) তোরটা বিলাই নি। আমার স্বামী রৌদ্রে ঘুরে যা উপায় করে এনেছেন তাই দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছি। তুই ঘুমুগে যা।

অমল। তোমাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

নারায়ণী। (হাসিয়া অনুরাধাকে) তোমার কপালে দুঃখ আছে মা। গাধা পিটিয়ে তোমাকে ঘোড়া করতে হবে।

অমল রাগ করিয়া ঘরে গেল—বিদ্যারত্নের প্রবেশ।

বিদ্যারত্ন। (খাইতে বসিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) গিন্নী, চালগুলো বৃন্দাবনের বাড়িতে পাঠালে কেমন হয় ?

অনুরাধা হাসিল

নারায়ণী। (হাসিয়া) আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া অনুরাধাকে) তোমার শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে মনের কোন কথাই গোপন রাখা চলে না। পেটের মধ্যে ঢুকে উনি সব কিছু দেখে ফেলেন।

অনুরাধা। আপনার ভাত নিয়ে আসি ?

বিদ্যারত্ন। হ্যাঁ মা, নিয়ে এস। বড্ড দেরী হ'য়ে গিয়েছে।

অনুরাধার প্রস্থান। বিদ্যারত্ন হাতে একটু জল লইয়া হাত ধুইল।
নিমু খালি ধামা হাতে ফিরিয়া আসিল।

নিমু। দিয়ে এলাম মা। (হাসিয়া) ছেলেগুলো কি খুশি। কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে।

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) বলিস্ সামনেই গোটা কয়েক বড় কাজ আসছে। অনেক কিছু পাওয়া যাবে।

অনুরাধা থালাতে ভাত সাজাইয়া আনিয়া বিদ্যারত্নের সামনে রাখিল।
বিদ্যারত্ন ভাতে হাত দিতে যাইবে এমন সময় কাঁদিতে
কাঁদিতে হরিদাস নামে জনৈক দরিদ্র
গ্রাম্য লোকের প্রবেশ।

বিদ্যারত্ন। (থালা হইতে হাত তুলিয়া) কি হ'লো রে হরিদাস ?

হরিদাস। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ঠাকুর।

বিদ্যারত্ন। কি হয়েছে বল্না ?

হরিদাস। আমার বাড়ির পূজো বাদ পড়ল ঠাকুর।

বিদ্যারত্ন। কেন, ভট্‌চায্যি কোথায়?

হরিদাস। উনি পূজো করবেন না বল্লেন। আমি এক পয়সার বেশী দক্ষিণা দিতে পারি না তাই আমার বাড়িতে পূজো করবেন না বল্‌লেন। পা দুটো জড়িয়ে ধরে কত কাঁদলুম ঠাকুর। কিন্তু উনি না শুনে ও পাড়ার চৌধুরীদের বাড়ি পূজো করতে গেলেন। তারা বড়লোক, এক টাকা দক্ষিণা দেয়। আমি গরীব ঠাকুর মশাই, ভিক্ষে করে খাই।

অমল কান্না শুনিয়া বাহিরে আসিয়াছে। বিদ্যারত্ন ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত ধুইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল।

বিদ্যারত্ন। বৌমা, আর একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি আর একটু অপেক্ষা কর।

অমল। এই বেলা দুটোর সময় না খেয়ে আপনি কোথায় চল্লেন?

বিদ্যারত্ন। (উত্তেজিত ভাবে) চলেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে, অনাচারী ব্রাহ্মণের হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে। চল হরিদাস, আমি তোমার পূজো করব, চল।

হরিদাস এবং বিদ্যারত্নের প্রস্থান।

নিমু। (অমলকে) খোকা, তুই ঠাকুরমশাইকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা, নইলে উপোস ক'রে ক'রেই উনি মারা যাবেন।

অমল। (রাগের সহিত) আমি তো চাই নিয়ে যেতে। কিন্তু উনি যান কোথায়? রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, দুটো চারটে পয়সার জন্য শরীরটাকে মাটি করতে বসেছেন।

নারায়ণী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) খোকা! আমার সামনে তোর বাবার সম্বন্ধে ওরকম কথা তুই বলিস্ না। আমি বারবার বলেছি তোকে যে পয়সা দিয়ে ওঁর প্রাণটাকে তুই মাপতে পারবি না।

অমল। কিন্তু আমি বলবই যে এটা বাড়াবাড়ি হচ্চে।

অনুরাধা। (চটিয়া) তোমার লজ্জা করে না এসব কথা বলতে? তোমার যদি অতই দরদ তবে তুমি আগে খেলে কেন? যদি না খেয়ে থাকতে তাহ'লে শ্বশুরমশাইকে এই বেলা দুটোর সময় পুজো করতে যেতে হ'ত না। তুমিই গিয়ে পুজোটা সেরে আসতে পারতে।

অমল। (অবাক হইয়া) আমি যাব পুজো করতে?

অনুরাধা। কেন, পুজো করলে ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে?

অমল। অনুরাধা!

অনুরাধা। তুমি চুপ কর।

ঘরে চলিয়া গেল।

অমল। (নারায়ণীর কাছে আসিয়া সাশ্রুনেত্রে) মা!

নারায়ণী। (হাসিয়া) ওর বাবা ব্যারিষ্টার হ'লে কি হবে? বামুনের ছেলে তো?

নিমু মাথা নাড়িয়া কথাটাকে তারিফ করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়—সেইদিন বৈকাল।

স্থান—গ্রাম্যপথ। যেকোন এক বাউল গান গাহিয়া চলিয়া গেল। পরে একঝুড়ি ফলমূল লইয়া কয়েক সাইজ ছোট জুতা পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উদ্ধবের প্রবেশ। অভ্যাস না থাকার দরুণ পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে। সে কোনও রকমে কোচা ঝুলাইয়া ধুতি পরিয়াছে। গায়ে একটি ইঁদুরে কাটা রঙীন্ জামা। মাথার চুল বেশী তেল দিয়া পাট করা।

উদ্ধব। উঃ রে বাবা! পা দুটো আর রইল না বুঝি।

অপরদিক্ হইতে জনৈক ভদ্র গ্রাম্যলোকের প্রবেশ।

ভদ্রলোক। কি রে উদ্ধব, খোঁড়াচ্চিস্ কেন?

উদ্ধব। (প্রায় কাঁদিয়া) তাও আবার জিজ্ঞেস্ করছেন! আমার পা দুটো দেখচেন না?

ভদ্রলোক। (জুতো দেখিয়া হাসিয়া) ওঃ বেশ সেজেছিস্ তো। কোথায় যাচ্চিস্ এত সেজেগুজে?

উদ্ধব। যাচ্চি ঠাকুর বাড়িতে, অমলের সঙ্গে দেখা করতে।

ভদ্রলোক। অমল!

উদ্ধব। হাঁ গো, আমাদের অমল, ঠাকুরমশাইর ছেলে।

ভদ্রলোক। তোদের অমল! সে যে এখন আমাদের হাকিম।

উদ্ধব। হাকিম ব'লেই তো জুতো পরেছি বাবু।

ভদ্রলোক। তাকে তুই অমল বলছিস্?

উদ্ধব। তাইতো, আপনি তো বড় গোল পাকিয়ে দিলেন। আমরা যে পাঠশালায় এক সঙ্গে পড়েছি, এক সঙ্গে ঘুড়ি উড়িয়েছি, গাছে চড়েছি।

ভদ্রলোক। তাতে হয়েছে কি? আমাদের হাকিম, সে তোর সমান হ'ল?

উদ্ধব। আহা হা, সে কি হয় বাবু? সে বামুনের ছেলে, আমি তার সামান হ'ব কি করে?

ভদ্রলোক। বামুন ব'লে নয়। এই যে আমি সেলাম ক'রে এলাম, এ কি বামুনের ছেলে বলে?

উদ্ধব। সেলাম কি গো বাবু? সে তো মোচনমানে করে।

ভদ্রলোক। তুই ব্যাটা একেবারেই গেঁয়ো। হাকিমকে সেলাম করতে হয় আর হুজুর হুজুর বলতে হয়।

উদ্ধব। আমি তো ভেবেছিলাম পায়ে পড়ে একটা গড় করব।

ভদ্রলোক। ধ্যেৎ। দেবে কাণ ধরে তাড়িয়ে।

উদ্ধব। আপনি বলেন কি? বামুনের ছেলেকে গড় করব না?

ভদ্রলোক। ধ্যেৎ তোর বামুন। কলির বামুন আবার বামুন!

উদ্ধব। অমন কথা বলবেন না বাবু। মুখে কুষ্ঠ হবে।

ভদ্রলোক। তোর মাথা হবে। কলির বামুন হচ্চে ঢোঁড়া সাপ, বুঝ্‌লি? কাম্‌ড়ালেও কিচ্ছু হবে না। কিন্তু হাকিম যদি একবার কামড়ায় তাহ'লে ভিটেতে ঘুঘু চরবে। বামুন আমার কি করবে?

উদ্ধব। অমন কথা বলবেন না বাবু। আমাদের ঠাকুর মশাই তেমন বামুন নয়। হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলে পুণ্যি হয়।

ভদ্রলোক। তোকে বুঝাবো কি করে? ইংরিজী তো শিখিস্ নি। যাক্‌গে। তুই এই এক ঝুড়ি কলা কচু নিয়ে যাচ্ছিস্ কোথায়? হাকিমকে ভেট দিবি নাকি?

উদ্ধব। (রুষ্ট হইয়া) আমি তো আর পরের সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছি না যে হাকিমকে ভেট দেব।

ভদ্রলোক। ভারি যে লম্বা চওড়া কথা শিখেছিস্। ঝুড়িটা কি অমনি অমনি নিয়ে যাচ্চিস্?

উদ্ধব। আপনি যা ভাবচেন তা নয়। আমি নিচ্চি ঠাকুর মশাইর জন্যে। নতুন ফলেছে তাই নিজে খাওয়ার আগে ঠাকুর মশাইকে দিতে যাচ্চি। নইলে পাপ হবে।

ভদ্রলোক। ঐ করেই তো মরলি তোরা।

উদ্ধব। আপনি বলেন কি বাবু? ঠাকুর বাড়িতে না দিয়ে আমার বাপ দাদা কেউ খেল না, আর আমি খাব? জিভ্ যে খসে পড়বে।

ভদ্রলোক। কই, আমার জিভ্ তো খসে পড়েনি।

উদ্ধব। ঠাকুর দেবতাকে অমান্যি করবেন না বাবু। আমি বলে দিচ্চি, একদিন খসে পড়বে।

অমলের প্রবেশ।

অমল। আরে, উদ্ধব যে। (ভদ্রলোকের প্রতি) ওঃ আপনি?

ভদ্রলোক। (একগাল হাসিয়া) হেঁ-হেঁ হেঁ-হুজুর। আমি এদিক্ পানে একটু যাচ্চিলাম। সেলাম হুজুর। আমার আর্জ্জিটা যেন মনে থাকে।

অমল। উদ্ধব, তুমি কোথায় যাচ্চ?

উদ্ধব। (হতভম্ব হইয়া কি করিবে ঠিক না পাইয়া ভদ্রলোকের দেখাদেখি ভয়ে ভয়ে দূরে সরিয়া একটা সেলাম করিল।) সেলাম হুজুর।

অমল। (উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) তুমি সেলাম করছ কেন উদ্ধব? তোমারও আর্জ্জি আছে নাকি?

উদ্ধব। এ-এ-এ ঠাকুর ভাই!

অমল। (কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া) হাঁ উদ্ধব। তুমি আমাকে ভাই বলেই ডেকো। (উদ্ধব কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু হাসিতে লাগিল।) বাঃ বেশ সুন্দর কলা তো। এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

উদ্ধব। নতুন বাগানের প্রথম ফল। তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।

অমল। বাবাকে দিতে যাচ্ছ বুঝি? চল।

উদ্ধব। তুমি একটা খেয়ে দেখবে?

অমল। আগে বাবা খান, তারপর খাব। এঃ! তোমার এত সুন্দর জামাটা এরকম হ'ল কি ক'রে?

উদ্ধব। হেঁ-হেঁ-হেঁ। তুমি আসবে বলে ওমাসে কিনেছিলাম। যত্ন করে হাঁড়িতে তুলে রেখেছিলাম। ইঁদুর গুলো এমন পাজি যে আদ্দেকটাই খেয়ে ফেলেছে।

অমল। হো-হো-হো। চল।

হাত ধরিয়া টানিল।

উদ্ধব। উঃ।

অমল। কি হ'ল? ওঃ জুতো পরেছ যে। ফোস্কা পড়েছে বুঝি?

উদ্ধব। পা দুটো আর নেই ভাই।

অমল। তুমি করেছ কি? খুলে ফেল, খুলে ফেল।

উদ্ধব। ঠাকুর ভাই আমার ঝুড়িটা একটু ধর তো।

অমল। দাও।

ভদ্রলোক। আমি ধরছি, আমি ধরছি।

অমল। থাক্ আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

অমল ঝুড়ি লইল। উদ্ধব জুতা খুলিয়া হাতে লইল এবং অমলের নিকট হইতে ঝুড়ি লইয়া কাঁধে তুলিল।

অমল। চল।

ভদ্রলোক। হুজুর, আমাকে যেন মনে থাকে।

অমল। (উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) থাকবে। আপনার আর্জ্জিটা মনে না থাকলেও আপনাকে মনে থাকবে চিরকাল।

অমল এবং উদ্ধবের প্রস্থান। ভদ্রলোক বিপরীত দিকে যাইতে লাগিল। সেইদিক্ হইতে হন্ হন্ করিয়া চলিতে চলিতে নায়েব ত্রিলোচনের প্রবেশ। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার প্রায় ধাক্কা লাগিয়া গেল। ত্রিলোচন অতিশয় গোবেচারা লোক। গলায় চাদর আছে। বড় বড় শব্দ ব্যবহার করা তাহার একটা বাতিক।

ত্রিলোচন। উঃ! বলি, চোখের মস্তকটি কি চর্ব্বণ করে খেয়েছ ?

ভদ্রলোক। নায়েবমশাই, মাপ করুন, আমি দেখতে পাইনি।

ত্রিলোচন। দেখতে পাওনি ? আমি ত্রিলোচন নায়েব, আমি কি একটি কেঁচো যে তোমার দৃষ্টিগোচর হই না ?

ভদ্রলোক। সে কি কথা নায়েব মশাই ? আপনি হচ্চেন আমাদের মালিক। জমিদার তো আপনার মুঠোর মধ্যে। হে-হে-হে-হে। ধরতে গেলে আপনিই তো প্রকৃত জমিদার।

ত্রিলোচন। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ। তা যা বলেছ বাবাজী। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ। কোথায় যাওয়া হচ্চিল ?

ভদ্রলোক। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম নায়েব মশাই।

ত্রিলোচন। আমার কাছে ? পেয়াদা প্রেরণ না করলে তো আমার কাছে সচরাচর কারুর শুভাগমন হয় না।

ভদ্রলোক। কি যে বলেন আপনি নায়েব মশাই! আপনি হলেন আমার মুরুব্বি।

ত্রিলোচন। (সন্দেহের সহিত) তোমার অভিপ্রায়টা একটু উন্মোচন করে বল তো। খাজনা কিন্তু বাকি রাখা চলবে না।

ভদ্রলোক। না না, তা নয়। আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। আমি গিয়েছিলাম হাকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে।

ত্রিলোচন। বটে, বটে? হুজুর কি গাত্রোত্থান করেছেন?

ভদ্রলোক। হাঁ, এদিকেই এসেছিলেন, এই মোড়টা ছাড়ালেই দেখতে পাবেন।

নায়েব। বটে, বটে? আচ্ছা আমি তাহ'লে প্রস্থান করি।

যাইতে উদ্যত।

ভদ্রলোক। নায়েব মশাই!

ত্রিলোচন। আঃ শুভকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করো না।

পুনরায় যাইতে উদ্যত।

নেপথ্যে নকড়ি। কোথায় যাচ্চ হে ত্রিলোচন?

ত্রিলোচন। আঃ আবার বিঘ্ন।

নকড়ি এবং নবচন্দ্রের প্রবেশ।

নকড়ি। অত চট্‌ছ কেন?

ত্রিলোচন। চট্‌বনা? পদে পদে বিঘ্ন উৎপাদন করলে ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক।

নকড়ি। মনে হচ্চে তুমি বিদ্যারত্নের বাড়িতে যাচ্চ?

ত্রিলোচন। হাঁ গমন করচি।

নকড়ি। শুন্‌লে?

ত্রিলোচন। তাতে অপরাধ কি হয়েছে? ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম স্মরণ করা কি পাপ?

নকড়ি। কেন, এই গাঁয়ে কি আর ব্রাহ্মণ নেই? কি বল হে নবচন্দ্র?

নবচন্দ্র। আছে বৈকি। আমরা এতগুলো ব্রাহ্মণ রয়েছি।

নকড়ি। ব্রাহ্মণ তো রয়েছ কিন্তু বিদ্যারত্নের ছেলে যে একটা খৃষ্টানের মেয়ে বিয়ে করল তার কি ব্যবস্থা করলে?

ত্রিলোচন। খৃষ্টান কেন বল্‌চ ঠাকুর? আমি অবগত আছি ওঁর পিতা ব্যারিষ্টার সাহেব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান।

নকড়ি। রেখে দাও, রেখে দাও। বিলেতফেরত আবার ব্রাহ্মণ।

নবচন্দ্র। না না, আমরা ওর হাতে খেতে পারি না।

ভদ্রলোক। কিন্তু বিদ্যারত্নের হাকিম ছেলে যদি নেমন্তন্ন করে?

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। ভদ্রলোক প্রস্থান করিতে উদ্যত।

নকড়ি। কোথায় যাচ্ছ হে?

ভদ্রলোক। আমি এর মধ্যে নেই ঠাকুর।

প্রস্থান।

নকড়ি। দেখ্‌লে? লোকগুলো ভয়েই ম'ল।

ত্রিলোচন। আচ্ছা প্রণাম। আপনারা সকলে যদি অনুমতি করেন তো আমি প্রস্থান করি।

প্রস্থান।

নবচন্দ্র। আমরাই বা তবে আর অবস্থান করি কেন?

নকড়ি। চল মোক্ষদার বাড়িটা একবার ঘুরে যাওয়া যাক্।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—জমিদারের বসিবার ঘর। একদিকে চৌকির উপর ঢালা বিছানা পাতা, কয়েকটি তাকিয়া আছে। দেওয়ালে কয়েকটি পুরাণো ধরণের দেবদেবীর ছবি। ঘরের অন্যদিকে আধুনিক ধরণের আসবাব। দুইটি দরজা, একটি বাইরের দিকে, অন্যটি অন্দরের দিকে।

সময়—সেইদিন বিকাল বেলা।

জমিদার রাঘবেন্দ্র অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তামাক টানিতেছে। সম্মুখে দাবা। একাকী দাবার চাল দিতেছে এবং সময় সময় অনুপস্থিত বিদ্যারত্নকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছে। বিদ্যারত্ন তাহার নিত্য সহচর বিশেষতঃ দাবা খেলায়। আজ বিদ্যারত্নের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া রাঘবেন্দ্র একটু চঞ্চল হইয়া এক একবার বাহিরের দরজার দিকে তাকাইতেছে। বিদ্যারত্নের জন্য আর একটি হুকোতে তামাক জ্বলিতেছে।

রাঘবেন্দ্র। (একটি চাল দিয়া) কেমন, বিদ্যারত্ন? এবার ঘোড়া সামলাও, হো—হো—হো—হো—(দরজার দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাইল এবং একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় দাবায় মন দিল।) হুঁ, চাল ফিরিয়ে নেবে? আচ্ছা, এই নাও তোমার ঘোড়া। এই গজটাকে উঠাবে? আচ্ছা, তবে নাও এই কিস্তি, হো—হো—হো—হো—বৌমা! বৌমা!

অন্দর হইতে সবিতার প্রবেশ। সবিতা সুন্দরী তরুণী, হাস্যময়ী চেহারা।

সবিতা। বাবা, আমাকে ডাকছিলেন?

রাঘবেন্দ্র। (এক গাল হাসিয়া) হ্যাঁ বৌমা, এই দেখ, বিদ্যারত্নকে আজ হারিয়ে দিয়েছি। এই যে দেখ্‌ছ নৌকোর কিস্তি দিয়েছি, এই কিস্তিতেই একেবারে মাৎ, হো—হো—হো—হো।

সবিতা। জ্যাঠামশাইকে তো দেখছি না।

রাঘবেন্দ্র। য়্যাঁ, তাই তো। (দরজার দিকে একবার তাকাইয়া) কি হয়েছে বলতো বৌমা? রোজ ঠিক চারটের সময় হাজির থাকে, কিন্তু আজ এত দেরী হচ্চে। (বিদ্যারত্নের জন্য রক্ষিত হুকার দিকে তাকাইয়া) দু ছিলিম তামাকও পুড়ে গেল, তবু তার দেখা নেই।

সবিতা। (হাসিয়া) আপনি কি একা একাই খেলছিলেন?

রাঘবেন্দ্র। (হাসিয়া) ঠিক তা নয় মা। এই যে দেখছ দাবা ব'ড়ে সব দাঁড়িয়ে রয়েছে এরা এই রকমই দাঁড়িয়েছিল কাল সন্ধ্যে বেলা, যখন আমরা খেলা শেষ করেছিলাম, বুঝলে? (উত্তেজিত ভাবে) এইবার আমার চাল। আমি আমার গজটিকে দিয়ে এই ব'ড়েটিকে খেয়ে এখানে বসেছি। এক জোর, দুই জোর, তিন জোরে আমার গজ বসে রয়েছে। এ কি চালাকি বৌমা? এক চালে দুটি বল ধ'রে বসেছি, হয় ঘোড়া দাও, নয় নৌকো দাও। বল তো মা এবার সে যাবে কোথায়? তোমার জ্যাঠামশাই এবার ঠিক তিনটি চালে মাৎ—হো—হো—হো—হো।

সবিতা। কিন্তু জ্যাঠামশাই আপনাকে রোজ হারিয়ে দেন।

রাঘবেন্দ্র। (ঈষৎ রুষ্ট হইয়া) রোজ হারিয়ে দেন! কে—কে—কেন সেই অগ্রাণ মাসের বাইশ তারিখে আমি ওকে হারিয়ে দিয়েছিলাম সেটা বুঝি ভুলে গিয়েছ?

সবিতা। (হাসিয়া) কিন্তু এটা যে বোশেখ মাস, ছ' মাস হ'য়ে গিয়েছে যে।

রাঘবেন্দ্র। (হাসিয়া) কিন্তু বৌমা, বিদ্যারত্ন যে আমার চাইতে বয়সেও ছ' মাসের বড় সেটা কেন ভুলে যাচ্চ ?

সবিতা। তা হ'লে তো আপনি কোনও দিনই জিততে পারবেন না কারণ জ্যাঠামশাই চিরকালই বড় থেকে যাবেন।

রাঘবেন্দ্র। হাঁ, মানে, ঠিক তা নয়—এই ইয়ে, মানে, কথাটা সত্যি কিন্তু তুমি আজ দেখবে বিদ্যারত্ন আর ঠিক তিনটি চালে মাৎ।

বিদ্যারত্নের প্রবেশ।

বিদ্যারত্ন। কে মাৎ হ'ল হে ? (রাঘবেন্দ্র চমকাইল।) এই যে আমার মা লক্ষ্মী। রাঘবেন্দ্র তোমাকে মাৎ করল না কি ?

সবিতা। (হাসিয়া) না জ্যাঠামশাই, বাবা আপনাকে মাৎ করেছেন।

রাঘবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইল।

বিদ্যারত্ন। (ব্যস্ত হইয়া) আমাকে ? (দাবার দিকে তাকাইয়া) আমাকে মাৎ ? (তাড়াতাড়ি দাবার কাছে যাইতে যাইতে) কই দেখি ?

সবিতা বাহিরে যাইয়া একখানি হাত পাখা লইয়া আসিল এবং উভয়ের কাছে যাইয়া বাতাস করিতে করিতে দাবা খেলা দেখিতে লাগিল। বিদ্যারত্ন এবং রাঘবেন্দ্র অপলক দৃষ্টিতে দাবার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

রাঘবেন্দ্র। দেখছ কি দাদা ? এই চালে তোমার ঘোড়াটি গিয়েছে, হে—হে—হে—হে।

বিদ্যারত্ন। (রুষ্ট হইয়া) আগে থাক্‌তেই হেসো না। ঘোড়া তো নিয়েছ ভায়া কিন্তু এই চালে যে দাবাটি নিলাম সেটা দেখেছ?

রাঘবেন্দ্র। হ্যাঁ? আরে রোসো, রোসো, রোসো। এই চালটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

বিদ্যারত্ন। (তীব্রভাবে) কক্ষণও নয়। তুমি কাল থেকে ভেবে ভেবে এই চালটি দিয়েছ। তোমার দাবা আমি খেয়েছি।

রাঘবেন্দ্র। তুমি বল কি বিদ্যারত্ন? দাবা মেরে খেলা! এটা কি ন্যায্য কথা হ'ল? ওটা আমি দেখতে পাই নি। দেখলে কেউ দাবাটা অমনি ফেলে দেয়? আচ্ছা, তুমিই বল তো বৌমা, এটা একটা ন্যায্য কথা হ'ল?

সবিতা। (হাসিয়া) আচ্ছা জ্যাঠামশাই, দাবাটা ফিরিয়ে দিন।

বিদ্যারত্ন। তুমি যখন বলছ বৌমা, তখন দাবাটা ফিরিয়েই দিলাম। (রাঘবেন্দ্রর প্রতি) কিন্তু তোমার মনে থাকে যেন আর ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না।

রাঘবেন্দ্র। সে পরে দেখা যাবে 'খন। (হাসিয়া) এবারটা তো বাঁচলাম।

সবিতা হাসিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে রাঘবেন্দ্র এবং বিদ্যারত্নও হাসিয়া ফেলিল। বিদ্যারত্ন তামাকের নল লইয়া টানিতে লাগিল কিন্তু তামাক জ্বলিয়া গিয়াছে সুতরাং ধোঁয়া বাহির হইল না।

বিদ্যারত্ন। তামাকটা যে নিবে গিয়েছে।

রাঘবেন্দ্র। যাবে না, কতটা দেরী ক'রে এসেছ তার খেয়াল আছে? ওরে রাম!······(উত্তর না পাইয়া চীৎকার করিয়া) রাম!

(তবু উত্তর নাই।) চাকরগুলো কি বদমাইস হয়েছে বৌমা, ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না।

সবিতা। আমি তামাক এনে দিচ্ছি জ্যাঠামশাই।

বিদ্যারত্ন। (অবাক্ হইয়া) তুমি!

সবিতা। হ্যাঁ, আমি খুব ভাল তামাক সাজতে জানি। আমার বাবাকে আমি তামাক সেজে খাওয়াতাম।

বিদ্যারত্ন। না মা, তুমি কেন? রাম এক্ষুণি এসে পড়বে।

সবিতা। (কলকে হাতে লইয়া) আমি সত্যি খুব ভাল তামাক সাজতে পারি। রামের চাইতে ভাল পারি। একবার দেখুন না খেয়ে।

প্রস্থান।

রাঘবেন্দ্র ও বিদ্যারত্ন অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিদ্যারত্ন। ভায়া, তুমি ভাগ্যবান্। মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

রাঘবেন্দ্র। ঠিক বলেছ বিদ্যারত্ন। কলেজে পড়া মেয়ে, কিন্তু কি অমায়িক স্বভাব।

বিদ্যারত্ন। সত্যিকারের লেখাপড়া যে শিখেছে তাকে অমায়িক হ'তেই হবে রাঘবেন্দ্র।

রাঘবেন্দ্র। কিন্তু······

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

বিদ্যারত্ন। (চিন্তিত হইয়া) 'কিন্তু' কেন রাঘব?

রাঘবেন্দ্র। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিবে কিনা ভাবিয়া) আমি ভাবছিলাম আমার ছেলে সমরের কথা। সে একটা

পশু বিদ্যারত্ন, সে একটা জানোয়ার। আমার এমন বৌমাকে সে অবহেলা করে। আমার সন্দেহ হয় সে দুশ্চরিত্র।

বিদ্যারত্ন। (চমকাইয়া) না, না, রাঘব, এটা তোমার অন্যায় সন্দেহ।

রাঘবেন্দ্র। তুমি চিরকালই স্নেহে অন্ধ হ'য়ে আছ, তাই কিছুই তোমার চোখে পড়ে না। সে একটা নাস্তিক। তার ভগবানে বিশ্বাস নেই, দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, এমন কি পারিবারিক জীবনেব পবিত্রতাকে পর্য্যন্ত সে অস্বীকার করে। কলেজে প'ড়ে সে হয়েছে একটা স্বার্থপর শয়তান। যেটাতে তার অসুবিধা হয় সেটাকেই সে অস্বীকার করে। তার মতামত শুধু তার নিজের সুবিধা অসুবিধার উপর নির্ভর করে। এমন চামার যে কি ক'রে আমার ঘরে জন্মালো ?

বিদ্যারত্ন। সব ঠিক হ'য়ে যাবে ভাই। এখনও সে বালক বই তো নয়। চঞ্চলতাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। একদিন সেও তার ভুল বুঝতে পারবে।

রাঘবেন্দ্র। ঐটেই তোমার দোষ। সব কিছুতেই তোমার ঐ এক কথা—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

বিদ্যারত্ন। হ'তেই হবে রাঘবেন্দ্র। আমি অনেকদিন ব'সে তোমার ছেলে এবং বৌমার কোষ্ঠী বিচার ক'রে তবে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছি। তা ছাড়া ওদের দুজনকেই আমি ছোট্ট থেকে জানি। এই বিবাহের ফল শুভ হ'তেই হবে।

রাঘবেন্দ্র। তুমি ভুল বিচার করেছ।

বিদ্যারত্ন। (চটিয়া) রাঘবেন্দ্র! তোমার পুরোহিত এই মহেশ্বর বিদ্যারত্ন তার যজমানের কোষ্ঠীর ভুল বিচার করে না।

রাঘবেন্দ্র। আমি কি বলেছি যে তুমি ইচ্ছে ক'রে করেছ? কিন্তু মানুষের ভুলও তো হয়।

বিদ্যারত্ন। (ব্যঙ্গ করিয়া) আমার ভুল হবে! (রাগের সহিত) আমি মহেশ্বর বিদ্যারত্ন, ষোলো আনা পণ্ডিত, রামচরণ সার্ব্বভৌমের পুত্র, রামহরি তর্কালঙ্কারের পৌত্র, হরিহর বিদ্যাবাগীশের প্রপৌত্র, আমার হবে ভুল। তোমাকে বুঝাব কি ক'রে রাঘবেন্দ্র। ব্রাহ্মণ হ'য়ে তো জন্মাওনি, তুমি বুঝবে না ওসব কথা। জমিদার হ'য়ে জন্মেছ জমিদারী কর, তোমার পুরোহিতের শাস্ত্রজ্ঞানের ভুল ধরতে এস না।

রাঘবেন্দ্র। (হাসিয়া) তুমি যে চটে গেলে ঠাকুর।

বিদ্যারত্ন। চটব না! তুমি একটা অর্ব্বাচীন। আমি মহেশ্বর বিদ্যারত্ন যার নাম শুনলে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদেরও হৃদ্‌কম্প হয় তার হবে ভুল!

রাঘবেন্দ্র। আচ্ছা ঠাকুর, হার মানলাম। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার বিচারই সত্যি হয়। দেখি, পায়ের ধুলো দাও।

পদধুলি লইল।

বিদ্যারত্ন। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি দীর্ঘজীবি হও।

রাঘবেন্দ্র। হ্যাঁ, তোমার ছেলে আর বৌমা নাকি এসেছে?

বিদ্যারত্ন। হ্যাঁ, কাল রাত্রে এসেছে। ছেলে বলছে মোটে সাতটি দিনের ছুটি। কতদিন পর দেখা হ'ল তাও মোটে সাতটি দিনের জন্য। পড়াশুনায় ভাল দেখে তুমিই পয়সা খরচ ক'রে তাকে পাঠালে কলেজে। পাশ ক'রে বেরিয়ে এসে বড় একটা চাকরি পেয়েছে সে, আট ন'শ টাকা মাইনে। অত টাকার কথা

ভাবতেও ভয় করে রাঘব। (বিষণ্ণভাবে) কালে নাকি আরও বেড়ে দুহাজার টাকা হবে।

রাঘবেন্দ্র। এতো সুখের কথা, মহেশ্বর। তোমার ছেলে আমাদের মহকুমার হাকিম হয়ে এসেছে। কয়েক বছর পরে সে জেলার হাকিম হবে। তুমি এতে দুঃখ করছ কেন? এতো সুখের কথা।

বিদ্যারত্ন। (বিষণ্ণ ভাবে হাসিয়া) সুখের কথা! রাঘব, আমি ভেবেছিলাম আমার পুত্র হবে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যার কাছে পৃথিবীর সকলের মাথা শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে আসবে। কিন্তু তাতো হ'ল না রাঘব, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই র'য়ে গেল। শুনেছি আমার ছেলের কাছেও অনেকে মাথা নোওয়ায় কিন্তু সেটা তার চাপরাশীর চোখ রাঙানীর ভয়ে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে একটা চাপরাশী দেখিয়ে পরিচয় দিতে হয় এটা অসহ্য, অসহ্য। আমার পূর্ব্বপুরুষের উন্নতশির আজ নত হ'য়ে গিয়েছে। (অতিশয় উত্তেজিত হইয়া) রাঘব! সমাজের মঙ্গলের জন্য অনাহারকে যারা জীবনের ব্রত ব'লে মেনে নিয়েছিল তাদেরই সন্তান আজ দুটো অর্থের জন্য কাড়াকাড়ি করছে চণ্ডালের সঙ্গে, একি হল!

কলকে হাতে সবিতার প্রবেশ। উভয়েই চেষ্টা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল।

সবিতা কল্‌কে হুকোতে রাখিয়া আস্তে ফুঁ দিতে লাগিল।

সবিতা। আপনি টেনে দেখুন জ্যাঠামশাই, কেমন তামাক সেজেছি।

বিদ্যারত্ন। তুমি আমার মা জননী। তোমার দেওয়া জিনিষের কি তুলনা হয়?

সবিতা। (নীরবে কিছুক্ষণ তামাকে ফুঁ দিয়া) আপনার ছেলে আর বৌ নাকি বাড়ি এসেছে?

বিদ্যারত্ন। হাঁ মা, তারা কাল এসেছে।

সবিতা। আমাদের এখানে ওদের আসতে বলবেন।

রাঘবেন্দ্র। নিশ্চয় আসবে মা। কালই ওরা আসবে।

সবিতা। কাল বিকালে চা খেতে আসতে বলবেন।

রাঘবেন্দ্র। (হাসিয়া) কিন্তু তোমার এই দুটি বুড়ো ছেলে তো চা খায় না মা। তাদের কি দেবে?

সবিতা। আপনাদের জন্য আমি নিজের হাতে মিষ্টি তৈরি করব।

বিদ্যারত্ন। আমার জন্য শক্ত ক'রে দুটো চিড়ের মোওয়া তৈরি ক'রো কিন্তু।

রাঘবেন্দ্র। হো—হো—হো—হো। তোমার কি নতুন ক'রে দাঁত উঠল মহেশ্বর?

সকলে হাসিতে লাগিল। এমন সময় সমরেন্দ্রের প্রবেশ। তাহার চেহারা দেখিয়াই মনে হয় সে উগ্রপ্রকৃতির লোক। চোখের ভাব চঞ্চল। সবিতাকে হুকোর সম্মুখে দেখিয়া সে বিরক্ত হইল।

সমরেন্দ্র। এ কি?

রাঘবেন্দ্র এবং বিদ্যারত্ন মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

সবিতা। (হাসিয়া মুখ তুলিয়া) জ্যাঠামশাইকে তামাক সেজে দিলাম।

সমরেন্দ্র। কেন; বাড়িতে চাকরবাকর নেই?

সবিতা। তাদের ডেকে পাওয়া যায়নি, তাই আমি নিজেই দিলাম।

সমরেন্দ্র। ডেকে পাওয়া যায় নি! এইসব হারামজাদা চাকর-বাকরকে চাবকে লাল ক'রে দেওয়া উচিত।

রাঘবেন্দ্র। (গম্ভীর ভাবে) তোমার চাকর যখন হবে তখন তুমি চাব্‌কে লাল ক'রো, কিন্তু আমার চাকরকে তুমি চাব্‌কাতে এস না, সমরেন্দ্র।

সমরেন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) চাকরকে শাসন করব না! বুড়ো হ'লেই লোকের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়—

রাঘবেন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) সমরেন্দ্র! তোমার স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সমরেন্দ্র। আপনি চটুন আর যাই করুন, সত্যি কথা আমি বলবই। চাকরকে ডেকে পেলেন না ব'লে রামা শ্যামা যে আসবে সবিতা তারই জন্য তামাক সেজে দেবে?

অবাক্ হইয়া সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যারত্ন অপমানসূচক কথাগুলি বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না কিন্তু রাঘবেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাঘবেন্দ্র। (গাত্রোত্থান করিয়া) বেয়াদব! (কাছে আসিয়া মুষ্টি দৃঢ় করিয়া) তুমি আমার পুরোহিতকে রামাশ্যামা বলছ?

সমরেন্দ্র। (ভীত হইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া) এরা সব বা—বা—বাজে লোক বৈ তো নয়। সারাজীবন আলসেমো ক'রে আর পূজোর নামে চাল কুড়িয়ে বেড়ানোই তো এদের কাজ।

রাঘবেন্দ্র। (রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে) সাবধান সমরেন্দ্র! আমার সুমুখেই তুমি অপমান করছ আমার পুরোহিতকে যে তোমার মঙ্গলের জন্য এখনও উপোস ক'রে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে? তুমি ভেবেছ আমি বুড়ো হয়েছি, তাই তোমার এই স্পর্দ্ধা আমি সহ্য ক'রে যাব। কিন্তু তুমি আমাকে চেননা সমরেন্দ্র, এই বৃদ্ধ

জমিদার তোমাকে এখনও পিষে মারতে পারে। আমি তোমাকে শাস্তি দেব।

সবিতা। (কাতর ভাবে) বাবা !

রাঘবেন্দ্র। মা, শুধু তোমার মুখ চেয়েই আমি আমার এই হাত দুটোকে এতদিন সংযত ক'রে রেখেছি। কিন্তু ওর স্পর্দ্ধা আজ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বিত্যারত্ন। রাঘব, সমর ছেলেমানুষ। চঞ্চলতাই তার স্বভাব। কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত হওয়া তোমাতে শোভা পায় না।

রাঘবেন্দ্র। তুমি কি বলছ মহেশ্বর? তোমার এই অপমান আমি নীরবে সহ্য করব ?

চীৎকার শুনিয়া ব্যস্তভাবে সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। কি হয়েছে ?

সবিতা তাহার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(রাঘবেন্দ্রের প্রতি) কি হয়েছে বল না ?

রাঘবেন্দ্র। তোমার এই কুলাঙ্গার সন্তান আমারই সুমুখে আমাদের পুরোহিতকে অপমান করেছে।

সুশীলা। (চমকাইয়া) য়্যাঁ ? (ছুটিয়া বিত্যারত্নের পা জড়াইয়া ধরিয়া) ক্ষমা করুন ঠাকুর। আমাদের মুখ চেয়ে ওকে ক্ষমা করুন।

বিত্যারত্ন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা। আমি কোনও অপরাধই নিই নি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) এটা যুগধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্ব ভুলেছে, তাই যজমান হয়েছে নাস্তিক। যাক্ তুমি ভয় পেওনা মা। তোমার গর্ভের সন্তান কখনও বেশীদিন বিপথে থাকতে পারবে না। তাকে ফিরে আসতেই হবে।

সুশীলা। আপনি একবার বাড়ির ভিতরে আসবেন। ওর যাতে মতিগতি ভাল হয় তার জন্য আমি নারায়ণকে রোজ তুলসী দেবো।

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) সে তো ভাল কথা মা। কিন্তু রোজ রোজ দক্ষিণা দিলে যে (সমরেন্দ্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) বাবাজি আবার বক্তৃতা সুরু করবে।

সমরেন্দ্র বিরক্তির সহিত তাকাইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

সুশীলা। বৌমা, চল আমরা বাড়ির ভিতরে যাই।

সবিতা। (কাতরভাবে) জ্যাঠামশাই!

বিদ্যারত্ন। (সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া) তুমি ভেবো না মা। ভুল করে ব'লেই সে আমার যজমান এবং হাত ধ'রে তাকে পথ দেখিয়ে দেব ব'লেই আমি তার পুরোহিত। যজমান তার কর্ত্তব্য ভুলেছে কিন্তু পুরোহিত এখনও ভোলেনি। তুমি ঘরে যাও।

সুশীলা এবং সবিতার প্রস্থান। সবিতা চোখ মুছিতে মুছিতে গেল। রাঘবেন্দ্র একবার বিদ্যারত্নের দিকে সাশ্রুনেত্রে তাকাইয়া মুখ নত করিল। বিদ্যারত্ন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাঘবেন্দ্র। মহেশ্বর! তোমার এই অপমান অসহ্য।

বিদ্যারত্ন। তুমি ভেবোনা রাঘব, আমি বলছি সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

রাঘবেন্দ্র। (দুঃখের সহিত হাসিয়া) তবু বলছ সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কতদিন ধ'রে বৌমাকে অপমান করছে; আজ তোমাকে অপমান করল, কাল করবে আমাকে। আমি ওকে চিনেছি

মহেশ্বর। ওর হাতে আমার পিতৃপুরুষের এই জমিদারী আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

বিদ্যারত্ন। (তীব্র ভাবে) রাঘব, তোমার পুরোহিত আমি বলছি সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

রাঘবেন্দ্র। তোমার মুখে সেই একই কথা। চোখে দেখতে পাচ্ছ তবু তুমি স্বীকার করবে না যে তোমার বিচার ভুল হয়েছে।

বিদ্যারত্ন। তুমি এখনও বলছ আমার বিচার ভুল হয়েছে? আমি মহেশ্বর বিদ্যারত্ন—

রাঘবেন্দ্র। (বাধা দিয়া) কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আজকাল একটা নতুন দুষ্টগ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। তোমার শাস্ত্রে তার কথা লেখা নেই।

বুঝিতে না পারিয়া বিদ্যারত্ন দুই একবার রাঘবেন্দ্রের দিকে তাকাইল এবং আর চেষ্টা করা নিরর্থক ভাবিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।

কি কুক্ষণেই আমি ওকে সহরে পাঠিয়ে ছিলাম। আমার একমাত্র পুত্র হ'য়ে এসেছে একটা আস্ত জানোয়ার। কিন্তু আমি ওকে শিক্ষা দেব। রাম! রাম!

রামের প্রবেশ।

রাম। হুজুর!

রাঘবেন্দ্র। ম্যানেজার বাবুকে আসতে বল্!

রাম। আজ্ঞে, ম্যানেজার বাবু তো মহলে গিয়েছেন।

রাঘবেন্দ্র। তাহ'লে নায়েব বাবুকে খবর দে।

রাম। নায়েব বাবু নীচেই আছেন। আমি ডেকে আনছি।

প্রস্থান।

রাঘবেন্দ্র চঞ্চল ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পর নায়েব ত্রিলোচনের প্রবেশ।

ত্রিলোচন। (দরজার কাছে দাঁড়াইয়াই অনেক নীচু হইয়া নমস্কার করিয়া) হুজুর, আ—আ—আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

রাঘবেন্দ্র। ম্যানেজার বাবু মহলে গিয়েছেন?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হাঁ।

রাঘবেন্দ্র। তুমি খবর রাখ, সমর মাসে মাসে কত টাকা খরচা বাবদ নেয়?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হাঁ, আমিও কিছু কিছু অবগত আছি। আমার অবগত হবার কথা নয়। তবু হুজুর প্রতিপালক, হুজুরের অনুগ্রহে আজ পঁচিশ বৎসর পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে—।

রাঘবেন্দ্র। (ধমক দিয়া) কত টাকা নেয়, তাই সংক্ষেপে বল।

ত্রিলোচন। কিছুই স্থিরতা নেই হুজুর। কখনও স্বল্পাধিক কখনও অত্যধিক কিন্তু কম কখনও নেন না।

রাঘবেন্দ্র। টাকার অঙ্ক তো একটা আছে। আন্দাজ কত টাকা নেয় তা বলতে পার না?

ত্রিলোচন। হুজুর যদি অনুধাবন ক'রে শোনেন—

রাঘবেন্দ্র। তোমার মাথা করব। কত টাকা নেয় সে? পাঁচশ, না হাজার, না দুহাজার?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে, তিন হাজার।

রাঘবেন্দ্র। (অবাক্ হইয়া) তিন হাজার! আমাকে জানানো হয়নি কেন?

ত্রিলোচন। আমার সেই কথা জানার কথা নয় কিন্তু লোকপরম্পরায় শুনেছি যে হুজুরই হুকুম দিয়েছিলেন খোকাবাবুকে আবশ্যক মত টাকা দিতে।

রাঘবেন্দ্র। তাই ব'লে আমি কি মাসে মাসে তিন হাজার টাকা দিতে বলেছিলাম? আমি ভেবেছিলাম দুশ একশ টাকার কথা। এত টাকা দিয়ে সে করে কি?

ত্রিলোচন। হুজুর, ব্যয় করবার অভিপ্রায় থাকলে এ—এ—একটা পথ আবিষ্কার করতে বিলম্ব হয় না।

রাঘবেন্দ্র। (সন্দিগ্ধ ভাবে) তুমি তার সম্বন্ধে কি জান?

ত্রিলোচন। হুজুর, আমার এই সম্বন্ধে কিছু জানবার কথা নয় কিন্তু বহ্নি কখনও ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না, অর্থাৎ লোক পরম্পরায়…

রাঘবেন্দ্র। (কাছে আসিয়া তীব্রভাবে) তুমি যা জান তা সোজা কথায় বল।

ত্রিলোচন। (ভীত হইয়া) হুজুর, এই কথা কারুর কর্ণগোচর হ'লে ভবিষ্যতে পুত্রকলত্র নিয়ে আমাকে অন্নাভাবে মরতে হবে।

রাঘবেন্দ্র। (তীব্রভাবে) কিন্তু না বল্লে আজকেই তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

ত্রিলোচন। (এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) হুজুর পশ্চিম পাড়ার বাগান বাড়ি থেকে আগে শুধু ফুলের গন্ধই আসত কিন্তু অধুনা সেখানে কোকিলের কণ্ঠও শোনা যায়।

রাঘবেন্দ্র। কোকিল?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে বা-বা-বামাকণ্ঠের সঙ্গীত।

রাঘবেন্দ্র। আঃ।

রাঘবেন্দ্র বেত্রাহতের মত চমকিয়া উঠিল এবং সভয়ে অন্দরের দরজার দিকে তাকাইল।

তুমি বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—পশ্চিম পাড়ার বাগানের এক প্রান্ত।

সময়—পরদিন।

অচলের প্রবেশ। তাহাকে দেখিলেই নীতি বিহীন সৌখীন যুবক বলিয়া মনে হয়। পশ্চাতে কেরামৎ এর প্রবেশ।

কেরামৎ। সেলাম বাবুজি!

অচল। তুই দারোয়ানী করতে পারবি তো?

কেরামৎ। আলবৎ পারিবে হুজুর।

অচল। তোর হাতে লোক আছে? দরকার হ'লে দু চারটে গুণ্ডা······

কেরামৎ। আপ ক্যায়া বল্‌তে হেঁ হুজুর। হামারা বহুৎ আদ্‌মী আছে।

অচল। তোর উপর পুলিশের নজর নেই তো?

কেরামৎ। নেই হুজুর। হামি বিল্‌ কুল্‌ সাফা আছে। হামারা কাম্‌ভি একদম সাফাই আছে।

চিন্তিতভাবে সমরেন্দ্রের প্রবেশ।

সমরেন্দ্র। কে এই লোকটা?

অচল। এস ভাই সমর। এ এর নাম কেরামৎ!

কেরামৎ। সেলাম হুজুর।

সমরেন্দ্র। কি চায় এ?

অচল। ওকে এনেছি কলকাতা থেকে। তুমি যদি বল তো ওকে দারোয়ান্‌ রাখি। খুব হু সিয়ার লোক।

সমরেন্দ্র। তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। বাবার কাণে উঠ্‌তে বেশী দেরী হবে না।

অচল। সেই জন্যই তো একে এনেছি। হুঁসিয়ার লোক থাকলে কোনও ভয় নেই।

সমরেন্দ্র। কিন্তু ওর চেহারা দেখে তো গুণ্ডা ব'লে মনে হচ্চে।

কেরামৎ। তোবা, তোবা। হুজুর হামি তো দু চার রোজ আগে মুল্লুকসে এসেছে।

অচল। আচ্ছা, তুই ওদিকে যা। আমি এসে তোকে কাজ বুঝিয়ে দেব।

সেলাম করিয়া কেরামতের প্রস্থান।

সমরেন্দ্র। সব ঠিক করেছ?

অচল। এক দম ঠিক। যখন আসবে তখন নিজের চোখেই দেখবে। কিন্তু একটা কথা আছে ভাই।

সমরেন্দ্র। কি?

অচল। অনেকগুলো টাকা।

সমরেন্দ্র। কত?

অচল। দু হাজার।

সমরেন্দ্র। দু হাজার!

অচল। হাঁ, তাদের দলবল আছে তো।

সমরেন্দ্র। ঐটেই তোমার দোষ। দলবল কেন? গ্রামের মধ্যে একটা হল্লা হৈ চৈ হ'লে……

অচল। তুমি ভয় পাচ্চ কেন? কেরামৎ সব বন্দোবস্ত করবে। বাইরে কেউ জানতেও পারবে না।

সমরেন্দ্র। এত লোক দিয়ে কি হবে?

অচল। সঙ্গে যারা আসছে তারা ফূর্ত্তি করতেই আসছে। দু দশ টাকা পেলেই তারা খুশি। তারা চলে যাবে। কিন্তু মিস্ মুখার্জ্জি কিছুদিন থাকবেন।

সমরেন্দ্র। দেখো, কেউ যেন জানতে না পারে।

অচল। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো ভাই। বন্ধুকে একটু বিশ্বাস কর।

সমরেন্দ্র। বিশ্বাস তোমাকে করি, কিন্তু বন্ধু ব'লে নয়, আমার টাকা আছে বলে।

অচল। হেঁ-হেঁ-হেঁ। একই কথা ভাই। চল।

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—জমিদারের বসিবার ঘর।

সময়—পরের দিন বিকালে।

রাঘবেন্দ্র দাবা লইয়া বসিয়াছে। সবিতা তাহাকে গান শুনাইতেছে।

সবিতার গান।

তোমার বাঁশীর সুরে
আমার হৃদয় উঠুক ভরে
এইটুকু মোর সকল চাওয়ার শেষ।
মোর কাতর চোখের জল
যেন ফোটায় শতদল
সৌরভে তার ভরিয়ে দিতে মনের গহিন দেশ।
এইটুকু মোর সকল চাওয়ার শেষ।

বিফল রাতের নিবিড় আঁধার মাঝে
তোমার অভয় শঙ্খ যেন (গো) বাজে।
তব কঠিন আঘাত লেগে
মোর দুঃখ উঠুক জেগে
সেই ব্যথার মীড়ে শোনাও তুমি আপন গানের রেশ।
এইটুকু মোর সকল চাওয়ার শেষ।

রাঘবেন্দ্র। রাম! ওরে রাম! (রামের প্রবেশ) কটা বাজলো রে রাম?

রাম। দেখে আসছি হুজুর।

প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ।

রাম। চারটে বাজে হুজুর।

প্রস্থান।

রাঘবেন্দ্র। তাহ'লে তো ওদের আসবার সময় হয়েছে বৌমা। তোমাদের সব তৈরি তো?

সবিতা। আমাদের সব তৈরি বাবা।

রাঘবেন্দ্র। দেখো মা, অমলের স্ত্রী আবার বড় ব্যারিষ্টারের মেয়ে। (হাসিয়া) বিষ্ঠারত্নের ঘরে এলো সাহেবের মেয়ে। হে-হে-হে। আমার কৌতূহল হচ্চে বৌমা।

সবিতা। আমারও কৌতূহল হচ্চে বাবা।

রাঘবেন্দ্র। আমি বলি—তোমরা এ ঘরেই বসে চা খাও। আমার ইচ্ছে হচ্চে তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনি। তোমরা ওখানে চেয়ারে ব'সো, আমরা এখানে ব'সে দাবা খেলি, কি বল?

সবিতা। তাই হবে বাবা।

রাঘবেন্দ্র। সময় কোথায়?

সবিতা। জামা কাপড় বদলাচ্ছে।

রাঘবেন্দ্র। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক্, আমি ভাবলাম বুঝি সে বাড়িতে নেই। তোমার মা কোথায়? অমলের স্ত্রী আজ প্রথম আসছে। একটা কিছু তো দেওয়া উচিত তাকে। তুমি তো জান মা, মহেশ্বর আমার শুধু পুরোহিত নয়, সে আমার আবাল্য সুহৃদ, আমার বন্ধু।

সবিতা। (হাসিয়া) মা সব ঠিক করেছেন। মা তাঁর নিজের একটা গয়না ওকে দেবেন।

রাঘবেন্দ্র। বাঃ বেশ, বেশ। (নেপথ্যে বিত্তারত্নের গলায় 'কোথায় হে রাঘব'!) এই যে, ওরা এসে পড়েছে। তোমার মাকে খবর দাও।

সবিতা। ঐ যে মা এসে পড়েছেন।

বাহিরের দরজা দিয়া বিত্তারত্ন, অমল, অনুরাধা এবং অন্দরের দরজা দিয়া সুশীলার প্রবেশ। সুশীলার পশ্চাতে সমরেন্দ্র গলা উচু করিয়া অনুরাধাকে ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে।

রাঘবেন্দ্র। এস বাবা অমল। (অমলকে আলিঙ্গন করিয়া এবং অনুরাধার কাছে আসিয়া) এস মা এস। (ভাল করিয়া দেখিয়া) বাঃ গিন্নী, দেখেছ?

সুশীলা। এস মা লক্ষ্মী।

একটি হার অনুরাধাকে পরাইল এবং তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিল। অনুরাধা এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়াই ছিল। মুখ তুলিতেই সবিতা তাহাকে চিনিতে পারিল।

সবিতা। অনুরাধা!

অনুরাধা। (চিনিতে পারিয়া) সবিতা! তুমি?

সবিতা। আমিও তো তাই ভাব্‌ছি। জ্যাঠামশাইর মুখে তোমার কথা শুনে আমার বুঝা উচিত ছিল কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি যে তোমার এবং আমার একই গ্রামে বিয়ে হবে।

সমর। (আগাইয়া আসিয়া) তুমি ওঁকে চেন না কি?

সবিতা। আমরা ছেলে বেলায় বন্ধু ছিলাম। কিন্তু অনেক দিন পর দেখা হ'ল।

রাঘবেন্দ্র। (হাসিয়া) বেশ! বেশ! (অনুরাধাকে) তুমি ব'সো মা। অমল তুমি ব'সো। তোমরা এখানে বসেই চা খাও। আমরা দুজনে দাবা খেলি। এস হে মহেশ্বর।

সুশীলা। তোমরা বসো বাবা। আমি খাবারগুলো আনবার ব্যবস্থা করি।

প্রস্থান।

রাঘবেন্দ্র। এস। কালকের খেলাটাই চল্‌বে, না নতুন ক'রে আবার বসবে?

বিদ্যারত্ন। কালকেরটা নিয়ে আর কি হবে? আর দুচালেই তো মাৎ হয়ে যেতে।

রাঘবেন্দ্র। (চটিয়া) বেশ দেখা যাক্‌। শুধু তর্ক ক'রে খেলা জেতা যায় না।

বিদ্যারত্ন। কিন্তু জিৎতে তো পার না কোনো দিন। তার উপর আবার দিনের মধ্যে সাতবার চাল ফিরিয়ে নাও।

রাঘবেন্দ্র। মিছে কথা্ ব'লো না বিদ্যারত্ন। তোমাকে আমি অনেকবার হারিয়েছি।

বিদ্যারত্ন। (ব্যঙ্গ করিয়া) মনে মনে হারিয়েছ রাঘব, তুমি স্বপ্ন দেখেছ যে, আমাকে হারিয়েছ।

রাঘবেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে এমন মিছে কথাটা বলছ, তাও বৌমাদের সামনে। তুমি সেই অগ্রাণ মাসের বাইশ তারিখের কথাটা ভুলে গিয়েছ? এক কিস্তিতে মাৎ করে-ছিলাম ব'লে সাতদিন তোমার অগ্নিমান্দ্য হ'য়েছিল, তাও মনে নেই?

বিদ্যারত্ন। কিন্তু সে তো আজ ছ'মাস আগেকার কথা।

রাঘবেন্দ্র। তুমি যে বয়সেও আমার চাইতে ছ মাসের বড সেটা ভুলছ কেন?

কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিল। রাঘবেন্দ্র ও বিদ্যারত্ন উভয়েই মুখ ফিরাইয়া তাকাইল এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়া নিজেরাও হাসিয়া ফেলিল।

বিদ্যারত্ন। তা হ'লে এস নতুন ক'রেই খেলা পাতি।

রাঘবেন্দ্র। বেশ, তাই হোক্।

উভয়েই দাবা খেলায় মন দিল।

সমরেন্দ্র। অমল, তোমার সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হ'লো।

অমল। হ্যাঁ ভাই, চাকরি করলে নিজের ইচ্ছামত চলা ফেরা করা যায় না। কতদিন পর এই ছুটি পেলাম। তাও আমার নিজের

এলাকা বলে! দেশ বিদেশে ঘুরতে ভালও লাগে না সব সময়। এক একবার ইচ্ছে হয় দেশে এসে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থাকি। (বিদ্যারত্ন উৎকর্ণ হইল।) কিন্তু দেশে এসে খাব কি?

বিদ্যারত্ন। আজকাল আতপচাল আর কাঁচকলায় পেট ভরে না তাই ভাবছ কি খাবে। কিন্তু তোমার পূর্ব্বপুরুষরা তাই খেয়েই তুষ্ট ছিলেন।

অমল। বাবা, দুনিয়ায় যা কিছু ভোগ করার আছে সকলে মিলে তা ভোগ করবে শুধু আমরাই তা চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ব?

বিদ্যারত্ন। হ্যাঁ, তাই দেখবে এবং আশীর্ব্বাদ করবে যেন চিরকাল তারা এমনি সুখেই থাকে। ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছ সুতরাং তোমাকে টাকাকড়ির ভাগ বাটোয়ারা থেকে ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে হবে। তাই শাস্ত্রের বিধান রয়েছে যে তোমাব উপজীবিকা হবে ভিক্ষা! যেই মুহূর্ত্তে সকলের সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে তুমিও কাড়াকাড়ি সুরু করেছ সেই মুহূর্ত্তেই তুমি ছোট হ'য়ে ওদের সঙ্গে সমান হ'য়ে গিয়েছ।

রাঘবেন্দ্র। (এতক্ষণ নীরবে সে খেলাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিল। উল্লাসের সহিত বলিল) মহেশ্বর, এই নাও একটি কিস্তি।

বিদ্যারত্ন। (চমকাইয়া) যাঁ্যা! (দেখিয়া) তাই তো। (অমলের প্রতি) অধঃপাতে যাও। তোমার জন্য অনর্থক একটা কিস্তি খেতে হোলো। (খেলায় মন দিল।)

সমরেন্দ্র। অমল, আমার কিন্তু মনে হয় ব্রাহ্মণরা এতদিন ফাঁকি দিয়ে আমাদের ঠকিয়েছে। কষ্ট ক'রে পয়সা উপায় করতে হয় নি। নমঃ নমঃ ক'রে ঠাকুর দেবতার নামে দুটো একটা ফুল বেলপাতা দেওয়াটা আলসেমো ক'রে খাওয়ার একটা অজুহাত মাত্র।

অনুরাধা। (রুষ্ট হইয়া) কিন্তু নমঃ নমঃ করারও একটা প্রয়োজন ছিল এবং আছে সমরেন্দ্র বাবু। খাওয়া পরা যেমন একটা কাজ ধর্ম্মাচরণ করাও তেমনি একটা কাজ। আপনি যদি অধার্ম্মিক হ'ন সে আলাদা কথা। কিন্তু সকলের জীবনেই পূজো পার্ব্বণ করার একটা প্রয়োজন আছে। আমরা ফুল বেলপাতা দিই, আর কেউ হয়তো উপাসনা করেন। কিন্তু যে যাই করুন পুরোহিত একজন আছে সকলেরই, খ্রীষ্টানই হউক, বৌদ্ধই হউক আর মুসলমানই হউক। কিন্তু আপনার কপাল ভাল যে আপনি হিন্দু হ'য়ে জন্মেছেন। আপনাকে ওদের মত গির্জ্জা কিংবা মস্‌জিদে গিয়ে পূজো করতে হয় না। আপনার পুরোহিত আপনার বাড়িতে এসে পূজো ক'রে যায়। তার বিনিময়ে তাকে আপনি দিয়েছেন শুধু ভিক্ষা। যাদের অনুকরণ করতে চাইছেন, দেখে আসুন তাদের পুরোহিতকে। আর কোন পুরোহিত নেই পৃথিবীতে যারা ব্রাহ্মণের মত অনাহারে এবং একবস্ত্রে থেকে সমাজের ধর্ম্মাচরণের ভার নিয়েছে।

রাঘবেন্দ্র উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। বিদ্যারত্ন উল্লাসের সহিত বলিল—

বিদ্যারত্ন। ভায়া, একটা কিস্তি নাও তো।

রাঘবেন্দ্র। (চমকাইয়া) য়্যাঁ! তাইতো। এই চালটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে ভাই।

বিদ্যারত্ন। তোমার অই এক কথা—চাল ফিরিয়ে দাও।

রাঘবেন্দ্র। বাঃ রে, আমি যে বৌমার কথা শুন্‌ছিলাম।

বিদ্যারত্ন। আচ্ছা এই নাও। মন দিয়ে খেল এবার।

সুশীলার প্রবেশ।

অমল। আজকাল পুরোহিতকে সবাই এত ছোট ক'রে দেখে যে

যার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে তার পক্ষে পৌরোহিত্য করা অসম্ভব।

সবিতা। আমার মনে হয় যার সত্যিকার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে তাকে ছোট করে দেখা মানুষের অসাধ্য।

বিদ্যারত্ন। সাবাস্ বৌমা সাবাস্! যে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারে তাকে অপমান করা অসাধ্য, সমাজের পংক্তি বিচারে সে যত ক্ষুদ্রই হউক।

সমরেন্দ্র। কিন্তু আপনারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাজার হাজার বছর ধ'রে অপাংক্তেয় ক'রে রেখে অপমান করেছেন।

বিদ্যারত্ন। মান অপমান সম্বন্ধে তোমার আমার ধারণা বিভিন্ন সমরেন্দ্র। যে অপাংক্তেয় তাকে পংক্তিতে এনে কথায় কথায় জুতো এবং চাবুক মারাটাকে সম্মান করা বলি না আমি। আমরা পংক্তি-বিভাগ করেছিলাম বৃত্তি অনুসারে। যে চামার তাকে চামারের পংক্তিতেই বসতে হ'ত। কিন্তু সমরেন্দ্র, আমরা তাকে জুতোও মারি নি, চাবুকও মারি নি। কিন্তু তোমরা তাকে মেরেছ, শুধু তাই নয়, তোমরা তার বৃত্তি অপহরণ করেছ, তার সর্ব্বস্ব চুরি করেছ। অর্থলিপ্সায় তোমাদের মনোবৃত্তি এত নীচু হয়েছে যে চামারের উপজীবিকায় তোমরা হস্তক্ষেপ করেছ। দুটো বেশী ভাত খাবে বলে চামড়ার কারখানা খুলে তোমরা চামারের ভাত মেরেছ, তোমরা তার স্বাধীনতা অপহরণ ক'রে তাকে ক'রেছ তোমাদের ক্রীতদাস, তার পদবী দিয়েছ কুলি। যেই সমাজে কুলি আছে সমরেন্দ্র, সেই সমাজের লোকের মুখে মান অপমানের কথা শোভা পায় না। যে পরাধীন তার পক্ষে বেঁচে থাকাই একটা নিদারুণ অপমান।

সমরেন্দ্র। তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—

রাঘবেন্দ্র। (ব্যঙ্গ করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কেন ছেড়ে দিচ্ছ সমরেন্দ্র? পৃষ্ঠাঘাতের মত যেই বিষ ফোঁড়া তোমাদের সমাজের সর্ব্বদেহে ছড়িয়ে পড়েছে তারই কথা তুমি ছেড়ে দিতে চাইছ? কিন্তু তুমি ছাড়তে চাইলেই তো চলবে না, সেই তোমাকে ছাড়বে না তা তুমি নিশ্চয়ই জেনো।

সুশীলা। চা খাবার সময় এইসব কি ছাই মাটি বলছ?

রাঘবেন্দ্র। ছাই মাটি নয় গিন্নী, শুধু সমাজের সব বন্ধনগুলিকে এরা ভেঙ্গেছে তা নয়, পারিবারিক জীবনকেও এরা কলুষিত করেছে। (সমরেন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) তাই পুত্র হাঁ করে বসে রয়েছে কতক্ষণে বৃদ্ধ পিতা তার হাতে জমিদারি তুলে দিয়ে ইহলোক ছেড়ে যাবে।

সমরেন্দ্র। (বাধা দিবার ইচ্ছায়) বাবা! আপনি এসব কি বলছেন?

রাঘবেন্দ্র। (সমরেন্দ্রের প্রতি তীব্রভাবে তাকাইয়া) দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতাকেও এরা ধূলিসাৎ করেছে, তাই কত নরাধম ঘরের লক্ষ্মীকে অবহেলা ক'রে অনাচার করে বাগান বাড়িতে গিয়ে।

সমরেন্দ্র চমকাইল। সুশীলা ভীত হইল। সবিতা সন্দেহের সহিত সমরেন্দ্রের দিকে তাকাইল। অমল এবং অনুরাধা নির্ব্বাক্। বিদ্যারত্ন তাড়াতাড়ি দাবা গুটাইয়া উঠিয়া পড়িল।

বিদ্যারত্ন। রাঘব, তুমি অসুস্থ। তোমার বিশ্রাম করা উচিত।

রাঘবেন্দ্র। না, আমি অসুস্থ নই। আমার মাথাও খারাপ হয়নি মহেশ্বর। আমি বেশ সুস্থ আছি। শুধু, আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।

বিদ্যারত্ন। (তীব্রভাবে) রাঘব, আমি বলছি তুমি অসুস্থ।

বিদ্যারত্ন রাঘবকে হাত ধরিয়া উঠাইল।

রাঘবেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি অসুস্থ, আ—আমাকে বিশ্রামই করতে হবে। (সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।) চল মা, তোমার এই বুড়ো ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। জন্মের মত আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমাকে যেন এর বেশী আর দেখতে না হয়, দেখতে না হয়।

রাঘবেন্দ্র এবং সবিতার প্রস্থান। যাইবার সময় সবিতা সমরেন্দ্রের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকাইল।

বিদ্যারত্ন। (অনুরাধার প্রতি) চল মা, আমাদেরও যাওয়ার সময় হ'ল।

অনুরাধা। (সুশীলার প্রতি) আজ তবে যাই।

সুশীলা। এস মা, কিন্তু আর একদিন আসতে হবে।

বিদ্যারত্ন, অমল এবং অনুরাধার প্রস্থান। সমরেন্দ্রও অন্দরে যাইতে উদ্যত।

সুশীলা। (তীব্রভাবে) সমর!

সমরেন্দ্র। (সন্দিগ্ধভাবে) মা।

সুশীলা। তুই আমাদের একমাত্র ছেলে। তাই তুই ভেবেছিস্ যে তোর সকল অত্যাচার আমরা নীরবে সহ্য করব।

সমরেন্দ্র। এই কথা কেন বলছ মা?

সুশীলা। বৌমার মুখ দেখে আমি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি। সতীসাবিত্রীর মত মেয়ে ব'লে মুখ বুজে সে সব কিছু সহ্য করছে। কিন্তু তোকে এই কথা জানিয়ে দিতে চাই যে

আমাদেরও সহ্যের একটা সীমা আছে। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে আমি মা হ'য়েও তোকে অভিসম্পাত করব।

সমরেন্দ্র। তুমি কি বলছ মা ?

সুশীলা। (তীব্রভাবে) খোকা! তর্ক আমি করতে চাই না। শুধু সাবধান ক'রে দিলাম।

প্রস্থান ৷

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পশ্চিম পাড়ার বাগান বাড়ির সুসজ্জিত কক্ষ। এক পার্শ্বে একটি টেবিলে মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে। একটি জানালা বিশেষ দ্রষ্টব্য। জানালা দিয়া বাগান দেখা যাইতেছে।

সময়—সন্ধ্যাবেলা। বাহিরে জ্যোৎস্না।

মাথায় হাত দিয়া সমরেন্দ্র জানালার কাছে বসিয়া আছে। গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে অচলের প্রবেশ।

অচল। এই যে বন্ধু, অমন মন গুম্‌রে ব'সে রয়েছ যে?

সমরেন্দ্র। কিছুই ভাল লাগছেনা ভাই।

অচল। কি আশ্চর্য্য! আকাশে এমন চাঁদ উঠেছে, এদিকে কলকাতা থেকে চাঁদমুখীরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ছে।

সমরেন্দ্র। তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করেছ। কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

অচল। তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? যারা এসে জুটেছে তারা প্রসাদ পেয়ে তুষ্ট হচ্চে, যারা আসতে পারেনি তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। এটা তো সুখের কথা।

সমরেন্দ্র। আমার চরিত্র নিয়ে সবাই আলোচনা করছে এটা সুখের কথা হ'ল?

অচল। কি যে বলছ তুমি। চরিত্র জিনিষটাই যে একটা কুসংস্কার, ওটা থাকাই উচিত নয়।

অঞ্জনের প্রবেশ। অঞ্জন হৃতসর্ব্বস্ব দুশ্চরিত্র যুবক। রুগ্ন চেহারা। কাপড় চোপড় ময়লার উপরেই পরিপাটি। সে একটু বেসামাল।

অঞ্জন। ঠিক বলেছিস্ মাইরি। ওটা না থাকলে অনেক সুবিধে আছে। বুঝেছ ভাই সমর, তোমার অবস্থাও যখন আমার মতন হবে···

সমরেন্দ্র। তোমার মতন?

অঞ্জন। হ্যাঁ, আমার মতন। টাকাকড়ি তো আমারও ছিল একদিন। জিজ্ঞেস্ কর না এই দালালটাকে।

অচল মুখ কাচুমাচু করিল।

তুমি হচ্চ জমিদার, তাই গাঁয়ে বসেই বুক ঠুকে ফূর্ত্তি করছ কিন্তু আমাকে যেতে হয়েছিল কলকাতায়। কি রে অচ্‌লা, বল্‌না শালা, অত পয়সা খেয়েছিস্, আজ দুটো মিষ্টি কথাও বলতে পারিস্ না?

অচল। চুপ কর বলছি। মাতলামো করবার আর জায়গা পাওনি।

অঞ্জন। বেড়ে বলেছিস্ মাইরি। তোরা কি এখানে কের্ত্তন গাইতে এসেছিস্?

সমরেন্দ্র। আঃ চীৎকার করছ কেন অঞ্জন? স্থির হ'য়ে ব'স।

অঞ্জন। এটা তো ন্যায্য কথা হ'ল না সমর। তুমি পয়সা ঢালছ ফূর্ত্তি করতে, আমাদের ডেকেছ ফূর্ত্তি করতে, আমরা সবাই এসেছি ফূর্ত্তি করতে। এ তো আর ঠাকুর বাড়ি নয় যে মুখ বন্ধ ক'রে চোখ বুজে ব'সে থাকব।

অচল। কিন্তু তোমার মনে থাকা উচিত যে আজ যারা কলকাতা থেকে আসছে তারা রাস্তার মেয়ে মানুষ নয়।

অঞ্জন। হো—হো—হো—হো। বেশ চাল চেলেছিস্ মাইরি। বলিস্ তো আমিও না হয় সিঁদুর প'রেই নাচি। (নৃত্যের ভঙ্গী করিয়া) হো—হো—হো—হো। (সমরেন্দ্রের প্রতি) বুঝলে দাদা, এই দালালটা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল।

অচল। (চটিয়া) আমি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম ?

অঞ্জন। আলবৎ নিয়ে গিয়েছিলি, নইলে আমি ছেলে মানুষ রাস্তা চিনব কি ক'রে ?

অচল। (সমরেন্দ্রের প্রতি) এই মাতালটাকে এখানে আসতে দাও কেন ?

অঞ্জন। আচ্ছা ছোটলোক তো তুই। দুলাখ টাকা খরচা করালি, আজকে একটু বলতেও দিবিনি ?

সমরেন্দ্র। (অবাক্ হইয়া) দুলাখ !

অঞ্জন। হাঁ দুলাখ। দু—দুলাখ টাকা (হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া) আমার বাবামশাই রেখে গিয়েছিলেন। (অত্যন্ত দুঃখের সহিত) কিন্তু আজ ?—আজ আমি লেংটি প'রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অচল ত্রস্ত হইল এবং সমরেন্দ্র সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আগাইয়া আসিল।

গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে ভাই, একটু—একটু—(মদের বোতলের ইঙ্গিত করিয়া) দেবে ?

সমরেন্দ্র তাহাকে কিঞ্চিৎ পানীয় দিল। অঞ্জন পান করিল।

আঃ অনেক দিন পর একটু ভাল জিনিষ পেটে গেল।

আগ্রহের সহিত পানীয় শেষ করিয়া—

আঃ! আ—আর একটু দেবে ভাই ?

সমরেন্দ্র। (হাসিয়া) এখন এই পর্য্যন্তই থাক্। পরে আবার দেবো।

অঞ্জনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কি বলছিলে ভাই এবার বল।

অঞ্জন। তুমি শুনতে চাও ?

সমরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

আচ্ছা, আমি সব খুলে বলছি তোমাকে। এ সব কথা জেনে রাখা ভাল বন্ধু। জান তো, তোমাকেও একদিন আমারই মতন হ'তে হবে।

সমরেন্দ্র চমকাইল। অচল ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

আমার তো মোটে দুলাখ টাকা গিয়েছে। কলকাতার সহরে অমন কত কত লাখ ফাঁক হ'য়ে যাচ্ছে। তোমাকে একটা কথা বলি। (অচলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) আমার এই বন্ধু, হো—হো—হো—হো, এই শালা আমার বন্ধু। বুঝলে ? আমার এই বন্ধু একদিন একটা সিঁদুর পরা য়্যাক্‌ট্রেস যোগাড় ক'রে নিয়ে এল।

অচলের মুখ শুকাইল।

সে আবার ইংরাজিও বলে বন্ধু, হো—হো—হো—হো। তার মোলায়েম কথা শুনে প্রাণ একেবারে জল হ'য়ে গেল। সিঁদুরের জোর আছে দাদা, ঘর তার একটি দিনও খালি যায় না। হো—হো—হো—হো। তার বাড়িঘর দেখেই আমায় চোখে তাক্ লেগে গেল। বুঝলে দাদা ? প্রথমটায় আমি ভয় পেলুম, বুঝলে আমি ভয় পেলুম। হাজার হোক্ ছেলে মানুষ তো।

তারপর একটু ভরসা হ'ল। আস্তে আস্তে আমিও এগিয়ে চল্লুম। তারপর একদিন যুদ্ধ ঘোষণা করলুম।

জামার আস্তিন গুটাইল।

সমরেন্দ্র। যুদ্ধ ঘোষণা করলে?

অঞ্জন। হাঁ, আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলুম। কিন্তু হাতের যুদ্ধ নয়, দাদা, টাকার যুদ্ধ। আমারই মতন আর একটা বোকা শোকা লোক ছিল। সেই শালা দেয় দু হাজার, আমি দেই চার হাজার; সে দেয় দশ হাজার, আমি দেই বিশ হাজার। সঙ্গে সঙ্গে বিবি ও একবার এই কাৎ, একবার ঐ কাৎ, হো-হো-হো-হো। (গম্ভীর হইয়া দুঃখের সহিত) কিন্তু যেদিন আমার দুলাখ টাকা ফুরিয়ে গেল, সেদিন—সেদিন—উঃ

আর বলিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর শান্ত হইয়া অঞ্জন হাসিতে লাগিল।

সমরেন্দ্র। এতে হাসবার কি হ'ল?

জনৈক অনুচরের প্রবেশ। সে অচলের কাণে কাণে কি বলিল। অচলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সমরেন্দ্রের দিকে বক্র দৃষ্টি করিয়া সে অনুচর সহ প্রস্থান করিল।

অঞ্জন। পয়সা থাকলে এতে ফূর্তি আছে ভাই। কিন্তু, পয়সাটাকে খরচা করলেই ফুরিয়ে যায়। আমারটা গিয়েছে, তোমারটাও ফুরিয়ে যাবে—ফুরিয়ে যাবে। দুলাখ টাকা উড়ে গেল দাদা, এখন ঐ শালা নিমকহারাম আমাকে ভিক্ষে দেয় দুআনা পয়সা। এক বোতল ধেনোও এখন জোটে না। কিন্তু তোমার কথা আলাদা, বুঝলে? তোমার কথা আলাদা। তুমি হচ্চ

জমিদার। পয়সা ফুরিয়ে গেলে প্রজাদের ধ'রে নিয়ে এসে ঘানিতে চড়িয়ে দেবে। এক এক পাক দেবে আর শালারা টাকা হ'য়ে বেরিয়ে আসবে।

সমরেন্দ্র। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্চ যে আমি এখনও জমিদার হই নি।

অঞ্জন। ওঃ তাই তো। তোমার বাবামশাই বুঝি এই সব পছন্দ করেন না?

সমরেন্দ্র। এ সব কথা জানতে পারলে উনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন।

অঞ্জন। ওরে বাবা! উনি ভারি সেকেলে লোক তো। ঐ অচ্‌লা বলে বাবাও একটা কুসংস্কার। ওটাও না থাকাই ভাল। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

সমরেন্দ্র। তোমরা সবাই মিলে এত হৈ চৈ করেছ যে ওর কাণে উঠতে বেশী দেরী হবে না। আমি কত বারণ করলুম অচলকে, তবু কলকাতা থেকে এতগুলো লোক আনা তার চাই। এখন এই গোলমালই বা বন্ধ করবে কে, টাকাই বা জোগাবে কে? বাবা আমাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন।

অঞ্জন। হো-হো-হো-হো। দাদা, তুমি অগতির গতি এই স্কটলেণ্ডেশ্বরীর স্মরণ লও। (বোতল আনিয়া) কুছ্‌ পরোয়া নেই, ঐ অচ্‌লা তোমাকে টাকা ধার দেবে, টাকায় টাকা সুদ। দু হাজার টাকা মাস গেলে চার হাজার, দু মাসে আট হাজার, তিন মাসে ষোলো হাজার, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। কুছ্‌ পরোয়া নেই। ধর, এক চুমুক খেয়ে নাও।

সমরেন্দ্র ইতস্তত করিয়া মদ্য পান করিল।

বহুৎ আচ্ছা। সব লাল হো যায়গা, দুনিয়া লাল হো যায়গা।

শুধু বেঁচে থাকবে খেমটাওয়ালি আর কাবুলিওয়ালা, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অচলের প্রবেশ।

এই যে ভাই কাবুলিওয়ালা, আমাদের দাদা যে ফাঁক।

অচল। তার মানে?

অঞ্জন। তার মানে, একদম ফাঁক। বাবামশাই টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে।

অচল। কিন্তু আজকে যে ওদের দু হাজার টাকা দিতেই হবে।

অঞ্জন। আলবৎ দিতে হবে।

অচল। টাকা না দিলে যে ইজ্জৎ যাবে।

অঞ্জন। হাঁ ইজ্জৎ। তোর কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে আমরা ইজ্জৎকে বাঁচিয়ে রাখব, হো-হো-হো-হো।

অচল। (সমরেন্দ্রের প্রতি) ওরা সবাই যে এসে পড়েছে। এখন উপায়?

অঞ্জন। উপায় তো তোর পকেটেই রয়েছে। নিকালো। টাকায় টাকা শুদ। (অচল পকেট হইতে টাকা বাহির করিল। সমরেন্দ্র ইতস্তত করিতে লাগিল।) ঘাব্ড়ে যাচ্চ কেন দাদা? ওসব অভ্যেস হ'য়ে যাবে। তুমি এগিয়ে চল, আমার হাত ধরে তুমি এগিয়ে চল। (সমরেন্দ্রকে আর একগ্লাস মদ দিল। সমরেন্দ্র ইতস্ততঃ করিয়া এক চুমুকে পান করিল।) সাবাস্ দাদা। এই অচ্‌লা, টাকা বের কর। (অচল সমরেন্দ্রকে টাকা দিল এবং হ্যাণ্ডনোট সই করাইয়া লইল।) কুছ্‌পরোয়া নেই, সমর। তোম্‌হারা ইজ্জৎ বাঁচ গিয়া, হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ।

অচল। তোমরা ব'স। আমি ওদের নিয়ে আসছি।

অচলের প্রস্থান। অঞ্জন মদ খাইতে লাগিল এবং গাহিতে লাগিল—

ওসে হোক্‌না কালো
আমার বড় ভাল লেগেছে।
তার কালো কালো আঁখি দুটী
পাগল করেছে।
ওসে, কাঁঠাল গাছের আঠার মত
জড়িয়ে ধরেছে।

সমরেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর মালতী মুখার্জ্জী এবং অন্যান্য স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সহ অচলের প্রবেশ। অচল মালতীর প্রতি ইঙ্গিত করিল। মালতী সমরেন্দ্রের কাছে আসিয়া অঞ্জনকে চিনিতে পারিয়া—

মালতী। অঞ্জন, তুমি এখানে!

অঞ্জন। আরে এস, এস, এস, কুলীনকুল গৌরব মিস্ মালতী মুখার্জ্জী এস। তোমাকে যতই দেখি ততই ভাবি—তোমার বাবা মশাই কোন্ গোয়ালের ষাঁড়। তিনি হ'তেও পারেন নাপিত অথবা চামার, নইলে (পরপর সমরেন্দ্রকে, নিজেকে এবং অচলকে দেখাইয়া) কায়েত, বেণে আর কাবুলিওয়ালাতে সমান রুচি হ'ত না। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ।

মালতী। (রাগের সহিত) অচল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অপমান আমি সহ্য করব ?

অঞ্জন। অপমান! হো—হো—হো—হো।

অচল। অঞ্জন, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।

অঞ্জন। (হঠাৎ চটিয়া) চুপ ক'রে থাক্ হারামজাদা। দালালি করছিস্ দালালের মতই থাকবি।

অচল চটিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মুষ্টি দৃঢ় করিল।

সমরেন্দ্র। অচল!

অচল সংযত হইল। অঞ্জন হাসিয়া তাচ্ছিল্য ভরে চলিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার সময় সুর করিয়া গাহিল—বলিহারি দুনিয়াদারি পয়সাই কেবল সার। প্রস্থান। অচলের ইঙ্গিতে মালতী সমরেন্দ্রের কাছে বসিল। সমরেন্দ্র মদ খাইতে লাগিল।

অচল। আপনারা অনেকক্ষণ মোটরে ছিলেন। একটু চা?

জনৈকযুবক। (মুখ বিকৃত করিয়া) চা! চাতো একটা বিষ। তার চাইতে বরং একটু ইয়ে—

হাত দিয়া বোতলের ইঙ্গিত করিল। সকলে হাসিয়া উঠিল।

অচল। বেশ সে ব্যবস্থাও আছে।

ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

জনৈক যুবতী। আপনারা গান বাজনা আরম্ভ করুন, নইলে যে সারাটি রাত থাকতে হবে এখানে।

জনৈক যুবক। তাতে ভয় কি সুন্দরী! সৎসঙ্গেই তো রয়েছ।

সকলের হাস্য। হাসি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। এখানে এক বা ততোধিক নাচ দেখানো যাইতে পারে। নৃত্যের ছন্দ উদ্দাম।

জনৈক স্ত্রীলোকের গান।

মরণ ডাকিছে তোরে দিন যে ফুরায়।
কেন মরুপথে মিছে যৌবন যায়।

কেন মরু প্রান্তরে
বন্ধ রয়েছে হায়, অন্ধকারে ?
অন্তরে দহে শুধু মিছে মন-আশা।
তোমারে দিব আমি ভালবাসা।
মরণ ডাকিছে তোরে
মিছে ব'সে থাকা।
আমার সাথে চল্ মেলিয়া পাখা।
কেন মিছে যাবে দিন অবহেলায়।
দিন যে ফুরায়।
কেন বুকে বেদনা ?
এই মরুপথে তুমি যেওনা।
আমার বাহুতে তব মিটিবে পিয়াসা।
তোমারে দিব আমি ভাল বাসা ॥

জনৈক মাতাল পুরুষের গান।

মরণ ডাকিছে মোরে মানি—হিক্।
তোমার হৃদয়ে প্রেম নাহি তা জানি—হিক্।
বিরহ দহনে মোর জীবন শুকায়।
দিন যে ফুরায়—হিক্।
হৃদয় তোমার শুধু ফাঁকা—হিক্।
দলিবে পায়ে মোরে—হিক্।
ফুরালে টাকা—হিক্।
টাকার সাথে তোমার মন উড়ে যায়—হিক্।
দিন যে ফুরায়—হিক্।

সকলের হাস্য

(আবেগের সহিত)

কেন মিছে মোরে ডাকা ?—হিক্।

এই মরুপথে তুমি মরীচিকা—হিক্।

বিরহ দহনে আমি মরি পিপাসায়

দিন যে ফুরায়—হিক্।

টলিতে টলিতে বিষণ্ণভাবে মাতালের প্রস্থান। সকলে নীরব। সমরেন্দ্র মত্ত অবস্থায় শায়িত। অচলের ইঙ্গিতে মালতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান। অচল সমরেন্দ্রের পকেট হইতে টাকার বাণ্ডিল বাহির করিয়া কিছুটা মালতীকে দিল, বাকিটা পকেটস্থ করিল।

মালতী। (সন্দেহের সহিত) আমাকে কত দিলে ?

অচল। (মুখে হাত দিয়া সাবধান হইবার সঙ্কেত করিয়া) পাঁচশ।

মালতী। তুমি কত নিলে ?

অচল। তা দিয়ে তোমার দরকার কি ?

মালতী। যথেষ্ট দরকার আছে। আমার নাম ক'রে তুমি কতটাকা নিয়েছ ?

অচল। দুহাজার।

মালতী। (অবাক্ হইয়া) দুহাজার! তার থেকে আমাকে দিলে মোটে পাঁচশ ?

অচল। (চটিয়া) পাঁচশ এমন কমটা কি হ'ল ? তোমার মত একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মালকে নতুন ব'লে চালানো কি চারটে খানি কথা ?

মালতী। (চটিয়া) তাই ব'লে টাকায় বারো আনা দালালি !

অচল। অমন ক'রে চেঁচিওনা বলছি।

মালতী। একশবার চ্যাঁচাব। (সমরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এই কাপ্তেন-টাকে আমি এক্ষুণি সব ব'লে দেব।

অচল। (হাসিয়া) তাতে লাভ হবে না মিস্ মাল্‌টি মুখার্জ্জি। তোমার কাপ্তেন আজ মৃত সৈনিক হ'য়ে গিয়েছেন। (গম্ভীর হইয়া) শোনো, আমার প্ল্যান্‌টা একদম ভেস্তে গিয়েছে। সমরের বাবা সব কথা টের পেয়ে ওকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। এই দুহাজার টাকা আমিই ওকে ধার দিয়েছি। তোমাকে কিছুদিন সবুর করতে হবে। (হাসিয়া) কারুর বাবা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকে না। কিন্তু ওকে আমি হাতছাড়া করব না। যেদিন সে জমিদার হ'য়ে বসবে সেদিন দেখবে আমার হাতের সাফাই কেমন।

মালতী। বাব্‌বা! বদমাইস্ লোক নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু তোমার মত পাজি বদমাইস্ আমি খুব কম দেখেছি।

অচল। (ব্যঙ্গ করিয়া) চমৎকার মিস্ মালতী মুখার্জ্জি, এবার আপনি যান।

মালতী। বেশ আমি যাচ্চি। আমার থাকবার কথা ছিল কিন্তু আমি থাকচিনা। আমরা এক্ষুণি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বলে যাচ্ছি যে যেদিন এই লোকটা জমিদার হয়ে বসবে সেদিন তোমাকেও দেখিয়ে দেব আমার হাতের সাফাই কেমন।

অচল। তা দেখিয়ে দিও, কিন্তু মনে রেখো এর জমিদার হ'তে এখনও দেরী আছে ঢের। ততদিনে দাঁত যেন না প'ড়ে যায়।

মালতী চটিয়া মাটিতে পদাঘাত করিল

আঃ চট কেন। বয়সটা তো কম হয় নি।

চটিয়া মালতীর প্রস্থান। অচল হাসিয়া সমরেন্দ্রের দিকে ফিরিল এবং তাহার কাছে আসিয়া দেখিল সমরেন্দ্র সম্পূর্ণ অচেতন। একগ্লাস মদ ঢালিয়া গেলাস উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহাকে ভালভাবে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অচল পান করিল এবং অবজ্ঞাভরে সমরেন্দ্রের দিকে হাত ঝাড়িয়া প্রস্থান করিল। ষ্টেজ আস্তে আস্তে অন্ধকার হইল এবং একটু পরে জানালা দিয়া দূর হইতে কোনও মুসলমানের আজান দেওয়ায় শব্দ আসিয়া ভোর হইবার ইঙ্গিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে জানালার পথে আকাশে সূর্য্য উঠিতে দেখা গেল। সমরেন্দ্র চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসিল এবং অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় দুইহাতে মাথা চাপিয়া বসিল।

সমরেন্দ্র। বেয়ারা!

বেয়ারার প্রবেশ

বেয়ারা। হুজুর?

সমরেন্দ্র। এরা সব কোথায়?

বেয়ারা। তারা তো রাত্রেই চ'লে গিয়েছে হুজুর

সমরেন্দ্র। চলে গিয়েছে!

বেয়ারা। হুজুর।

সমরেন্দ্র। অচলবাবু কোথায়?

বেয়ারা। উনি পাশের ঘরেই আছেন।

সমরেন্দ্র। ডেকে দে।

বেয়ারার প্রস্থান এবং হাসিতে হাসিতে অচলের প্রবেশ

অচল। এই যে বন্ধু, তুমি এত সকাল সকাল উঠলে?

সমরেন্দ্র। হাঁ, আমি ঘুমুতে পারি নি। আমার অসম্ভব মাথা ধরেছে।

অচল। তাই তো, তুমি একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলে।

সমরেন্দ্র। যাক্‌গে, কিন্তু এরা কোথায় ?

অচল। এরা ? ওঃ তুমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে তাই—

সমরেন্দ্র। আমি অসুস্থ হয়েছিলাম ?

অচল। এই ইয়ে—মানে, তুমি একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলে—

সমরেন্দ্র। (চটিয়া) তোমার বাপের পয়সায় খাইনি তো। বেশী খেয়েছি বেশ করেছি কিন্তু এরা যাবে কেন ?

অচল। (চটিয়া) সবাই তো আর থাকতে আসে নি।

সমরেন্দ্র। সবাইকে আমি থাকতে বলিনি। কিন্তু সেই ইয়েটা—মানে—সেই সেটা—

অচল। ওঃ তুমি সেই মেয়েটার কথা বলছ ?

সমরেন্দ্র। তুমি বেশ জান যে আমি তারই কথা বলছি। তার তো দুচারদিন থাকার কথা ছিল। সে গেল কেন ?

অচল। গেল যেহেতু সে বুঝতে পেরেছে তোমার টাকার দৌড় কিছু কম।

সমরেন্দ্র। (চমকাইয়া) টাকা ! (পকেটে হাত দিয়া দেখিল টাকা নাই। সে অচলের দিকে তাকাইতেই অচল ঈষৎ হাসিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইল। সমরেন্দ্র মাথার যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া মাথা চাপিয়া ধরিল।) উঃ !

অচল। আমার মনে হয় মালতী গিয়ে তোমার ভালই হয়েছে। ওসব মেয়ে মানুষ থাকলেই খরচ, আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই। এদিকে তোমার বাবা তোমাকে টাকা দিচ্ছেন না।

তুমি অবশ্যি বলতে পার আমি রয়েছি। কিন্তু তোমার বন্ধু হিসেবে আমি বলছি যে টাকা ধার করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। (সমরেন্দ্রের দিকে বক্রদৃষ্টি করিল।)

সমরেন্দ্র। (মাথার যন্ত্রণায়) উঃ।

অচল। তোমার তো ভারি কষ্ট হচ্চে। (গেলাসে মদ ঢালিয়া) ধর, এই টুকু খেয়ে নাও।

সমরেন্দ্র। নাঃ ঐটে খেয়েই তো মাথাটা ধরেছে।

অচল। সেই জন্যেই তো আমিও দিচ্ছি। তুমি বিষে বিষক্ষয় কর। (সমরেন্দ্র ইতস্ততঃ করিয়া পান করিল।) বেশ! এইবার আমার কথাটা শোন। তোমার বন্ধু হিসেবেই কথাটা বলছি। তুমি টাকা ধার চাও তো আমি দেব তোমাকে কিন্তু আমি বলছি ধার করা টাকা এই সব সহুরে মেয়ে মানুষদের পেছনে খরচ করার কোনও মানে হয় না। তুমি বরং কিছুদিন একটু চুপ ক'রে থাকো। তোমার বাবার ও সন্দেহটা একটু কমে যাক্—কি বল? (সমরেন্দ্র নীরব। অচল হাসিল।) তোমার মাথা ধরাটা এখনও সারেনি। (মদ ঢালিয়া) আর একটু খেয়ে নাও। (সমরেন্দ্র মদ খাইল।) আমি অবশ্যি বলচিনা যে তুমি জরদ্গবের মত ব'সে থাকবে। তুমি হচ্চ জমিদার, তোমার এক ধমকে কত লোক এসে হাজির হবে। (সমরেন্দ্রের দিকে বক্র দৃষ্টি করিল।) আরে, এক আধটুক ফুর্ত্তি না করলে জমিদার হ'য়ে লাভ কি? তোমার এমন বাগান বাড়িটা খালি প'ড়ে থাকবে আর তোমার একটা সামান্য প্রজা হরেন গয়লার ঘরে গোলাপ ফুল ফুটে থাকবে এটা একটা কথা হ'ল? (সমরেন্দ্র চমকাইল এবং ভীত হইল। বক্রদৃষ্টি করিয়া

অচল তাহা দেখিল।) আমি অবশ্যি বলচি না যে প্রজাদের মেয়ে ছেলের গায়ে হাত দেওয়া উচিত। কিন্তু এই মেয়েটা যে পেকে লাল হ'য়ে রয়েছে, একটু ঝাঁকানি দিলেই টুস্ ক'রে ঝ'রে পড়বে। জমিদার হয়েছ কিন্তু এই সব খবর তো তুমি রাখ না। (সমরেন্দ্র আবার মদ খাইল।) এই সব খবর চাও তো শুনতে পাবে অঞ্জনের কাছে। ওর কাছে অনেক চিঠি আসে।

সমরেন্দ্র। (উত্তেজিত ভাবে) তু-তু-তুমি সত্যি কথা বলছ ?

অচল। (আলবৎ সত্যি কথা বলছি।) অঞ্জনকে ওদের বাড়ির আশেপাশে সন্ধ্যে বেলা ঘুরে বেড়াতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। (সমরেন্দ্র মদ খাইল।) ঐ অঞ্জন যা পারছে জমিদারের ছেলে তুমি তা পারবে না ?)

সমরেন্দ্র। আলবৎ পারব। আমি ওকে সেপাই দিয়ে ধ'রে নিয়ে আসব। রামসিং ! (চীৎকার করিয়া) এই রামসিং !

রামসিং দারোয়ানের প্রবেশ

রামসিং। হুজুর।

সমরেন্দ্র। তো—তো—তোম—এ—এ—এ তোম ক্যায়া মাংতা ?

রামসিং। হুজুর বোলায়া।

সমরেন্দ্র। ওঃ, হাঁ, তোম—এই—এ—এ—এ হরেন গোয়ালাকো এ—এ—এ—

অচল। (বাধা দিয়া) তুমি ব্যস্ত হয়োনা। আমি সব বলছি।

একটু দূরে যাইয়া রামসিংকে কাণে কাণে সব বলিল। রামসিং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিল এবং ভয় পাইল।

রামসিং। হুজুর। হামি তো কথ্নো এইসা কাম করি না ।

সমরেন্দ্র। (বেসামাল ভাবে) আমিই কি করেছি ? বল্‌না ব্যাটা নিমকহারাম, আমিই কি আগে করেছি ? কিন্তু আভি হাম করেগা। (চীৎকার করিয়া) আমি জমিদার, আমাকে ভাগ না দিয়ে কারুর খাওয়া চলবে না আমার এই জমিদারিতে। তোমকো করনে হোগা।

রামসিং মুখ কাচুমাচু করিল।

অচল। তুমি ভেবোনা ভাই। আজ রাত্রেই আমি সব ব্যবস্থা করব। চল রামসিং।

অচল এবং রামসিংহের প্রস্থান

সমরেন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) যাও। বন্দুক নিয়ে যাও। শালাদের গুলি ক'রে মেরে ফেল। (বুক ঠুকিয়া) আমি জমিদার সমরেন্দ্র চৌধুরী—চার চারটে পরগণার মালিক। যাও, তোমরা বন্দুক নিয়ে যাও, ব্যাটাদের গুলি ক'রে মেরে ফেলে সব মেয়েমানুষ এখানে নিয়ে এস।

টলিতে টলিতে সমরেন্দ্র মাটিতে পড়িয়া গেল। ব্যস্তভাবে ত্রিলোচনের প্রবেশ।

ত্রিলোচন। বাবু! বাবু! (সমরেন্দ্রকে মাটিতে দেখিয়া চমকাইল। কাছে আসিয়া মদের গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল এবং ভয় পাইল। সমরেন্দ্রকে ঠেলিয়া) বাবু! বাবু! গাত্র উত্তোলন করুন। কর্ত্তাবাবু আসছেন। (দরজার কাছে ছুটিয়া যাইয়া) বেয়ারা! বেয়ারা! (সমরেন্দ্রের কাছে আসিয়া) বাবু! বাবু! হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। বাবু! (সমরেন্দ্রকে টানিয়া কোনও রকমে দাঁড় করাইল।)

সমরেন্দ্র। তোম কোন্ হ্যায় ?

ত্রিলোচন। হুজুর, আমি ত্রিলোচন। আপনাদের নায়েব।

সমরেন্দ্র। ছ্যাঁ, ত্রিলোচন। ঐ অচলাটার একটুও বুদ্ধি নেই। তোমাকে কেন ? তোমাকে তো ধ'রে আনতে বলি নি।

ত্রিলোচন। আমি ছুটে এসেছি আপনাকে খবর দিতে। কর্ত্তাবাবু আসছেন।

সমরেন্দ্র। সব কইকো আনে দেও। কুছ পরোয়া নেহি। আমি জমিদার সমরেন্দ্র চৌধুরী—চার চারটে পরগণার মালিক। একি সোজা কথা।

রাঘবেন্দ্র। (নেপথ্যে) কোথায় সেই শূয়ারটা ?

ত্রিলোচন। ওরে বাবা ! বাবু ! কর্ত্তাবাবু এসেছেন। বাবু !

রাঘবেন্দ্রের প্রবেশ। ত্রিলোচন সমরেন্দ্রকে ধরিয়া থাকিয়াই ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাঘবেন্দ্র সমরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া এবং টেবিলে বোতল ইত্যাদি দেখিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল।

রাঘবেন্দ্র। ত্রিলোচন ! তুমি এখানে কেন ?

ত্রিলোচন সমরেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া গলবস্ত্র হইল। সমরেন্দ্র টলিতে লাগিল।

ত্রিলোচন। (কাঁদিয়া) হুজুর, আমি এসেছিলাম ছোট বাবু কেমন আছেন তাই দেখতে।

রাঘবেন্দ্র। এখানকার চাকর বাকর সব কোথায় ?

ত্রিলোচন। আপনার ভয়ে সব পালিয়েছে হুজুর।

রাঘবেন্দ্র। তাদের ডেকে এটাকে বিছানায় শুইয়ে দাও।

সমরেন্দ্র। বাবা !

রাঘবেন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) সাবধান কুলাঙ্গার। ঐ নাম আবার

উচ্চারণ করলে টেনে তোমার জিভ্ ছিঁড়ে ফেলব। আজ থেকে তুমি আমার ত্যজ্যপুত্র।

প্রস্থান।

টলিতে টলিতে সমরেন্দ্র দরজার কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।
ত্রিলোচন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—জমিদার বাড়ির বারান্দা।

সময়—কিয়ৎকাল পরে।

রাম ঝাড়ন্ হাতে লইয়া একবার এদিক্ একবার ওদিক চলিয়া গেল। ব্যস্তভাবে সদ্যস্নাতা সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। রাম!

রামের প্রবেশ

রাম। রাণীমা!

সুশীলা। এত সকালে কর্ত্তাবাবু কোথায় গেলেন?

রাম। বলতে তো পারি না রাণী মা। আমি সকাল থেকেই কর্ত্তাবাবুকে দেখতে পাইনি।

সুশীলা। কোনদিন তো যান না এমন। বৌমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে আয় তো কর্ত্তাবাবু দুধ খেয়ে গিয়েছেন কিনা। হঠাৎ কিছু না ব'লে ক'য়ে কোথায় গেলেন।

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। কি হয়েছে মা ?

সুশীলা। এত সকালে উনি কোথায় গেলেন জান মা ? কিছু খেয়ে দেয়ে গিয়েছেন ?

সবিতা। না। আমি গরম দুধ নিয়ে গিয়ে দেখি উনি ঘরে নেই।

সুশীলা। এদিকে পূজোর সময় হ'ল। সমর কোথায় ?

সবিতা। (দুঃখের সহিত) আমি জানি না মা !

সুশীলা। জান না ! সে তো এত সকালে ঘুম থেকে ওঠে না কোন দিন।

সবিতা। উনি কাল রাত্রে কোথাও বাইরে গিয়েছেন।

সুশীলা। রাত্রে বাইরে গিয়েছে ! কোথায় গিয়েছে ?

সবিতা। আমি জানি না মা।

সুশীলা। সব কিছুই হেঁয়ালির মত মনে হচ্চে। আমি পূজোর ঘরে যাচ্চি। উনি এলে তুমি কিছু খেতে দিও।

প্রস্থান।

সবিতা। রাম, একবার কাচারীতে খবর নেতো কর্ত্তাবাবু কোথায় গিয়েছেন।

রাম। আচ্ছা বৌমা।

উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

উত্তেজিত ভাবে রাঘবেন্দ্র এবং পশ্চাতে ত্রিলোচনের প্রবেশ।

ত্রিলোচন। একটু ভেবে দেখুন কর্ত্তাবাবু।

রাঘবেন্দ্র। না, না, আর আমি ভাববনা। তুমি ম্যানেজারবাবু আর উকিলবাবুকে খবর দাও। আমি ঠিক করেছি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

ত্রিলোচন। ভেবে দেখুন হুজুর, এতে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। আমাদের একটি বই দুটি ছেলে তো নেই।

রাঘবেন্দ্র। এরকম ছেলে থাকার চাইতে না থাকা ভাল।

ত্রিলোচন। আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করলে এখনও সে ভাল হতে পারে।

রাঘবেন্দ্র। (পুনরায় চটিয়া) ভাল সে হবে না আমি তা জানি। দুষ্টগ্রহে ওর জন্ম হয়েছে। দেব দ্বিজে তার ভক্তি নেই, ধর্ম্মে আস্থা নেই, পারিবারিক জীবনে তার নিষ্ঠা নেই। মাটির মধ্যে তার শেকড় পৌঁছায় নি ত্রিলোচন, সে একটা শেকড় বিহীন আগাছা, তাকে উপ্‌ড়ে ফেলা উচিত।

ত্রিলোচন। কিন্তু আমাদের তো আর দশটি নেই যে একটি গেলেও কিছু আসবে যাবে না।

রাঘবেন্দ্র। তোমরা সব্বাই মিলে অমন ক'রে আমাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট ক'রো না। তোমরা বুঝতে পারছনা ত্রিলোচন, আমার এই দেহের মধ্যে হৃদপিণ্ড রয়েছে মাত্র একটি কিন্তু তাকেও আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলছি। ছিঁড়ে আমাকে ফেলতে হবে, নইলে আমার সর্ব্বদেহ অপবিত্র হ'য়ে যাবে।

ত্রিলোচন। (অভিমানের সহিত) বেশ! এতদিনের জমিদারিটা শেয়াল কুকুর এসে ভোগ করুক, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখি।

রাঘবেন্দ্র। সমরেন্দ্র জমিদার হ'লে তাই তোমাকে দেখতে হবে। জমিদারি চ'লে যাবে শুঁড়ির দোকানে আর খেমটাওয়ালির বাড়িতে। আমি ওকে কালই ত্যাজ্যপুত্র করব। তুমি তার ব্যবস্থা কর।

(প্রস্থান)

ত্রিলোচন। আমি একজন সামান্য কর্ম্মচারী সত্যি কিন্তু আমি ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম। (ত্রিলোচন চোখ মুছিতে লাগিল।)

ব্যস্তভাবে সুশীলার প্রবেশ। সে পূজার জন্য প্রস্তুত কিন্তু অতিশয় উৎকণ্ঠিত।

সুশীলা। নায়েব বাবু, সমর কোথায়?

ত্রিলোচন। (অভিমানের সহিত) আমি জানিনা।

সুশীলা। কর্ত্তাও যা বলছেন আপনিও তাই বলছেন। কেন আপনারা গোপন করছেন আমার কাছে? আপনি বলুন আমার ছেলে কোথায়।

ত্রিলোচন। (কাঁদিতে কাঁদিতে উষ্মার সহিত) বলেছি তো আমি জানি না। সে কোথায় কখন কি ক'রে বেড়াচ্ছে তাই দেখা কি আমার কাজ?

সুশীলা। কর্ত্তাবাবু আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলেন?

ত্রিলোচন। (চমকাইয়া) আমি জানি না।

সুশীলা। নায়েব বাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি রকম দুশ্চিন্তায় রয়েছি। আমার অনুরোধ, আপনি বলুন।

ত্রিলোচন। (ইতস্ততঃ করিয়া) কর্ত্তাবাবু প-পশ্চিম পাড়ায় বাগান বাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন।

সুশীলা। (সভয়ে) সেখানে গিয়ে উনি কি দেখলেন? (ত্রিলোচন জবাব না দিয়া কাঁদিতে লাগিল।) বলুন, নায়েব বাবু। মনে রাখবেন আপনারও ছেলে মেয়ে রয়েছে। আমার কাছে আমার ছেলের কথা গোপন করবেন না।

ত্রিলোচন কাঁদিতে লাগিল। এইরূপ সময়ে সুর করিয়া স্তব
আওড়াইতে আওড়াইতে বিদ্যারত্নের প্রবেশ।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

বিদ্যারত্ন। পূজা সাঙ্গ হবার পূর্ব্বেই তুমি চলে এলে কেন মা? তোমায় যেন উত্তেজিত দেখ্‌চি মা। পূজার সময় মনকে স্থির রাখতে হয়।

সুশীলা। (ভাঙ্গিয়া পড়িল) কিন্তু মন যে ঠিক রাখা যায় না ঠাকুর। আমার একমাত্র সন্তান…

বিদ্যারত্ন। (চমকাইয়া) কি হয়েছে তার? (জবাব না পাইয়া ত্রিলোচনের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাইল।) তুমি বাইরে যাও ত্রিলোচন।

ত্রিলোচনের প্রস্থান।

চল মা, (আবেগের সহিত) ভগবান্ তোমাকে শান্তি দেবেন।
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়নে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

উভয়ে যাইতে উদ্যত এমন সময় রাঘবেন্দ্রের প্রবেশ।

রাঘবেন্দ্র। মহেশ্বর তুমি ভেবেছ তুমি উপোস ক'রে নারায়ণকে তুলসী দিলেই আমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ভাল সে হবে না, সে জাহান্নমে গিয়েছে, মহেশ্বর, আমার একমাত্র সন্তান একটা অপবিত্র চণ্ডাল।

বিদ্যারত্ন। কোথায় সে?

রাঘবেন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সুশীলা। তোমাকে বলতে হবে সে কোথায়। তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমার বুকটা জ্ব'লে যাচ্ছে?

রাঘবেন্দ্র। কিন্তু যদি জানতে সে কোথায় তাহ'লে তোমার বুকটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যেত।

সুশীলা। তবু তোমাকে বলতে হবে।

রাঘবেন্দ্র। তোমার—ছেলে—পশ্চিম পাড়ার বাগান বাড়িতে মাতাল হয়ে পড়ে আছে।

সুশীলা এবং মহেশ্বরের মুখ শুকাইয়া গেল।

সুশীলা। উঃ (সে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করাতে রাঘবেন্দ্র তাহাকে ধরিল।) ওর কাছে তুমি নিয়ে চল আমাকে। আমি নিজের চোখে দেখব।

বিদ্যারত্ন। তোমরা দুজনেই উন্মাদ হয়েছ রাঘবেন্দ্র। তুমি বাড়ির ভেতর যাও মা। আমি আস্‌ছি।

সুশীলার প্রস্থান।

বিদ্যারত্ন। মহেশ্বর, মনে রেখো বৌমার কাণে এই সব কথা উঠলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। বাবা! (সবিতা কাঁদিতে লাগিল।)

বিদ্যারত্ন। তুমি কাঁদছ কেন মা?

সবিতা। (মুখ তুলিয়া) আপনারা আমার কাছে গোপন করছেন কেন?

বিত্থারত্ন। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) গোপন করছি! হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। তুমি বুঝি তাই ভেবে কাঁদছ? রাঘব, বৌমা ভাবছেন যে আমরা ওর কাছে কিছু একটা গোপন করেছি, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমরা তোমার ছেলে, মা। মায়ের কাছে ছেলে কি কোনও কথা গোপন করতে পারে? চল, লক্ষ্মী মা আমার, বাড়ির ভেতরে চল।

সবিতা। (রাঘবেন্দ্রের প্রতি) উনি কোথায় গিয়েছেন বাবা?

রাঘবেন্দ্র ইতস্তত: করিতে লাগিল। বিদ্যারত্ন তাহাকে ইঙ্গিতে বলিতে নিষেধ করিল।

রাঘবেন্দ্র। (অনিচ্ছার সহিত) আমি জানিনা মা।

সবিতা। আপনি আমার কাছে সত্যঘটনা গোপন করছেন।

রাঘবেন্দ্র। (উত্তেজিত হইয়া) আর প্রশ্ন ক'রে আমাকে বিরক্ত ক'রোনা বৌমা। আ—আমি জানিনা সমর কোথায় আছে।

বিত্থারত্ন। মা লক্ষ্মী আমার, তুমি বাড়ির ভিতরে যাও। আমি তোমাকে সুসংবাদ এনে দেব।

বিদ্যারত্ন সবিতাকে ঘরের ভিতর পৌঁছাইয়া আসিল। রাঘবেন্দ্র তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছে।

রাঘবেন্দ্র। তুমি পুরোহিত হ'য়ে আমাকে দিয়ে মিছে কথা বলালে?

বিদ্যারত্ন চমকাইয়া উঠিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল।

বিদ্যারত্ন। (নামাবলি দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া) যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহ'লে তার ভার আমিই গ্রহণ করলাম রাঘবেন্দ্র।

রাঘবেন্দ্র। বলা অত্যন্ত সহজ বিত্থারত্ন, কিন্তু তুমি নিজে কখনও মিছে কথা বলতে না।

বিত্থারত্ন। আমার বন্ধুত্বের অমর্য্যাদা ক'রো না রাঘবেন্দ্র।

রাঘবেন্দ্র। তুমি জান যে সবিতা কালই সব জানতে পারবে। তুমি জান যে সমরেন্দ্রকে আমি ত্যজ্যপুত্র করব।

বিদ্যারত্ন। আমি তাতে বাধা দেব।

রাঘবেন্দ্র। (অবাক্ হইয়া) তুমি বাধা দেবে?

বিদ্যারত্ন। হাঁ, আমি বাধা দেব।

রাঘবেন্দ্র। কিন্তু মিছে কথা বলে অন্যায়কে চাপা দিতে পারবে না তুমি।

বিদ্যারত্ন। কঠোর সত্য কথা ব'লে সবিতাকে দুঃখ দিয়েও কিছু লাভ হবে না রাঘব।

রাঘবেন্দ্র। (চটিয়া) কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে একটা অন্যায়কে মিছে কথা ব'লে চাপা দেওয়াও একটা পাপ।

বিদ্যারত্ন। (চটিয়া) কোন্‌টা পাপ আর কোন্‌টা পুণ্য তা তুমি আমাকে শেখাতে এস না।

রাঘবেন্দ্র। নিশ্চয় শেখাব। এটা তোমার জেদ। তুমি কিছুতেই স্বীকার করবে না যে সমর জাহান্নমে গিয়েছে কারণ তাহ'লে প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে তোমার কোষ্ঠীবিচার ভুল হয়েছে।

বিদ্যারত্ন। কি বলব তোমাকে, তুমি বাল্যবন্ধু, নইলে আমি মহেশ্বর বিদ্যারত্ন—

রাঘবেন্দ্র। (বাধা দিয়া) থাক্ থাক্। আর বলতে হবে না তোমাকে। তোমার বাবা সার্ব্বভৌম, তোমার ঠাকুরদাদা বিদ্যালঙ্কার সেই পুরানো কথা নতুন ক'রে না বললেও চলবে।

কিছু জবাব না করিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে বিদ্যারত্নের প্রস্থান।

এমন সময় রুদ্ধশ্বাসে সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। ঠাকুর মশাই চলে গিয়েছেন?

রাঘবেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) হাঁ চলে গিয়েছেন। কি দরকার তার সঙ্গে ?

সুশীলা। ওঁকে শীগ্‌গির ডাক। ওঁর সঙ্গে কথা আছে।

রাঘবেন্দ্র। কি কথা আছে ? পূজো তো হ'য়ে গিয়েছে।

সুশীলা। কিছুই পূজো হয়নি। আমি জানতাম না আগে, বৌমা আমাকে এতদিন বলে নি।

রাঘবেন্দ্র। (সন্দেহের সহিত) কি বলে নি বৌমা ?

সুশীলা। (প্রায় কাঁদিয়া) আমাদের সমরের ছেলে হবে।

রাঘবেন্দ্র। য়্যাঁ ? (হাসিবার উপক্রম করিয়া) তুমি সত্য বলছ তো ?

সুশীলা। এই সব কথা নিয়ে কেউ মিছে কথা বলে ?

রাঘবেন্দ্র। (হাসিয়া) গিন্নী, আমার জমিদারী আমি ওর ছেলেকে দিয়ে যাব। (দরজার কাছে গিয়া) মহেশ্বর ! মহেশ্বর ! (সুশীলাকে) তুমি বৌমার কাছে যাও। আমি মহেশ্বরকে নিয়ে এক্ষুণি আসছি (সুশীলার প্রস্থান।) মহেশ্বর ! মহেশ্বর !

ব্যস্তভাবে ত্রিলোচনের প্রবেশ।

ত্রিলোচন। বাবু ! বাবু !

রাঘবেন্দ্র। আঃ চুপ কর ত্রিলোচন। কাজের সময় বিরক্ত ক'রো না। বিদ্যারত্নকে ডেকে নিয়ে এস।

ত্রিলোচন। ডেকে দিচ্চি হুজুর কিন্তু এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্চে।

রাঘবেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) কি সর্ব্বনাশ হচ্চে ?

ত্রিলোচন। রত্নপুর থেকে ছোট বাবু এসেছেন।

রাঘবেন্দ্র। ছোট বাবু? মানে, বৌমার দাদা বিজয়?

ত্রিলোচন। আজ্ঞে হাঁ। এসেই রাগারাগি করছেন। বলছেন তার বোন্‌কে ওরা এমন স্বামীর বাড়িতে রাখবেন না।

রাঘবেন্দ্র। (চমকাইয়া) ওরা কিছু শুনেছেন?

ত্রিলোচন। মনে হচ্চে এ—এ—লোকপরম্পরায় কিছু কিছু—

মহেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ।

বিদ্যারত্ন। তুমি আমাকে ডাকছিলে?

রাঘবেন্দ্র। মহেশ্বর, এখন উপায়?

বিদ্যারত্ন। (বিরক্ত ভাবে) কি হয়েছে?

রাঘবেন্দ্র। রত্নপুর থেকে বিজয় এসেছে। ওরা শুনেছে সমরেন্দ্র একটা দুশ্চরিত্র মাতাল। বিজয় বলেছে সবিতাকে নিয়ে যাবে। আমাদের এখানে তাকে রাখবে না।

বিদ্যারত্ন। বেশ তো, তাকে নিয়ে যাক্। তোমার তাতে ক্ষতি কি?

রাঘবেন্দ্র। তুমি বুঝতে পারচ না মহেশ্বর, বৌমাকে এখানে রাখতেই হবে, যেমন ক'রেই হোক। বিজয়কে তুমি বুঝিয়ে বল।

বিদ্যারত্ন। (যাইতে উদ্যত) তুমিই এবার সামলাও তাকে। (ব্যঙ্গ করিয়া) একবার খোলাখুলি সত্যি কথাই বলে দেখ না।

রাঘবেন্দ্র। তুমি দাঁড়াও মহেশ্বর। বিজয় একটা গোঁয়াড়। সব কথা শুনলে সে জোর ক'রেই বৌমাকে নিয়ে যাবে।

বিদ্যারত্ন। ছেলেকেই যখন ত্যজ্যপুত্র করছ তখন আর বৌমার জন্য দুঃখ কেন? উনিও চলেই যান। তারপর লক্ষ্মীহীনা এই বাড়িটার মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মত তুমি ঘুরে বেড়িও। তোমার

ভীমরতি হয়েছে রাঘবেন্দ্র, তাই ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে তুমি নিজের দর্পে আস্ফালন করছ। আমি বলে যাচ্ছি—তোমার এই দর্প চূর্ণ হবে। আমি চল্লাম।

রাঘবেন্দ্র। মহেশ্বর! মহেশ্বর! তোমাকে থাকতেই হবে। যেমন ক'রেই হোক্ বৌমাকে এখানে রাখতেই হবে। তার বিশেষ কারণ আছে।

বিদ্যারত্ন। বিশেষ কারণ! কি কারণ?

রাঘবেন্দ্র। আমি এইমাত্র জানতে পেরেছি—বৌমার গর্ভে আমার ভবিষ্যৎ বংশধর রয়েছে।

বিদ্যারত্ন। য়্যাঁ? (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) মা জগদম্বা তাহ'লে মুখ তুলে চেয়েছেন। রাঘবেন্দ্র, এই প্রথম প্রমাণ যে আমার বিচার ভুল হয়নি। ত্রিলোচন, তুমি বিজয়কে এখানে নিয়ে এস। আমিই তার সঙ্গে কথা বলব।

ত্রিলোচন। (একটু গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া) উনি নিজেই এসে পড়েছেন।

বিজয়ের প্রবেশ। তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন।

ত্রিলোচন। আসুন, আসুন। আমি যাচ্ছিলাম আপনাকে ডাকতে।

বিজয়। অত ভদ্রতা দেখাবার দরকার নেই। আমি নিজেই পথ চিনে আসতে পারি।

রাঘবেন্দ্র। হেঁ-হেঁ-হেঁ তা তো আসতেই পার, বাবাজি। এটা তো আর পরের বাড়ি নয়। এস, এস। (বিজয় রাঘবেন্দ্রের পদধূলি লইল। বিদ্যারত্নকে দেখিয়া) ওঃ জ্যাঠামশাই।

বিদ্যারত্ন। এস, এস, বৎস। (বিজয় তাহার পদধূলি লইল) দীর্ঘজীবি হও। তোমাদের বাড়ির সব কুশল তো ?

বিজয়। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির সকলেই ভাল আছেন। গোলমাল যা কিছু হচ্চে সব এই বাড়িতে।

বিদ্যারত্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) তুমি কোন্ গোলমালের কথা বলছ বাবা ?

বিজয়। আপনি সব জানেন। আপনি জানতেন যে সমর একটা খামখেয়ালী দুশ্চরিত্র ছেলে। জেনেশুনেও আপনি আমার বোনকে জলে ফেলে দিয়েছেন।

বিদ্যারত্ন। এ-এ-এ তুমি কি বলছ বাবাজি ?

বিজয়। (সংশয়ান্বিতভাবে) তিন গ্রাম ছাড়িয়ে কথাটা আমাদের গ্রাম অবধি পৌঁছেচে আর আপনারা বলছেন কিছুই শোনেন নি ? আমার বিশ্বাস হয় না।

রাঘবেন্দ্র। বাবাজি, তুমি একটু বিশ্রাম ক'রে নাও। জলটল খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নাও। ওরে রাম ! রাম !

রাম। (নেপথ্যে) হুজুর !

রাঘবেন্দ্র। বৌমাকে খবর দে বিজয়বাবু এসেছে। তাড়াতাড়ি চায়ের ব্যবস্থা কর। বাবাজি, তোমাকে কিন্তু আজকের দিনটা এখানে থেকে যেতেই হবে। সমরের সঙ্গে দেখা হ'লেই সব বুঝতে পারবে। কি বল হে মহেশ্বর ?

বিদ্যারত্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) থাকতে তো হবেই ? সমরকে তাহ'লে একটা খবর পাঠিয়ে দাও।

বিজয়। (সন্দেহের সহিত) সমর কোথায় গিয়েছে ?

রাঘবেন্দ্র। এ-এ-এ মফঃস্বলে গিয়েছে। আদায়পত্র ভাল হচ্চে না।

(বিদ্যারত্নের দিকে কাতরভাবে চাহিল। বিদ্যারত্ন ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে আরও কিছু বলিবার জন্য উৎসাহিত করিল) আগের দিন তো আর নেই। তা তো তোমরাও বুঝতে পারছ বাবা। প্রজাগুলো সব এই যে কি বলে, বড্ড বেয়াদব হ'য়ে গিয়েছে। খাজনা মোটেই দিতে চায় না। কি বল হে, মহেশ্বর, এখন কি আর আগের মত সুবিধে আছে ?

বিদ্যারত্ন। না, তেমন সুবিধে আর কই ? বাবাজি, আজকের দিনটা তোমাকে থেকে যেতেই হবে। বিকেলবেলা এই গরীব ব্রাহ্মণের বাড়িতে তোমাকে একবার আসতে হবে। আমার ছেলে আর পুত্রবধূ এসেছে। তাদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে।

বিজয়। যাব, কিন্তু যেই জন্যে এসেছি—

বিদ্যারত্ন। এতে আর কিন্তু নেই বাবাজি। আমার বৌমার সঙ্গে আলাপ হ'লে তুমি খুশি হবে। তোমাকে তাহ'লে বৌমার সম্বন্ধে একটা গল্প বলি শোন।

বিজয়। গল্প শুনতে আমি আসিনি জ্যাঠামশাই। আপনি জানেন আপনাকে আমরা কি রকম শ্রদ্ধা করি। আমরা আগেই জানতাম সমর ছেলে সুবিধের নয় কিন্তু আপনার কথায় আমরা রাজি হয়েছিলাম। আপনি ওদের দুজনের কোষ্ঠী বিচার ক'রে বল্লেন যে এই বিয়ের ফল ভাল হবে। নইলে জেনে শুনে আমাদের বাড়ির মেয়েকে আমরা জলে ফেলে দিতাম না। আমি জানতাম ওইসব কুষ্টি ফুষ্টি সব বাজে। শুধু বাবা জোর ক'রে বললেন তাই আমরা রাজি হয়েছিলাম।

বিদ্যারত্ন। তুমি কি বলছ বাবাজি ? তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্র মান না ?

বিজয়। কক্ষণও মানিনা। যত সব ধাপ্পা বাজি।

বিদ্যারত্ন। তুমি কি বলছ বাবাজি?

বিজয়। আমি ঠিকই বলছি। যাক্ জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে তর্ক আমি করতে চাই না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমাদের খাওয়া পরার অভাব নেই। ওকে আমরা আজই এখান থেকে নিয়ে যাব। এমন ভাল মেয়ে, আজ পর্য্যন্ত উঁচু গলায় যে একটাও কথা বলতে জানেনা তার উপর এই অত্যাচার অসহ্য। আমরা জানি সে নীরবে সব সহ্য করবে। কিন্তু আমি সহ্য করব না এবং ওকেও সহ্য করতে দেব না। একটা মাতাল স্বামীকেও পূজো করতে হবে ওসব মামুলি ধর্ম্মের কথা আমি বিশ্বাস করি না। (রাঘবেন্দ্রের প্রতি) আমার বোনকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবই। আমি পাল্কী নিয়ে এসেছি, আপনি সব বন্দোবস্ত করে দিন। যদি আপনি বাধা দেন তাহ'লে আমি কি করব তাও আপনাকে বলে যাচ্ছি। আপনি এখানকার জমিদার, আপনার লোকজন রয়েছে আমি তা স্বীকার করি। আপনি ইচ্ছে করলে বাধাও দিতে পারেন তা আমি জানি। কিন্তু আপনিও জেনে রাখবেন যে আমার কথায় হাজার দুহাজার ভলান্টিয়ার ছুটে আসবে।

রাঘবেন্দ্র। আহা-হা। তুমি কি বলছ বাবাজি?

বিজয়। কথাগুলো আপনার জেনে রাখা দরকার তাই বলছি। আপনি যদি বাধা দেন তাহ'লে ঐ মাতালটাকে আমি এমন মার মারব যে তার একখানি হাড়ও আর আস্ত থাকবে না।

রাঘবেন্দ্র। (আগ্রহের সহিত) তুমি তাই কর, বাবাজি, তুমি তাই কর। তার একটু শিক্ষা হওয়া দরকার···(বিদ্যারত্ন তাহাকে

হাত দিয়া খোঁচা মারিল)—এ—এ—মানে, আমি বলছি যদি প্রমাণ হয়। যদি প্রমাণ হয় যে সমর সত্যি সত্যি খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, তাহ'লে তুমি তাকে অবশ্যি শাস্তি দেবে। কি বল হে মহেশ্বর ?

বিদ্যারত্ন নিরুত্তর। তাহার মুখ গম্ভীর।

বিজয়। জ্যাঠামশাই আপনি বলুন আমরা যা সব শুনেছি তা সত্যি কিনা।

বিদ্যারত্ন। বাবাজি আমি তো কিছু—এ—এ

বিজয়। জ্যাঠামশাই, আমি আপনার মুখ থেকে সোজা কথায় শুনতে চাই যে সমর দুশ্চরিত্র নয়। (বিদ্যারত্ন নিরুত্তর। বিজয় তীব্রভাবে বলিল) জ্যাঠামশাই !

বিদ্যারত্ন। (চমকাইয়া) বাবাজি ! (তাহার মুখে ক্লেশের ভাব সুস্পষ্ট) আমার অনুরোধ তুমি সবিতাকে নিয়ে যেও না।

বিজয়। আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

বিদ্যারত্ন। বাবাজি ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার আনুরোধ তুমি আজ ফিরে যাও। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।

বিজয়। (নরম হইয়া) বেশ। কিন্তু আপনাকে বলতে হবে যে সমরেন্দ্র দুশ্চরিত্র নয়। আমি আপনার মুখ থেকে শুনে যেতে চাই। আমি জানি আপনি মিথ্যাকে ঘৃণা করেন। এখানে আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। আমি সবিতাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তাকে রেখে যেতে পারি যদি আপনার মুখে শুনি যে সমর দুশ্চরিত্র নয়।

রাঘবেন্দ্র বিচলিত হইল।

বিদ্যারত্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে ?

বিজয়। (সন্দেহের সহিত) হাঁ বিশ্বাস করব। আপনি বলুন যে সমর একটা দুশ্চরিত্র মাতাল নয়।

বিদ্যারত্ন। তুমি তাহ'লে সবিতাকে এখানেই রেখে যাবে?

বিজয়। হাঁ।

বিদ্যারত্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) তাহ'লে আমি বলছি সে দুশ্চরিত্র নয়।

বিজয়। আমি তাহ'লে ভুল শুনেছি?

বিদ্যারত্ন। হাঁ, তুমি ভুলই শুনেছ।

বিজয়। বেশ, আপনার কথাই আমি মেনে নিলাম।

বিদ্যারত্নের দিকে সন্দেহের সহিত তাকাইয়া বিজয় অন্দরে প্রবেশ করিল। অসহ্য বেদনায় বিদ্যারত্ন চক্ষু বুজিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিস্মিত রাঘবেন্দ্র ত্রিলোচনকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া সন্তর্পণে অন্দরে প্রস্থান করিল।

বিদ্যারত্ন। (স্বগতঃ) ভগবান তুমি সুন্দর। মিথ্যা অসুন্দর। তবু আমি তাই বলেছি। হৃদয়কে আমি শাসন করতে পারিনি প্রভু, আমাকে তুমি মার্জ্জনা ক'রো।

ত্রস্তভাবে পশ্চাতে চাহিতে চাহিতে রাঘবেন্দ্রের প্রবেশ। বিদ্যারত্নের তন্ময় ভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া রাঘবেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

রাঘবেন্দ্র। মহেশ্বর!

বিদ্যারত্ন। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চ?

রাঘবেন্দ্র। আর এখানে নয়। চ'লে এস।

পশ্চাতে তাকাইতে তাকাইতে বিদ্যারত্নকে টানিয়া লইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান। ক্রুদ্ধভাবে বিজয় এবং তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। দাদা, তুমি রাগ ক'রে চলে যেওনা। তোমরা রাগ করলে আমার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না তা তো তুমি জান।

বিজয়। কেন, তোর আবার দুঃখ কি? তোর কষ্ট হচ্চে ভেবেই এসেছিলাম তোকে নিয়ে যেতে। দুনিয়া শুদ্ধ লোক বলছে যে সমর দিনরাত মদের নেশায় মস্‌গুল হ'য়ে রয়েছে। আমি তাই ছুটে এসেছিলাম এই নরককুণ্ড থেকে তোকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তুই বলছিস্ তুই কিছুই জানিস্ না এমন কি জ্যাঠামশাই পর্য্যন্ত মিছে কথা বললেন। সব্বাই জানে সে একটা বর্ব্বর, একটা জানোয়ার, আর তুই বলছিস্ সে একটা দেবতা।

সবিতা। তুমি বুঝতে পারছ না দাদা।

বিজয়। বুঝতে আমি চাই না। অন্যায়গুলোকে সহ্য ক'রে ক'রে সহ্য করাই তোদের অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছে। শুধু অভ্যেস নয় ওটাকেই তোরা ধর্ম্ম ব'লে মেনে নিয়েছিস্। কিন্তু এই নিষ্ঠার প্রতিদানে সে কি দিয়েছে?

সবিতা। প্রতিদান আমি চাই না কিছু।

বিজয়। (অবাক্ হইয়া) কিছুই চাস্‌নে?

সবিতা। না।

বিজয়। তার মানে সে অপমান করতেই থাকবে, আর তুই শুধু সইতেই থাকবি!

সবিতা। হাঁ। যতদিন সইবার শক্তি থাকবে ততদিন শুধু স'য়েই যাব। যেদিন শক্তি ফুরিয়ে যাবে সেদিন যিনি এই জীবনটাকে দিয়েছিলেন আমার এই ব্যর্থ জীবন তাঁরই হাতে আবার ফিরিয়ে দেব।

বিজয়। আশ্চর্য্য!

সবিতা। আশ্চর্য্য নয় দাদা। আমি জানি, দিয়ে যাওয়াই ভালবাসার ধর্ম্ম !

বিজয়। ভালবাসা ! ওর মত একটা নিষ্ঠুর জানোয়ারকে তুই ভাল-বাসতে পারিস্ ?

সবিতা। (উত্তেজিত ভাবে) হাঁ।

বিজয়। তুই জানিস্ সে একটা দুশ্চরিত্র মাতাল……

সবিতা। (চীৎকার করিয়া) না, না, না, না, আমি জানি না, জানতে আমি চাইনা।

বিজয়। (চটিয়া) তুই জানিস্ এটা ভুল।

সবিতা। (উত্তেজিত ভাবে) তুমি চ'লে যাও। আমার এই ভুল ভাঙ্তে তুমি এস না। আমার ভুল নিয়েই তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও।

বেগে সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। বৌমা ! (সুশীলা সবিতাকে ধরিল। সবিতা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুশীলা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। বিজয়কে বলিল—) তোমার বাবা মাকে ব'লো তাদের একটি নাতি হবে।

সবিতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বিজয় চমকাইল

বিজয়। (কাছে আসিয়া সাশ্রু নেত্রে) সবিতা, আমাকে মাপ কর বোন্, আমি জানতাম না। (সবিতা বিজয়ের কণ্ঠ সংলগ্ন হইল।) আমাকে ক্ষমা কর।

সুশীলা। বাবা, বৌমার বিশ্রাম করা উচিত। (সবিতাকে ধরিল।) তুমিও ভিতরে চল বাবা, ওর কাছে ব'সে গল্প করবে। এস।

বিজয়। না, আমাকে যেতে হবে। বাবা মাকে এক্ষুণি খবরটা দিতে হবে।

সুশীলা। আচ্ছা বাবা এস। একটু কিছু খেয়ে তো গেলে না বাবা।

বিজয়। না, আজকে আর নয়। আমি চল্লাম।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পশ্চিম পাড়ার বাগান বাড়ির কক্ষ।

আসবাব পত্র পূর্ব্ববৎ। টেবিলে কয়েকটি মদের বোতল ও গেলাস।
সময়—সেইদিন রাত দুপুর। বাহিরে জ্যোৎস্না।

সমরেন্দ্র ছটফট্ করিতেছে এবং এক একবার মদ খাইতেছে।
বাহিরে একটা কিছু পড়িয়া যাইবার শব্দ হইল।
সমরেন্দ্র চমকাইল।

সমরেন্দ্র। কে? কে? (আবার মদ লইয়া) বেয়ারা! বেয়ারা!

বেয়ারার প্রবেশ।

বেয়ারা। হুজুর?

সমরেন্দ্র। কে এসেছে?

বেয়ারা। কেউতো আসেনি হুজুর।

সমরেন্দ্র। নিশ্চয় এসেছে। আমি নিজের কাণে আওয়াজ শুনেছি। মেরে হাড় গুঁড়িয়ে ফেলব পাজি কোথাকার।

বেয়ারা। হুজুর, সত্যি কেউ আসেনি। আমার হাত থেকে একটা গেলাস প'ড়ে গিয়েছিল।

সমরেন্দ্র। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া পুনরায় মদ খাইল।) গেলাস কি অমনি এসেছে? ফের গেলাস ফেলবি তো তোকে চাবকে লাল ক'রে দেব।

বেয়ারা। আর কখনও পড়বে না হুজুর।

সমরেন্দ্র। আচ্ছা যা। অচলবাবু এলেই এখানে নিয়ে আসবি।

বেয়ারা। আচ্ছা হুজুর।

প্রস্থান।

সমরেন্দ্র পুনরায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দরজায় করাঘাত হইতেই সে চমকাইয়া উঠিল।

সমরেন্দ্র। কে? কে?

অচলের প্রবেশ। তাহার হাতে একটা মোটা লাঠি এবং একটি মুখোস।

ওঃ তুমি।

অচল। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া) তুমি দেখ্‌চি অসম্ভব চঞ্চল হ'য়ে পড়েছ।

সমরেন্দ্র। না, না, না, কোথায়? তুমি আসছনা দেখে আমি ভাব-ছিলাম। কোনও কাজ ছিলনা তাই একটু ইয়ে—

মদের গেলাস তুলিতে যাইয়া তাহার হাত অসম্ভব কাঁপিতে লাগিল। অচল তাহার হাত ধরিয়া থামাইল এবং অনেকটা মদ ঢালিয়া দিল।

অচল। এক চুমুকে খেয়ে নাও।

সমরেন্দ্র এক চুমুকে খাইল। অচল তাহাকে আরও এক গ্লাস দিয়া নিজেও কিছুটা মদ খাইল।

সমরেন্দ্র। তো—তোমরা তাহ'লে সত্যি সত্যি যাচ্ছ?

অচল। বাঃ রে বাঃ। সব লোকজন প্রস্তুত। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি এখানে এসে পড়চেন। তুমি কি না এখনও সন্দেহ করছ!

সমরেন্দ্র। (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) কোনও কিছু গোলমাল হবে না তো?

অচল। আরে ছি, ছি। তুমি হচ্চ জমিদার, কটা পরগণার মালিক, তোমার মুখে এ কিরকম ধারা কথা বলতো? তুমি কি এইসব ছোটলোকদের ভয় ক'রে চলবে? আরে ভয়ই যদি করবে তাহ'লে জমিদার হ'য়ে লাভ কি?

সমরেন্দ্র। তুমি ঠিক বলেছ অচল। এইসব ছোটলোকদেরই যদি ভয় করব তাহ'লে জমিদার হ'য়ে লাভ কি? কেউ কিছু বলবে তো গ্রাম কে গ্রাম আমি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেব। আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি—যদি কেউ তোমাদের বাধা দেয় তো গুলি চালাবে! ওদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেবে।

অচল। সাবাস্ ভাই। এই তো চাই। তোমার হুকুম পেলেই আমার লোকজন সব বেরিয়ে পড়বে। তুমি ব'সো। আমি সব ঠিক করছি। এবার তোমার ভাগ্য আর আমার হাত যশ।

প্রস্থান।

সমরেন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দরজা খুলিয়া অচলকে ডাকিল যেন তাহাকে নিষেধ করিতে চায়, কিন্তু অচল চলিয়া গিয়াছে। সমরেন্দ্র অতিশয় উত্তেজিত হইয়া মদ খাইতে লাগিল এবং ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সমরেন্দ্র। নাঃ নাঃ আমি অন্যায় করিনি। প্রমাণ রয়েছে যে মেয়েটা

খারাপ। খারাপ না হ'লেই বা কি? আমি হচ্চি জমিদার! কেউ কিছু বলবে তো তার টুঁটি টিপে ধরব। (দরজায় করাঘাত। চমকাইয়া) কে? (অঞ্জনের প্রবেশ।) তুমি? এত রাত্রে এখানে?

অঞ্জন। (বেসামাল অবস্থায়) ঘরে একটা ফোঁটাও নেই দাদা। তাই ভাবলুম আমার তো একটি দাদা রয়েছেন।

সমরেন্দ্র। কিন্তু এখন আমার কাজ রয়েছে ঢের। তুমি এখন যাও।

অঞ্জন। এই রাত দুপুরে কাজ? হো—হো—হো—হো। তুমি যে অবাক্ করলে দাদা।

সমরেন্দ্র। (চটিয়া) কেন, এতে অবাক্ হবার কি আছে? আমি হচ্চি জমিদার। কেউ কিছু বলবে তো তাকে চাব্‌কে লাল ক'রে দেব। (মদ খাইয়া) তারা বলবেই বা কেন? মেয়েটা যে খারাপ হ'য়ে গিয়েছে তা গ্রামশুদ্ধ লোক সকলে জানে। রামা শ্যামা সবাই তার সঙ্গে ইয়ার্কি ক'রে বেড়াচ্চে আর আমি করলেই দোষ? তাকে আমি কাণ ধরে নিয়ে আসব এখানে।

অঞ্জন। তুমি কি বলছ দাদা? আমার পেটও খালি, তাই মাথাও খালি। কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। (সমরেন্দ্র তাহাকে এক গ্লাস মদ দিল। অঞ্জন এক ঢোক খাইল।) আমি তাই তো বলি—দাদা আমার দানসত্র খুলে বসে আছেন আর আমি তার ছোট ভাই উপোস ক'রে মরব? হো—হো—হো—হো। হ্যাঁ, এবার বল তো কি হয়েছে? তুমি কাকে কাণ ধরে নিয়ে আসবে বলছিলে?

সমরেন্দ্র। (ইতস্ততঃ করিয়া) তোমার সেই বদমায়েস মেয়েটাকে।

অঞ্জন। হো—হো—হো—হো। সেই গুড়ে বালি দাদা। আমার

যা চরিত্তির। বৌ পালাবার ভয়ে আমি বিয়েই করি নি। হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ।

সমরেন্দ্র। বোকার মত হি—হি ক'রে হেসো না। আমি কি তোমার নিজের মেয়ের কথা বলেছি? আমি বলেছি সেই হরেন গয়লার বৌটার কথা, যেটার সঙ্গে তোমার খুব আসনাই।

অঞ্জন। (অবাক্ হইয়া) আমার সঙ্গে আসনাই! (গা ঝাড়িয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া) তুমি করেছ কি? তুমি কি তাকেই ধ'রে আনতে পাঠিয়েছ?

সমরেন্দ্র। হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি?

অঞ্জন। (ভীত হইয়া) সে যে একটা কেউটে সাপ। এমন ছোবল মারবে রে দাদা। তুমি করেছ কি? হরেনও বড় সোজা পাত্র নয়। খুন খারাবি হ'য়ে যাবে যে!

সমরেন্দ্র। (ভয় পাইয়া তাহার কথা আড়ষ্ট হইয়াছে) কি-কিন্তু আমি শুনেছি মেয়েটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে।

অঞ্জন। ভুল শুনেছ তুমি।

সমরেন্দ্র। তু-তুমি ভুল শুনেছ। খারাপ না জানলে তাকে আমি কক্ষণও ধ'রে আনতে লোক পাঠাতাম না।

অঞ্জন। দুগালে থাপ্পর খেয়ে এলাম দাদা, আর তুমি বলছ আমি ভুল শুনেছি?

সমরেন্দ্র অতিশয় ভীত হইল। এমন সময় বাহিরে কোলাহল। সঙ্গে সঙ্গে অচল এবং কতিপয় গুণ্ডা বিনোদিনীকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিল। সমরেন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিনোদিনী। আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও।

সে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল।

অচল। যাঃ!

বিনোদিনীকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল।

বিনোদিনী। উঃ। উঃ!

সে ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অচল। ফের চীৎকার করবি তো লাঠি দিয়ে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব।

লাঠি উঠাইল।

বিনোদিনী। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি। তুমি তাই কর। তুমি আমার মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেল। আমার যে ম'রে যাওয়াই ভাল। উঃ-হু-হু-হু। (সমরেন্দ্রের প্রতি) বাবু, তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'রোনা বাবু। আমাকে আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দাও। তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবু। তোমারও তো ঘরে বৌ রয়েছে, তার কথা ভেবে তুমি আমার স্বামীর কাছে আমাকে পাঠিয়ে দাও। তোমার বৌএর কথা ভাব বাবু। তোমার পায়ে পড়ি বাবু।

সমরেন্দ্র। (সহসা ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাহুদ্বারা মুখ ঢাকিয়া চীৎ করিয়া) উঃ। নিয়ে যাও একে এখান থেকে। একে নিয়ে যাও। নিয়ে যাও। (সকলে অবাক্। অচলের ইঙ্গিতে গুণ্ডারা বাহিরে গেল। সমরেন্দ্র মুখ তুলিয়া বিনোদিনীকে দেখিল। কাতর ভাবে) তুমি চলে যাও। চলে যাও।

বিনোদিনী ছুটিয়া পলাইতে যাইতেই অচল তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

অচল। না, তা হ'তে পারে না। একে অন্ততঃ কয়েকটা দিন এখানে থাকতেই হবে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এ নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছে। এখন একে ছেড়ে দিলে আমাদের জেল হ'য়ে যাবে। তুমি হুকুম করেছ আনতে, আমি এনে দিয়েছি। একে এখন রাখতেই হবে।

অঞ্জন। (ঈষৎ টলিতে টলিতে) যার বাড়ি সে রাখতে চায় না, তোর এত গরজ কেন রে অচ্‌লা ?

অচল। এটা মাৎলামো করার সময় নয় অঞ্জন। তোমার মত একটা দেউলে মাতালের কথা শুনে একে ছেড়ে দিয়ে আমি জেলে যাব তুমি ভেবেছ ?

বিনোদিনী। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের নাম আমি কাউকে বলব না। মা কালীর দিব্যি ক'রে বলছি, আমি কারুর নামই বলব না। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

অচল। চুপ ক'রে থাক্ হারামজাদি।

অঞ্জন। (কাছে আসিয়া শাসাইয়া) ওকে ছেড়ে দে বলছি।

অচল। (লাঠি উঠাইয়া) সাবধান অঞ্জন। আর এক পা এগুলে তুমি খুন হ'য়ে যাবে।

অঞ্জন। তবে রে শালা। (অচলের যেই হাতে লাঠি সেই হাত খপ্‌ করিয়া ধরিয়া তাহাতে কামড়াইয়া ধরিল। অচলের হাত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল। অঞ্জন কামড়াইয়াই রহিল। অগত্যা অচল বিনোদিনীকে ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হইল। বিনোদিনী ছুটিয়া জানালা দিয়া পলায়ন করিল। অচল এবং অঞ্জন ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। শব্দ শুনিয়া কয়েক জন গুণ্ডার প্রবেশ। কেরামৎ অঞ্জনের মাথায় লাঠি দিয়া আঘাত করাতে সে

অচলকে ছাড়িয়া দিল। অঞ্জনের কপাল বাহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অচলের হাতও রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।)

অঞ্জন। (চারিদিকে চাহিয়া বিনোদিনীকে না দেখিয়া) যাঃ, পালিয়েছে। একটা ভাল কাজ করেছি তা হ'লে।

কেরামৎ। ক্যাহুয়া বাবুজি ?

অচল। মেয়েটা পালিয়েছে।

কেরামৎ। পালিয়েছে ?

অচল। হ্যাঁ পালিয়েছে। এই শূয়ারটার জন্যে আমাদের হয়তো জেলে যেতে হবে।

গুণ্ডারা তীব্রভাবে অঞ্জনের দিকে তাকাইতে লাগিল। কেহ কেহ কোমর হইতে ছুরি বাহির করিল।

অঞ্জন। দাঁড়িয়ে রইলি কেন তোরা ? আয় না এগিয়ে।

অচল। এখনও সাবধান হও বলছি, নইলে—

অঞ্জন। নইলে আবার কি ? ভয় দেখাচ্ছিস্ ? ছুরি মারবি ভয় দেখাচ্ছিস্ ? মারনা ছুরি। একটা ভাল কাজ আমি করেছি। ছুরি খেয়ে দুপায়ে হেঁটে হেঁটে আমি স্বর্গে চলে যাব। আয় ! (বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।)

কেরামৎ। ছোড় দিজিয়ে বাবুজী। ওতো মাতোয়ালা আছে। মাইয়া মানুষটাকে ধরতে তো হবে।

অচল। (নিজের রক্তাক্ত হাতের দিকে চাহিয়া অঞ্জনের প্রতি একবার ক্রুদ্ধ ভাবে তাকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।) তোরা কয়েক জন মেয়েটার বাড়ির চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকবি যেন সে বাড়িতে ঢুকতে না পারে।

কেরামৎ। চলিয়ে বাবু।

অচল এবং গুণ্ডাদের প্রস্থান।

অঞ্জন। একটা ভাল কাজ আমি করেছি। আমি হেঁটে হেঁটে স্বর্গে চ'লে যাব। (টেবিল হইতে একটি বোতল লইয়া বগলদাবা করিয়া এবং বোতলকে লক্ষ্য করিয়া) চল বন্ধু, তুমিও আমার সঙ্গে চল।

টলিতে টলিতে প্রস্থান।

(সমরেন্দ্র দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গ্রামের পথ।

সময়—পরদিন প্রাতঃকালে।

নকড়ি চক্রবর্ত্তী, নবচন্দ্র, জনৈক যুবক, মোক্ষদা নাম্নী জনৈকা মুখরা বিধবা এবং হরেনের মা বিলাসীর প্রবেশ।

মোক্ষদা। অত কাণাকাণি কথা আমার ভাল লাগেনা। ভয় কিসের লো? আমরা কি চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি যে মুখ বুজে থাকব?

যুবক। ঠানদি, মুখ বুজে থাকাই ভাল। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ঠেকে তাই একবার দেখ।

মোক্ষদা। কেন ভয়টা কিসের? বলি ভয়টা কিসের? এটা কি মগের মুলুক যে জল দিয়ে গিলে ফেলবে? জমিদারের ছেলেটা যে বাগান বাড়িতে কেষ্ট ঠাকুর সেজে ব'সে আছেন তা না জানে কে?

যুবক। (হাসিয়া) ও ঠান্দি, তোমাকেও রাধিকা সাজতে নেমন্তন্ন করেছিল না কি? (সকলের হাস্য।)

মোক্ষদা। আঃ মর, ছোঁড়াটার কথা শুনলে?

নকড়ি। ওর কথা ছেড়ে দাও রাঙা বৌ। তোমাকে যে কেউ বাগান বাড়িতে নেমন্তন্ন করবে না তা আমরা জানি।

সকলের হাস্য।

মোক্ষদা। মরগে যা, তোদের ঝগড়া তোরাই নিষ্পত্তি কর। আমি আর ওতে নেই।

নকড়ি। আরে সে কি হয়? সে কি হয়? তুমি হচ্চ গিয়ে আমাদের মুরুব্বি। তোমার মতন কথা তো আমরা বলতে পারব না। কি বল হে নবচন্দ্র।

নবচন্দ্র। তা আর বলতে।

নকড়ি। (মোক্ষদার প্রতি) ধর গিয়ে বাগান বাড়ির কথাটা। তুমি যদি না বলতে তাহ'লে কে জানতো যে আমাদের ছোট বাবু সেখানে রাসলীলা করছেন? তুমিই বলনা হরেনের মা। তুমিই কি জানতে যে তোমার ছেলের বৌটাকে কাল রাত্তিরে ছোট বাবুই ধ'রে নিয়ে গিয়েছে?

বিলাসী। ওমা, তুমি কেমন মিন্‌ষে গো? আমি কি বলেছি যে ছোট বাবু ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। তুমি বাপু ও সব কথায় আমাকে জড়িও না। আমি ভিটে ছাড়া হ'তে পারব না। গিয়েছে আপদ গিয়েছে। রংটা একটু ফর্সা ছিল ব'লে মাগীর দেমাক্‌ কত! আমার অমন খাসা ছেলে তাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল! আমি গয়লার মেয়ে। আমার দুধে জল মেশানো অত সহজ নয়। আমি আগেই জানতাম হারামজাদির চরিত্তির ভাল নয়। এবার তোমরা দেখলে তো?

মোক্ষদা। তাহ'লে আমি বলি শোন্‌। চরিত্তির খারাপ না হ'লে কেউ কাউকে ধরে নিয়ে যায় না। গাঁয়ে তো এত মেয়ে মানুষ রয়েছে। বেছে বেছে ওকেই বা ধ'রে নিয়ে যায় কেন? কই, আমাকে তো কেউ আজ পর্য্যন্ত ধ'রে নিয়ে গেল না।

যুবক। হো-হো-হো-হো। ঠান্‌দি, সাবধানে থেকো। তোমাকে একবার দেখলে ওরা ছাড়বে না কিন্তু।

সকলের হাস্য।

মোক্ষদা। মুখপোড়ার কথার ছিরি দেখেছ ? তোকে আর কি বলবরে ছোঁড়া ? জিজ্ঞেস্ কর গিয়ে তোর বাপ-খুড়োকে। যাকে তুই ঠান্‌দি বলছিস্ তাকেও একদিন সব্বাই ফিরে ফিরে চেয়ে দেখতো। কথা কওনা কেন নকড়ি ঠাকুর ? তুমিও তো কম দেখা দেখনি।

সকলে বিব্রত। যুবক মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

নকড়ি। আরে রামচন্দ্র, তুমি যে আমার মায়ের বয়সী।

মোক্ষদা। (ব্যঙ্গ করিয়া) মায়ের বয়সী! রাত দুপুরে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরতে তবে কার জন্য ?

নকড়ি। (স্বগতঃ) মাগী বলে কি ? হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌বে না কি ? (ব্যস্ত হইয়া) জয় শ্রীহরি। এ-এ-এ তোমরা নিজেরাই মীমাংসা কর। আমার আবার গঙ্গাস্নান রয়েছে। জয় শ্রীহরি ! মা গঙ্গা পতিত পাবনি মা গো।

যাইতে উদ্যত।

নবচন্দ্র। আরে থামোনা নকড়ি। একটা বিহিত তো করে যাও। বৌটাতো আর শুধু হাতে যায়নি, জাতটিও যে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তো করতে হবে। দুদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন টোজন আছে তো, কি বল মোক্ষদা মাসী।

বিলাসী। ওমা, আমাকে আবার পয়সা খরচা করতে হবে নাকি ? বৌটা যে আমাকে ধনে প্রাণে মেরে গেল। হায় ! হায় ! হায় ! হায় ! হায় !

নবচন্দ্র। হাউ মাউ করে চ্যাঁচাচ্ছিস্ কেন? তুই কি আর গাঁটের পয়সা খরচ করবি? তুমিই বলনা হে নকড়ি চক্কোত্তি। এমন খাসা বৌটাকে নিয়ে গেল, আহা—হা—হা—হা। একটু চেপে ধরলেই দু'শ কি পাঁচশ, কি বল?

নকড়ি। (এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) ঠিক বলেছ নবচন্দ্র, কিন্তু চাপটা দেবে কে?

যুবক। কেন, চক্রবর্ত্তী মশাই, এইসব ব্যাপারে আপনারই তো উৎসাহ বেশী। জল বন্ধ করা, ধোপানাপিত বন্ধ করা, চাঁদা আদায় করা এইসব কাজ কি আপনি না হলে চলে?

নকড়ি। কিন্তু এ যে জমিদার।

যুবক। হো—হো—হো—হো। তাই ওঁর ভয়ে সমাজ রক্ষা করা এবার আর হ'লো না।

মোক্ষদা। ভয়ই যদি করবে ঠাকুর, তাহ'লে কাছা দিয়ে কাপড় পরেছ কেন?

নকড়ি। ভ—ভয় কেন করব? কিন্তু প্রমাণ তো করতে হবে। তোরা সব সাক্ষী দিবি যে জমিদারের ছেলে ওকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে? (নবচন্দ্রের প্রতি) তুমি সাক্ষী দেবে?

নবচন্দ্র। (ভয়ে ভয়ে) আমি? আ—আমি তো বাড়িতেই ছিলাম না কাল রাত্তিরে। আমি ব্রাহ্মণ হ'য়ে মিছে কথা বলব কেমন ক'রে?

মোক্ষদা। বামুনই যদি হবে, তবে রেতের বেলা মরতে গিয়েছিলে কার বাড়িতে?

নবচন্দ্র। বেটী বলে কি? আমি কি কোনও অস্থানে গিয়েছিলাম বলেছি? যত সব ইয়ে আর কি।

যুবক। নকড়ি খুড়ো, বেশী সাক্ষীর দরকার হবে না। আমাদের ঠান্‌দি একলাই আসর জমাতে পারবে।

মোক্ষদা। আমি! সে কি কথা গো? বলি, গাঁয়ে কি আর মরদ নেই যে আমাকে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে? মরণ আর কি! বৌটাকে যে ছোটবাবু ধ'রে নিয়ে গিয়েছে সেটা না জানে কে?

নকড়ি। (রাস্তার দিকে তাকাইয়া) এই চুপ কর, চুপ কর। বিদ্যারত্ন গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছেন।

মোক্ষদা। ফিরলই বা গঙ্গাস্নান ক'রে। ভয় করি নাকি?

নবচন্দ্র। চুপ করনা মাসী। তোমার তো আর ছেলেপুলের বালাই নেই। কিন্তু আমাদের কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে এই খানেই বাস করতে হবে।

বিদ্যারত্নের প্রবেশ।

বিদ্যারত্ন।

কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে ষ্টেজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে লাগিল।

রোগং শোকং তাপং পাপং, হরমে ভগবতি কুমতি কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে॥

ষ্টেজের অপর প্রান্তে গিয়া সকলকে প্রথম লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কি হে চক্কোত্তি, এখানে কিছু মরেছে টরেছে না কি?

নকড়ি। (বুঝিতে না পারিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া) কে আবার মরবে?

বিদ্যারত্ন। তোমরা যে ভাবে জড় হয়েছ, কোনও মরাটরা না থাকলে তো এরকমটা হয়না। (সকলে ক্ষুব্ধ হইয়া গরগর করিতে

লাগিল কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিল না।)
কি গো মোক্ষদা দাসী, এই সকাল বেলা কার মুখে আগুন দেবে
ভাবছ ? হেঁ—হেঁ—হেঁ।

যাইতে উদ্যত।

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরুময়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে।

মোক্ষদা। অং বং ক'রে মন্ত্র পড়লেই জাতধর্ম্ম থাকবে না। এদিকে
যে রাজপুত্তুর জাত খুয়ে বসেছে।

বিদ্যারত্ন। (ফিরিয়া কাছে আসিয়া) কি বললি তুই ? কে জাত
খুইয়েছে ?

মোক্ষদা। কেন, তোমার যজমান গো। ছোটবাবু যে পশ্চিম
পাড়াতে বৃন্দাবন লীলা করছেন।

বিদ্যারত্ন। (চটিয়া) মোক্ষদা, মুখ সামলে কথা বলবি।

মোক্ষদা। কেন, আমি কি মিছে কথা বলেছি ? কত বাবুর্চ্চি,
খানসামা এসে পোলাও কালিয়া রাঁধছে তা না দেখেছে কে ?

বিদ্যারত্ন। মোক্ষদা !

মোক্ষদা। হরেন গয়লার বৌটাকেও রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে
না যে।

বিদ্যারত্ন চমকাইল।

বিদ্যারত্ন। (বিলাসীকে সভয়ে) বিলাসী ! তোর বৌ ?

বিলাসী। আমার কপাল পুড়েছে গো ঠাকুর মশাই, বৌটাকে
কালরাত্তিরে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে।

বিদ্যারত্ন। (সভয়ে) কে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে ?

বিলাসী। (সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া) আমি জানি না।

বিদ্যারত্ন। (কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) তবু ভাল।

মোক্ষদা। যত ভাল তুমি ভাবছ তত ভাল নয় ঠাকুর। সবাই জানে যে বৌটাকে ছোটবাবু ঐ বাগান বাড়িতে বেঁধে রেখেছে।

বিদ্যারত্ন। (চীৎকার করিয়া) মোক্ষদা! ফের মিছে কথা বলবি তো তোকে গ্রাম থেকে বের করে দেব।

মোক্ষদা। (ভীত হইয়া) ওমা, আমাকে কেন বের ক'রে দেবে? যারা স্বচক্ষে দেখে এসে বল্‌ল তাদের কিছু দোষ হ'ল না, দোষ হ'ল আমার?

বিদ্যারত্ন। কে দেখেছে স্বচক্ষে?

মোক্ষদা। বিলাসীই তো নিজের চোখে দেখে দুকোশ পথ ছুটে এসেছে বলতে।

বিলাসী। (কাঁদিয়া) ও মা, কি সর্ব্বনেশে লোক তুই। আমি কি তাই বলেছি? ও নকড়ি ঠাকুর, তোমরাই তো সাক্ষী রয়েছ। আমি তো বলেছি—ওকে গুণ্ডায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। দোহাই ঠাকুর, আমাকে তুমি ভিটেছাড়া ক'রোনা।

বিদ্যারত্ন। (সকলের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাইয়া) নকড়ি, তোমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি জিহ্বা সংযত ক'রো।

প্রস্থান।

নবচন্দ্র। কেমন মনে হ'ল চক্কোত্তি ভায়া?

নকড়ি। ছ্যাঁঃ, ভয়েই কেউ কথা বল্‌লেনা তোমরা। আমি ওর মধ্যে নেই। ভারি দায় পড়েছে আমার।

নবচন্দ্র। কিন্তু দুশ' পাঁচশ' যে আদায় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তোমরা আমার বাড়িতে এস। একটা পরামর্শ করা যাক্। চল।

সকলে। চল।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিদ্যারত্নের বাড়ি। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। বারান্দার একস্থানে একটি জলপূর্ণ পিতলের ঘটি। নিকটেই একটি ঝাঁটা।

সময়—কয়েক মিনিট পর।

অনুরাধা বারান্দায় বিদ্যারত্নের জন্য আহ্নিকের জায়গা করিতেছে।

নিমু টুকটাক কাজ করিতেছে। বিদ্যারত্ন বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে।

অনুরাধা। (বিদ্যারত্নের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া) কি হয়েছে বাবা ?

বিদ্যারত্ন। একটা দুঃসংবাদ শুনে এলাম মা। মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

বাড়ির ভিতর হইতে নারায়ণী এবং অমলের প্রবেশ।

নারায়ণী। কি দুঃসংবাদ ?

বিদ্যারত্ন। পশ্চিম পাড়ার হরেন গয়লার বৌটাকে কয়েকটা গুণ্ডা কাল রাত্রিতে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

নিমু। আহা-হা-হা, মাঠাকরুণ, এই তো সেদিন বিয়ে হ'ল।

নারায়ণী। কারা ধরে নিয়ে গিয়েছে ?

অমল। ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্চ কেন মা ? ছোট লোকদের মধ্যে ও রকম হামেশাই হ'য়ে থাকে।

নিমু। (উত্তেজিত ভাবে) তোরা সবাই দেশ ছেড়ে চ'লে গিয়েছিস্ ব'লেই এই সব হয়।

অনুরাধা। (অবাক্ হইয়া) হামেশাই হ'য়ে থাকে ! তুমি বলছ

ছোট লোকদের মেয়ে ছেলেদের একরকমভাবে হামেশাই গুণ্ডারা ধ'রে নিয়ে যায় ?

নিমু। ধ'রে তো নেয়ই বৌদিদি। আমরা যে প্রাণে বেঁচে আছি এই ঢের।

অনুরাধা। অমন প্রাণ থাকা উচিত নয়।

অমল। তুমি বুঝতে পারছ না অনুরাধা। এর ভেতরে অনেক কথা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুশ্চরিত্রা স্ত্রী-লোকেরই এ রকম হয়।

অনুরাধা। (উত্তেজিত ভাবে) কিন্তু এখানে প্রমাণ হয়েছে কি এই স্ত্রীলোকটি দুশ্চরিত্রা ছিল ?

অমল। আমি তা কেমন ক'রে জানব ?

অনুরাধা। যদি না জান তাহ'লে তোমাকে জানতে হবে। যদি প্রমাণ হয় যে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধ'রে নেওয়া হয়েছে তাহ'লে তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে তাদের যারা এই কাজ করেছে এবং তাদের শাস্তি দিতে হবে।

অমল। তার জন্য পুলিশ রয়েছে। এটা কি আমার কাজ ?

অনুরাধা। এটা তোমার আমার সকলের কাজ। যারই দেহের মধ্যে এক বিন্দু রক্ত রয়েছে তার কাজ। মা বোন যার ঘরে রয়েছে তার কাজ, স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের পবিত্রতাকে যে স্বীকার করে তার কাজ।

অমল। তাহ'লে পুলিশ রয়েছে কি করতে ?

অনুরাধা। তোমার সঙ্গে সেই তর্ক আমি করতে চাই না। পুলিশ কি করছে না করছে সে খোঁজে আমার দরকার নেই। আমি জানতে চাই তুমি কি করবে, আমি কি করব, গ্রামের অন্য

দশজন লোক কি করবে। পুলিশ এলে তাকে সাহায্য করতে হবে, যদি না আসে তাহলে নিজের হাতে এই দুশ্চরিত্রদের শাস্তিব ব্যবস্থা করতে হবে। যেই বর্ব্বর একটা দুর্ব্বল স্ত্রীলোককে গুণ্ডা দিয়ে ধ'রে নিয়ে যায় তাকে একটা বুনো জানোয়ারের মত শিকার করে মারতে হবে। তুমি এখানকার হাকিম হ'য়ে এসেছ। যদি একটা দুর্ব্বল স্ত্রীলোককে গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করবার মত ক্ষমতাও তোমার না থাকে তা হ'লে অমন চাকরি ক'রোনা। তুমি চাকরি ছেড়ে দাও।

অমল। তুমি ঠিক বলেছ অনুরাধা। আমি আজই সহরে গিয়ে কাজ হাতে নেব। এর তদন্ত আমি নিজের হাতে নেব। নিমুদা, হাটে গিয়ে আমার জন্য একটা গাড়ী ঠিক কর।

বিদ্যারত্ন। (ত্রস্ত হইয়া) না না অমল, তুমি কেন? এতদিন পর দুদিনের ছুটি পেয়েছ, তুমি বিশ্রাম কর।

অমল। না বাবা, ছুটি এখন থাক্। আমি আজই যাব। আজ থেকেই আমি কাজ সুরু করব। যারা এই কাজ করেছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে তারপর আমি আবার ছুটি নেব।

বিদ্যারত্ন। না না অমল, তুমি ব্যস্ত হ'য়োনা। আমিই রাঘবকে ব'লে শাস্তির ব্যবস্থা করব।

নিমু। জমিদার বাবুকে ব'লে ফল কিছু হবে? তুমি ঠাকুর দুই চোখ কানা। কিছুই তুমি দেখতে পাওনা।

বিদ্যারত্ন। নিমু তুই চুপ ক'রে থাক্।

নারায়ণী। গাঁয়ের লোক কিছু বল্ল? কে এ কাজ করেছে তার কিছু শোনা গেল?

বিদ্যারত্ন। না, না, না, না। আ—আমি কিছুই শুনিনি।

অমল। আপনাকে কে বল্‌ল ?

বিদ্যারত্ন। কে—কেউ নয়। কেউ নয়। একটা বাজে লোক, সে একটা বাজে লোক।

অমল। তার নামটা আপনার মনে নেই ? তাকে জিজ্ঞেস করলে হয় তো অনেক খবর পাওয়া যেত।

বিদ্যারত্ন। তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি আজই সব ব্যবস্থা করব।

ছুটিয়া আলুথালু বেশে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদিনী। আমাকে বাঁচাও ঠাকুর, আমি তোমার মেয়ে, আমাকে বাঁচাও।

বিনোদিনী মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিদ্যারত্ন। (উঠিয়া আসিয়া) কে তুই ?

অমল। (নারায়ণীকে) এই কি হরেনের স্ত্রী ?

নিমু। এ তো হরেনের বৌই বটে।

বাহিরে কোলাহল। হরেনের মা, হরেন, নকড়ি, মোক্ষদা এবং অন্যান্য গ্রাম্য লোকের প্রবেশ। তাহারা সকলেই রাগান্বিত।

অমল। তোমরা কি চাও এখানে ?

মোক্ষদা। আমরা কিছুই চাই না বাছা। কিন্তু এই বেজাত মেয়েটা এখানে কি চায় তাই শুনতে এসেছি।

অমল। বেজাত ?

মোক্ষদা। তোমাদের ওই সব খৃষ্টানী ব্যবহার আমাদের সইবে না বাছা। ওকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। জাত কি আর আছে ?

বিনোদিনী। আমি ওদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি। আমি কালীর দিব্যি ক'রে বলছি আমার জাত নষ্ট হয়নি ঠাকুর। ওরা আমাকে আবার ধরে নিতে এসেছিল। আমি সারারাত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম। আমি কালীর দিব্যি ক'রে বলছি ঠাকুর, আমার জাত নষ্ট হয় নি।

নকড়ি। বেটীর কথা শোন। পালিয়ে এসেছিলি তো বাড়িতে এলি না কেন ?

বিনোদিনী। আমি আসতে চেয়েছিলাম ঠাকুর। ওরা বাড়ির চারিদিকে পাহারা দিচ্ছিল। আমি মিছে কথা বলিনি ঠাকুর। আমার ইজ্জৎ নষ্ট হয় নি।

মোক্ষদা। আহা রে আমার সতী রে। সারারাত গুণ্ডারা ধ'রে রেখেছে, উনি আবার সতীগিরি ফলাচ্ছেন।

বিদ্যারত্ন। মোক্ষদা! তোকে ফের সাবধান ক'রে দিচ্ছি—

নকড়ি। (বাধাদিয়া) অত চোখ রাঙাচ্ছ কেন বিদ্যারত্ন ?

হরেন। (চীৎকার করিয়া) ওকে বলতে হবে ও সারারাত কোথায় ছিল। ওসব জঙ্গল টঙ্গল আমি বিশ্বাস করি না। (বিনোদিনীর প্রতি) ভাল চাস্ তো বল তুই কোথায় ছিলি।

বিনোদিনী। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমি সত্যি কথাই বলেছি।

হরেন। ফের মিছে কথা হারামজাদি!

বিনোদিনীর চুলের মুঠি ধরিয়া মারিতে উদ্যত।

অনুরাধা। (চীৎকার করিয়া) সাবধান, ছোটলোক চামার! গায়ে হাত তুললে চাব্‌কে তোর পিঠের ছাল তুলে দেব। (হরেন নিরস্ত হইল।) যখন গুণ্ডারা তোর স্ত্রীকে ধ'রে নিয়ে

গিয়েছিল তখন তোর সাহসে কুলায়নি তাদের বাধা দিতে। তুই তখন পালিয়েছিলি স্ত্রীকে ফেলে। যে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না সে স্বামী কিসের? লজ্জা করে না দশজনের কাছে মুখ দেখাতে? তোর স্ত্রী সারারাত কোথায় ছিল জানতে চাস্ তো খুঁজে বার কর কারা ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তাদের টুঁটি টিপে ধ'রে জেনে নিবি কোথায় ও ছিল। যদি না পারিস্ তো তোর হাত দুটোকে কেটে ফেলে দে। (বিনোদিনীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া) তুমি উঠে এস। তোমার কোনও ভয় নেই।

জনৈক পুরুষ। কোন্ বাড়িতে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, তাই বলুক না।

নকড়ি। সেটা বলতে অত ভয় কেন, এটা কি মগের মুলুক?

বিদ্যারত্ন ভীত।

অমল। আমারও তো মনে হয় বলাই উচিত। তাহ'লে সেই লোকটাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যেত।

অনুরাধা। (বিনোদিনীকে) তুমি জান কে এই গুণ্ডাগুলোকে লাগিয়েছিল?

বিনোদিনী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

অমল। তোমার ভয় নেই। আমি এখানকার হাকিম। তুমি নির্ভয়ে বল।

বিনোদিনী উত্তর দিতে যাইবে এমন সময় বিদ্যারত্ন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বিনোদিনীকে বাধা দিল।

বিদ্যারত্ন। না না না। তুমি কিছু ব'লো না। আমি নিষেধ করছি।

নকড়ি। বিদ্যারত্ন, এটা তোমার জুলুম। নাম শুনতে তোমার অত ভয় কেন?

বিদ্যারত্ন। নকড়ি! সাবধান হ'য়ে কথা ব'লো।

অমল। বাবা, এতে আপনার কি আপত্তি থাকতে পারে?

বিদ্যারত্ন। আপত্তি যথেষ্ট আছে। হরেনের স্ত্রী এখনও প্রকৃতিস্থ নয় সুতরাং তার কথার কোনও মূল্যই নেই।

অমল। বাবা, আপনি ভুলে যাচ্চেন যে আমি এই মহকুমার হাকিম।

বিদ্যারত্ন। হ্যাঁ অমল, আমি জানি তুমি হাকিম। তোমাকে আমি সেলাম করব সহরে গিয়ে, এখানে নয়।

বিদ্যারত্নের চোখের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া অমল মাথা নোওয়াইল। বিদ্যারত্ন নারায়ণীকে সম্বোধন করিল।

তুমি ওকে স্নানটান করিয়ে কিছু খেতে দাও, ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। (সকলকে) তোমরা এখন এখান থেকে যাও। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর ভিড় ক'রো না। হরেন, তুমি বিকালে এসে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেও।

সকলে অবাক্।

নকড়ি। (অবাক্ হইয়া) তুমি কি ওকে ঘরে নিতে বলছ?

বিলাসী। ওমা, ওকে ঘরে নিয়ে কি জাতধর্ম্ম খোওয়াব?

অমল। কেন, এই মেয়েটার অপরাধ কি?

নকড়ি। তোমার ওসব খৃষ্টানী তর্ক আমরা শুনতে চাই না অমল। যা নষ্ট হয়েছে তাকে নষ্ট ব'লেই মান্‌তে হবে। কেন নষ্ট হ'ল বা কি হ'লে হ'ত না সেই তর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই।

অনুরাধা। উঃ কি নৃশংস এই লোকগুলি। অপরাধ করেছে কি না তারও একটা বিচার করবে না!

নকড়ি। ঘরের বৌঝির সঙ্গে তর্ক করতে আমরা অভ্যস্ত নই.

বিস্তারত্ন। তুমি তোমার বৌমাকে ঘরে যেতে বল।

নারায়ণী। তুমি ওদিকে যাও মা। আমিই তো রয়েছি।

অনুরাধা একটু পশ্চাতে সরিল।

অমল। (রাগের সহিত) এবার আপনারা যেতে পারেন।

হরেন। আমি যাচ্ছি কিন্তু আমি একবার দেখে নেব। যদি জানতে পারি কে ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাহ'লে তাকে আমি খুন করে ফেলব।

বেগে প্রস্থান।

নকড়ি। আমরা জানতে চাই তোমরা ওকে নিয়ে কি করবে ?

অমল। যা খুশি তাই করব—

বিস্তারত্ন। (বাধা দিয়া) আমি ওকে জবাব দিচ্ছি অমল। নকড়ি, বিনা অপরাধে ওকে শাস্তি আমি দেব না। অপরাধ যে করেছে শাস্তি হবে তার। এখানে অপরাধ করেছে তারা যারা একটা দুর্ব্বল মেয়ের উপর বলপ্রয়োগ করেছে, আর অপরাধ করেছ তোমরা যারা দুটো হাত থাকা সত্ত্বেও একটা অন্যায়ের প্রতিকার করতে একটা আঙ্গুলও তোলনি।

নকড়ি। (চটিয়া) কিন্তু ওর যে জাত গিয়েছে তাও তুমি মানবে না ?

বিস্তারত্ন। না, মানব না। ওর জাত যায় নি নকড়ি চক্রবর্ত্তী। জাত গিয়েছে তোমাদের, জাত গিয়েছে গ্রামস্থ সকলের।

নকড়ি। অত দম্ভ ভাল নয় বিস্তারত্ন। তুমি পণ্ডিত ব'লেই কি শাস্ত্র উল্টে দেবে ?

বিস্তারত্ন। নকড়ি, তুমি আমাকে শাস্ত্র শেখাতে এস না। তোমার

মত একটা অকাট মূর্খের কাছে মহেশ্বর বিদ্যারত্ন শাস্ত্র শিখতে যাবেনা।

নকড়ি। তাহ'লে তুমি ওকে জাতিচ্যুত করবেনা?

বিদ্যারত্ন। না, আমি করব না। নকড়ি, বিনা অপরাধে ওকে শাস্তি আমি দেবনা। হরেন যদি ওকে ঘরে না নেয় তাহ'লে আমি নিজে ওকে আমার মেয়ের মত পালন করব।

নকড়ি। তুমি ওর হাতে জল খাবে?

বিদ্যারত্ন। নিশ্চয় খাব। তুমি জেনো আমি ওকে তোমাদের হাত থেকে উদ্ধার করব।

সকলে। ছি, ছি, ছি। তুমি কি পাগল হয়েছ?

মোক্ষদা। ওমা, কি ঘোর কলি। তুমি একটা বেশ্যার হাতে জল খাবে?

বিদ্যারত্ন। (চীৎকার করিয়া) মোক্ষদা!

নকড়ি। ওর হাতে জল খেলে তোমাকে আমরা একঘরে করব।

বিদ্যারত্ন। কি বললে? আমাকে একঘরে করবে তুমি নকড়ি চক্রবর্ত্তী?

সকলে। আমরা সকলেই তোমাকে এক ঘরে করব।

বিদ্যারত্ন। ব্রাহ্মণি, দেখেছ এদের স্পর্দ্ধা! এইসব অনাচারী চণ্ডাল আমাকে করবে একঘরে? (ছুটিয়া বারান্দা হইতে জলের ঘটি লইয়া বিনোদিনীকে) ধর তো মা এই জলের ঘটিটা। (বিনোদিনী ভীত।) ভয় কি মা? আমি মহেশ্বর বিদ্যারত্ন, আমি তোকে আদেশ করছি আমাকে জল দিতে। (বিনোদিনী জলের ঘটি হাতে লইল। তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল।) তোরা সবাই দেখেছিস্? যে না দেখেছিস্ সেও ভাল ক'রে

দেখে নে। তোরা ভয় দেখাচ্ছিস্ আমাকে? তবে এই ভ্যাখ্।
(বিনোদিনীর হাত হইতে ঘটি লইয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পান করিল।) আমাকে তোরা জাতিচ্যুত কর। আমাকে তোরা একঘরে কর। দেখব তোদের বুকের পাটা কত।

সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। বিনোদিনী তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অনুরাধা বারান্দা হইতে ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া আসিল।

অনুরাধা। (ঝাঁটা দিয়া নকড়িকে শাসাইয়া) এবার যাবেন কি না বলুন। (সকলে ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল। নকড়ি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।) আপনি যাবেন কি না বলুন।

নকড়ি। যাচ্ছি। (দরজার বাহিরে গিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া) কাজটা কি ভাল হ'ল?

অনুরাধা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঝাঁটা ছুঁড়িয়া মারিল। নকড়ির পলায়ন। নিমু ঝাঁটা কুড়াইয়া লইয়া কাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে প্রস্থান করিল। নারায়ণী এবং অনুরাধা বিনোদিনীকে ঘরে লইয়া গেল। অমল মাথা চুলকাইতে লাগিল।

অমল। আপনি ওকে নামটা বলতে দিলেন না কেন বাবা?

বিদ্যারত্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) পূজোর সময় চ'লে যাচ্চে অমল। এখন আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

অমল। বেশ, আমি এখুনি যাচ্চি। আজই কাজ সুরু করব। যদি ধরতে পারি তাহ'লে তাকে কঠোর শাস্তি দেব, সে যেই হোক্।

বিদ্যারত্ন চমকাইল। অমল সন্দেহের সহিত তাহার দিকে তাকাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। বিদ্যারত্ন পূজায় মন দিল। এমন সময় চুপি চুপি সমরেন্দ্রর একটি ভৃত্যের প্রবেশ।

বিদ্যারত্ন। কে রে তুই?

ভৃত্য। (এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) ঠাকুর মশাই, আপনাকে ছোটবাবু একবারটি যেতে বলেছেন।

বিদ্যারত্ন। কোথায় সে?

ভৃত্য। পশ্চিমপাড়ার বাগান বাড়িতে।

বিদ্যারত্ন। সে যে অনেক দূর।

ভৃত্য। বাবু বলেছেন—যদি হাঁটতে কষ্ট হয় তো পাল্কী ক'রে যেতে।

বিদ্যারত্ন। (সভয়ে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) ব্যাপার কি?

ভৃত্য। বলেছেন—খুব জরুরি। এক মিনিটও দেরী করিতে নিষেধ করেছেন।

বিদ্যারত্ন। ভাল আছে তো?

ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু কেমন যেন পাগলের মত হ'য়ে গিয়েছেন।

বিদ্যারত্ন উঠিয়া পড়িল।

বিদ্যারত্ন। নারায়ণ! অপরাধ নিওনা প্রভু! আমার যজমান বিপন্ন। আমাকে যেতেই হবে। (ভৃত্যকে) চল।

বাড়ির অন্দরের দিকে সভয়ে বারবার তাকাইয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া ভৃত্যসহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পশ্চিম পাড়ার বাগানে একপ্রান্ত। একটি ছোট টেবিল
এবং চেয়ার আছে।

সময়—কিছুকাল পরে।

বেসামাল অবস্থায় সমরেন্দ্রের প্রবেশ। তাহার চেহারা অনিদ্রার
জন্য অতিশয় রুক্ষ। সমরেন্দ্র পকেট হইতে একটি পিস্তল
বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল যেন আত্মহত্যা
করিবার ইচ্ছা।

সমরেন্দ্র। বেয়ারা!

বেয়ারা। হুজুর?

সমরেন্দ্র। মদ লাও।

বেয়ারা। হুজুর, ও জিনিষটা আর নাই খেলেন।

সমরেন্দ্র। লি আও বল্‌ছি। জল্‌দি লাও।

বেয়ারা। আন্‌ছি হুজুর।

হুইস্কি লইয়া পুনঃ প্রবেশ। সমরেন্দ্র মদ খাইতে লাগিল। তাহাকে
একটু অন্য মনস্ক দেখিয়া বেয়ারা চুপি চুপি মদের বোতল
উঠাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সমরেন্দ্র। এই শূয়ার!

বেয়ারা। হুজুর!

সমরেন্দ্র। চুরি করছিস্‌?

বেয়ারা। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) না হুজুর।

সমরেন্দ্র। ফের মিছে কথা। আমাকে মাতাল পেয়ে তুই চুরি
করতে শিখেছিস্‌?

বেয়ারা। হুজুর, আপনার চেহারা কি রকম হ'য়ে গিয়েছে। এই জিনিষটা আর খাবেন না হুজুর।

সমরেন্দ্র। আলবৎ খাব। আমি না খেলে বুঝি তোর সুবিধে হবে, য়্যাঁ? তুই ও বুঝি মদ ধরেছিস্?

বেয়ারা। আজ্ঞে না হুজুর।

সমরেন্দ্র। ফের মিছে কথা? তুই আলবৎ মদ ধরেছিস্। তুই ভেবেছিস্ আমি কিছু জানি না। আমি সব জানি। বুঝেছিস্? আমি সব জানি। তুই লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাচ্ছিস্। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। তুই ভেবেছিস্ তুই খুব চালাক। কিন্তু জানিস্, ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে? তোর সব লুকোচুরি ধরা পড়ে যাবে।

বেয়ারা। আমি চোর নই হুজুর।

সমরেন্দ্র। ফের মিছে কথা। তুই যে মিছে কথার পাহাড় বানিয়ে ফেল্লি। ওতে লাভ হবে না কিছু। সব ফাঁক হ'য়ে যাবে, বুঝলি? তোর মিছে কথার পাহাড় সব ফাঁক হ'য়ে যাবে। (গম্ভীর ভাবে) তখন আমি তোকে ত্যজ্যপুত্র করব।

বেয়ারা। হুজুর আপনি ঘরে এসে একটু বিশ্রাম করুন।

সমরেন্দ্র। (দাঁড়াইয়া) চুপরাও! আমি তোকে ত্যজ্যপুত্র করব, তারপর তোকে ঘাড় ধরে গ্রাম থেকে বের ক'রে দেব। তখন রাস্তার লোক তোর মুখে থুতু দেবে, কুকুরের মত তোকে তাড়া করবে। কেউ তোকে আর ভালবাসবে না। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) তোর মা তোর মুখ দেখবে না আর তোর স্ত্রী তোর কাছ থেকে ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে।

বেয়ারা। (সমরেন্দ্রের হাত ধরিয়া বসাইয়া) হুজুর, আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

সমরেন্দ্র চোখ বুজিল। অচলের প্রবেশ।

অচল। এ কি? এই সকাল বেলাতে এসব কি?

বেয়ারা। তোমরাই তো করেছ বাবু। কি বলব তোমাকে, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, নইলে আমি লাথি মেরে তোমার পিলে ফাটিয়ে দিতুম। তোমরা সবাই মিলে আমার বাবুর এই সর্ব্ব-নাশটা করেছ।

অচল। তোর সঙ্গে বুঝাপাড়া হবে পরে। এখন আমার ঢের কাজ রয়েছে। এই মদের বোতল গুলো সরিয়ে নে।

সমরেন্দ্র। কভি নেই। আউর একঠো বোতল লাও।

অচল। সমর, আমরা সবাই জেলের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। মাতলামো করার সময় এটা নয়।

সমরেন্দ্র তাচ্ছিল্য ভরে হাত ঝাড়িয়া চোখ বুঝিল।

বেয়ারা। ভগবান করেন তোমার যেন দ্বীপান্তর হয় বাবু। আমি তাহ'লে কালীঘাটে পাঁঠা দিই।

অচল। (শাসাইয়া) ভাল চাস্ তো চুপ করে থাক্।

বেয়ারা। তুমি আমাকে শাসিও না বাবু। কর্ত্তাবাবু যদি আমার বাবুকে সত্যি সত্যি ত্যজ্যপুত্ত্বর করে তাহ'লে আমি তোমাকে জবাই করে মারব।

অচল বেয়ারার প্রতি তীব্র ভ্রূকুটি করিল। রাগে গরগর করিতে করিতে বেয়ারার প্রস্থান। অপর দিক্ হইতে টলিতে টলিতে অঞ্জনের প্রবেশ।

অচল। একটা আপদ যেতে না যেতেই আর একটার প্রবেশ। (অঞ্জনকে) এই সকাল বেলা তুমি এখানে কেন?

অঞ্জন। কেন রে অচ্‌লা? আমার দাদা কি তোর বাঁধা?

অচল। ইয়ার্কি করার সময় এটা নয়। আমাদের অনেক কাজ রয়েছে।

অঞ্জন। হো-হো-হো-হো। কাজ করবি কার সঙ্গে? দাদা যে শিব হয়ে ব'সে আছেন।

অচল। (সমরেন্দ্রকে ঝাঁকিয়া) সমর! তোমাকে উঠতে হবে। সেই মেয়েটা মহেশ্বর বিদ্যারত্নের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

সমরেন্দ্র। (চমকাইয়া) কোথায় বল্লে?

অচল। মহেশ্বর বিদ্যারত্নের বাড়ি।

সমরেন্দ্র। মহেশ্বর বিদ্যারত্ন, মানে জ্যাঠামশাই?

অচল। হ্যাঁ, তোমাদের পুরোহিত মহেশ্বর বিদ্যারত্ন।

সমরেন্দ্র। (প্রথমে ভীত হইয়া পরে অট্টহাস্য করিতে লাগিল।) য়্যাঁ, জ্যাঠামশাইর বাড়িতে? হো—হো—হো—হো। ঠিক জায়গায় হাজির হয়েছে সে। হো—হো—হো—হো। অঞ্জন, এবার আমার অবস্থাও সত্যি সত্যি তোমারই মতন হ'ল!

সে কাঁদিতে লাগিল।

অচল। সমর, অত সহজেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আমি তোমার নাম ক'রে বিদ্যারত্নকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।

সমরেন্দ্র। (অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া) বিদ্যারত্নকে এখানে? এই নরককুণ্ডে ডেকেছ তাঁকে? হো—হো—হো—হো। অচল, তোমার বাহাদুরী আছে, বাহাদুরী আছে হো—হো—হো—হো।

বেয়ারার পুনঃ প্রবেশ। সে তাড়াতাড়ি সমরেন্দ্রকে ধরিয়া বসাইতে গেল।

বেয়ারা। আপনি বসুন বাবু।

সমরেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি বসব। তুই শুনেছিস্, এই হারামজাদা জ্যাঠামশাইকে ডেকে পাঠিয়েছে এখানে, (মদের গেলাস ইত্যাদি দেখাইয়া)—এখানে! হো—হো—হো—হো।

হাসিতে হাসিতে পুনঃরায় কাঁদিতে লাগিল।

অচল। তাকে ডাকবার দরকার হয়েছিল বলেই ডেকেছি। ঐ মেয়েটাকে ওর বাড়ি থেকে সরাতে হবে। বিদ্যারত্ন ওকে ঠাঁই না দিলেই মেয়েটাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। তখন ওকে ধ'রে নিয়ে আমি কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। নইলে সব্বাই মিলে জেলের ভেতর প'চে মরতে হবে।

সমরেন্দ্র। আমি তার কি করব ?

অচল। (চটিয়া) তুমি তাকে বাধ্য করবে মেয়েটাকে বের ক'রে দিতে। তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবে যে তুমি হচ্চ জমিদার এবং সে একজন সামান্য প্রজা মাত্র।

অঞ্জন। অত সহজ নয় রে অচ্‌লা। কাঁচকলা খেকো হ'লে কি হয়। ভাঙ্‌বে কিন্তু মচ্‌কাবেনা।

বিদ্যারত্ন। (নেপথ্যে) কোথায় বাবা সমর !

সকলে চমকাইল। বেয়ারা ভীত হইয়া পলাইল। বিদ্যারত্নের প্রবেশ। মদের বোতল এবং সঙ্গীদের দেখিয়া বিদ্যারত্ন থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে আস্তে আস্তে সমরেন্দ্রের কাছে আসিতে লাগিল। সমরেন্দ্র অতিশয় ভীত হইল।

বিদ্যারত্ন। সমর, তুমি আমাকে ডেকেছিলে ?

কোনও কথা বলিতে না পারিয়া সমর মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে ডাকে নাই। বিদ্যারত্ন অচল এবং অঞ্জনের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাইল।

তোমাদের আমি অভিসম্পাত করব।

অঞ্জন। আমাকে নয় ঠাকুর মশাই। আমি আপনাকে রীতিমত ভক্তি করি।

অচল। আপনার যা করবার আপনি পরে করবেন। কিন্তু আপনার বাড়িতে যেই মেয়েটা গিয়েছে আপনাকে আজই সেই মেয়েটাকে বার ক'রে দিতে হবে।

সমরেন্দ্র হাত নাড়িয়া অচলকে নিষেধ করিতে লাগিল।

বিদ্যারত্ন। (তীব্রভাবে) সমরেন্দ্র! আমাকে কি এইজন্য ডেকেছিলে?

সমরেন্দ্র। না, না, আমি ডাকিনি জ্যাঠামশাই, আমি আপনাকে ডাকিনি।

বিদ্যারত্ন। তুমি ডাকনি? তবে চাকরটাকে পাঠিয়েছিল কে?

বিদ্যারত্ন অচলের দিকে তীব্রভাবে তাকাইল। অচল ভীত হইল।

তুমি? তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে এই কথা বলতে? অচল, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে, আমি অভিসম্পাত করছি তুমি নির্ম্মূল হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, তোমার অপঘাত মৃত্যু হবে।

এমন সময়ে নেপথ্যে 'ধর ধর' বলিয়া কোলাহল।

বিদ্যারত্ন। ওকি? ওকি?

সকলে উদ্‌গ্রীব। ছুরি হাতে লইয়া ছুটিয়া হরেনের প্রবেশ।

বিদ্যারত্ন। হরেন! হরেন!

হরেন। আপনি আমার পথ ছাড়ুন। (সমরেন্দ্রের দিকে যাইয়া) আমি ওকে খুন করব।

সমরেন্দ্র। (হাতে রিভলবার লইয়াছে। কিন্তু তাহার দেহ এবং হাত এমন ভাবে টলিতে লাগিল যে, যে কাহারও গায়ে গুলি লাগিতে পারে।) খবরদার! আমি গুলি করব।

বিদ্যারত্ন। সমরেন্দ্র !

সমরেন্দ্র। খবরদার !

অচল। সমরেন্দ্র ! খুন হয়ে যাবে।

হরেন। তোমরা সরে যাও।

অচল। হরেন !

হরেন ছুরি লইয়া সমরেন্দ্রের কাছে আসিতে লাগিল। অচল আগাইয়া আসিল কিন্তু অঞ্জন ঠিক তাহার পশ্চাতে রহিল। বিদ্যারত্ন সমরেন্দ্রের হাত ধরিয়া 'সমর ! সমর !' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হরেন যখন লাফাইতে উদ্যত হইল তখন অঞ্জন অচলকে এমনভাবে ধাক্কা মারিল যে অচল সমরেন্দ্রের সম্মুখে গিয়া পড়িল। খবরদার বলিয়া চীৎকার করিয়া সমরেন্দ্র গুলি ছুড়িল। হরেনের গায় না লাগিয়া গুলি অচলের বুকে বিদ্ধ হইল। অচল মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। সমরেন্দ্রের হাত হইতে রিভলবার মাটিতে পড়িয়া গেল।

অঞ্জন। হাঃ হাঃ হাঃ ! শালা মরেছে। আর একটা ভাল কাজ করেছি আমি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমি শালাকে নিপাত করেছি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। আর একটা ভাল কাজ আমি করেছি। আমি হেঁটে হেঁটে স্বর্গে চলে যাব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রস্থান

কেরামৎ প্রভৃতির প্রবেশ। অচলকে দেখিয়া খুন হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল।

কেরামৎ। বাবুজি ! খুন হো গিয়া।

গুণ্ডারা সকলে। খুন ! ইয়া আল্লা !

গুণ্ডাদের দ্রুত প্রস্থান

বিদ্যারত্ন। (স্বপ্নাবিষ্টের মত।) খুন!

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হরেনের প্রস্থান।

বিদ্যারত্ন। খুন! কে খুন করলে?

সমরেন্দ্র। (কাঁদিয়া) আমি খুন করেছি জ্যাঠামশাই।

বিদ্যারত্ন। তুমি? না, না, তুমি খুন করনি সমরেন্দ্র।

সমরেন্দ্র। জ্যাঠামশাই! আমার ইহকাল পরকাল সবই ছাই হয়ে গেল।

বিদ্যারত্ন। না, না, না, তুমি খুন করনি। আমি ওকে ধ্বংস করেছি। আমি অভিসম্পাত করে ওকে ধ্বংস করেছি।

সমরেন্দ্র। জ্যাঠামশাই আমি মহাপাপী। ফাঁসি হওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি।

বিদ্যারত্ন। না, না, সমরেন্দ্র, বৌমা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সংসার তোমাকে ডাকছে। আমি বুঝতে পাচ্চি সেই ডাক তুমি শুনেছ। তুমি এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও।

সমরেন্দ্র। জ্যাঠামশাই!

বিদ্যারত্ন। আঃ সমরেন্দ্র! তুমি আজ আমার অবাধ্য হ'য়ো না। তুমি চলে যাও। আমি তোমাকে আদেশ করছি।

ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া সমরেন্দ্রের প্রস্থান। বিদ্যারত্ন অচলের বুকে হাত দিল তাহার হাত রক্তাক্ত হইয়া গেল। রক্ত দেখিয়া বিদ্যারত্ন শিহরিয়া উঠিল। রক্তাক্ত হস্তে রিভলবার তুলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত বিদ্যারত্ন দেখিতে লাগিল। ছুটিয়া কতিপয় লোকসহ চৌকিদারের প্রবেশ।

চৌকিদার। কি হয়েছে? বন্দুকের আওয়াজ কে করল? একি? ঠাকুরমশাই যে। ঠাকুর মশাই?

বিদ্যারত্ন। (স্বপ্নাবিষ্টের মত।) য়্যাঁ ?

চৌকিদার। আপনার হাতে পিস্তল কেন ? আপনার হাতে যে রক্ত লেগে আছে।

বিদ্যারত্ন। হ্যাঁ, রক্ত লেগে আছে। (অচলকে দেখাইয়া) ওর রক্ত।

চৌকিদার অচলকে পরীক্ষা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

চৌকিদার। এ যে খুন !

সকলে। খুন !

চৌকিদার। ঠাকুর মশাই, খুন কে করল ?

বিদ্যারত্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) এ—এ—এ আমি খুন করেছি।

চৌকিদার। (অবাক্ হইয়া) আপনি ? (সকলে অবাক্)

বিদ্যারত্ন। হ্যাঁ, আ—আ—আমি খুন করেছি।

চতুর্থ—দৃশ্য

স্থান—থানা

সময়—কিয়ৎকাল পরে

বিদ্যারত্ন চেয়ারে বসিয়া আছেন, দারোগা জেরা করিতেছে। দরজায় চৌকিদার।

দারোগা। (হাসিয়া) আপনি কক্ষণও খুন করেন নি।

বিদ্যারত্ন। (ত্রাসের সহিত) এ—এ আমি সত্যিই খুন করেছি, নিজের হাতে খুন করেছি। আ—আমি মহেশ্বর বিদ্যারত্ন, আমাকে তুমি বিশ্বাস করছ না ?

দারোগা। (হাসিয়া) না। অন্য কাউকে বাঁচাবার জন্য আপনি সত্য গোপন করছেন।

বিদ্যারত্ন। না, না, না, না। ওকথা তুমি মনেও এনো না। আমি আবার কাকে বাঁচাব ?

দারোগা। (টেবিলের ড্রয়ার হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) আচ্ছা এইটা দেখুন তো।

বিদ্যারত্ন। না, না, না, ওটা কেন বাবাজি ?

দারোগা। আমাকে দেখান তো কি রকম ক'রে খুন করেছেন।

বিদ্যারত্ন। আ—আর কিছু দিয়ে দেখালে হয় না ? ওটাকে কেন ?

দারোগা। ধরুন।

বিদ্যারত্ন। না, না, বাবাজি, ওটা কেন ?

দারোগা। (ঈষৎ কঠোর ভাবে) তাহ'লে বুঝব আপনি খুন করেন নি।

বিদ্যারত্ন। না, না, তা কেন ?

দারোগা। (কঠোর ভাবে) তা হ'লে ধরুন।

বিদ্যারত্ন। না, না, ওটাকে আমি স্পর্শ করতে পারব না। (ত্রাসের সহিত) তুমি নিয়ে যাও। তুমি ওটা সরিয়ে নিয়ে যাও।

দারোগা। (কঠোর ভাবে) তাহ'লে প্রমাণ হ'ল আপনি খুন করেন নি। ছি, ছি, পণ্ডিত মশাই, আপনি মিছে কথা বলছেন। (তীব্রভাবে) বলুন, কে খুন করেছে ?

বিদ্যারত্ন। আ—আমি খুন করেছি। (চীৎকার করিয়া) আমি খুন করেছি। দাও, দাও, পিস্তলটা আমাকে দাও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কি ক'রে খুন করেছি।

দারোগা। ধরুন। (বিদ্যারত্ন পিস্তল ধরিল কিন্তু তাহার হাত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিস্ফারিত চোখে সে পিস্তল দেখিতে লাগিল। দারোগা তাহার দিকে এক হাত বাড়াইল।)

আমার এই হাতে গুলি করুন। দেখি আপনি গুলি ছুঁড়তে জানেন কি না।

বিদ্যারত্ন। তোমার হাতে মারব?

দারোগা। হ্যাঁ, আমার হাতে।

বিদ্যারত্ন। (হাত দেখাইয়া) এইখানে?

দারোগা। হ্যাঁ, এইখানে।

বিদ্যারত্ন অনেক চেষ্টা করিয়াও আঘাত করিতে মনস্থির করিতে পারিল না। মানসিক বেদনায় তাহার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইল। দারোগা ঈষৎ হাসিয়া তীব্রভাবে বলিল—

কি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আমার হাতে মেরে দেখান যে আপনি গুলি ছুঁড়তে জানেন।

বিদ্যারত্ন। তুমি যে ব্যাথা পাবে বাবাজি।

দারোগা। হো—হো—হো—হো।

পিস্তল মাটিতে ফেলিয়া বিদ্যারত্ন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। দারোগা পিস্তল কুড়াইয়া লইল।

পণ্ডিত মশাই, একটা মানুষ কেন, একটা মাছিও আপনি খুন করতে পারেন না। যাক্, নাম আপনি নাই বললেন। আমরা নিজেরাই তাকে খুঁজে বার করব?

রাঘবেন্দ্রের প্রবেশ। দারোগা গম্ভীর হইয়া গেল।

দারোগা। এই যে, আসুন।

রাঘবেন্দ্র। দারোগা বাবু, আসামীর সঙ্গে আমি দুটো কথা বলতে চাই। আপনার কিছু আপত্তি আছে?

দারোগা। কিছু না, আমরা জানি উনি খুন করেন নি। (তীব্রভাবে তাকাইয়া) খুন কে করেছে তাও আমরা জানি।

দারোগা এবং চৌকিদারের প্রস্থান।

বিদ্যারত্ন। তুমি এখানে কেন?

রাঘবেন্দ্র। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিষাদের সহিত ব্যঙ্গচ্ছলে হাসিয়া) তুমি এখনও বলবে তোমার কোষ্ঠীবিচার নির্ভুল? (কোনও জবাব দিতে না পারিয়া বিদ্যারত্ন ছটফট্ করিতে লাগিল।) তুমি এমনই অন্ধ যে এখনও স্বীকার করবে না যে আমার পুত্র একটা কুলাঙ্গার। তুমি জান যে তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, তবু তাকে বাঁচাবার জন্য তুমি মিছে কথা বলছ।

বিদ্যারত্ন। (চীৎকার করিয়া) সমর কিছু করেনি। আ—আমি অচলকে খুন করেছি। তার সাক্ষী আছে।

রাঘবেন্দ্র। মহেশ্বর, আমি জানি সমরই খুন করেছে।

বিদ্যারত্ন। কক্ষণও নয়। তুমি ভুল শুনেছ।

রাঘবেন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) মহেশ্বর! (মহেশ্বর চমকাইল এবং ভয়ে দুর্ব্বল-হইয়া পড়িল।)

বিদ্যারত্ন। রাঘব, সমর তোমার পুত্র, একমাত্র পুত্র, তোমার একমাত্র বংশধর।

রাঘবেন্দ্র। সে আমার পুত্র নয়। আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি, আমার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক আজ ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। (বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে) আমার হৃদয় থেকে তাকে আমি নির্ব্বাসিত করেছি। তোমাকেও তাই করতে হবে।

বিদ্যারত্ন। কিন্তু সবিতা? তার বৈধব্য তুমি সহ্য করতে পারবে?

রাঘবেন্দ্র। আ—আমাকে সহ্য করতে হবে।

বিদ্যারত্ন। তুমি নিষ্ঠুর।

রাঘবেন্দ্র। কিন্তু তোমার এই আত্মদান আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। তোমার প্রাণের বিনিময়ে একটা অপবিত্র চণ্ডালের প্রাণ আমি চাই না, সে পুত্র হ'লেও নয়।

বিদ্যারত্ন। (শান্তভাবে) কিন্তু আমি চাই। আমি জানি আমার বিচার নির্ভুল। জেনো রাঘবেন্দ্র এটা ভগবানের একটা ইঙ্গিত। সমরের আত্মাকে জাগ্রত করার জন্য এই রকম একটা ঘটনারই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল। আমি তার পুরোহিত সুতরাং এই মহাযজ্ঞে আমারই প্রথম এবং প্রধান অধিকার।

রাঘবেন্দ্র। তুমি উন্মাদ।

দারোগা সহ ত্রস্তভাবে অমলের প্রবেশ।

অমল। বাবা! একি? (বিদ্যারত্ন নিরুত্তর। অমল রাঘবেন্দ্রকে প্রশ্ন করিল।) আপনিই বলুন, এর অর্থ কি? দারোগাবাবু, আপনি কোন্ সাহসে আমার বাবাকে থানায় এনেছেন? আপনি জানেন আমি এখানকার হাকিম?

দারোগা। আপনি অধীর হবেন না স্যার।

অমল। আমি অধীর হব না? আমার বাবাকে আপনি থানায় নিয়ে আসবেন আর আমি অধীর হব না? কি অন্যায় করেছেন উনি যার জন্য এই অপমান ওকে সহ্য করতে হ'ল?

দারোগা। (ইতস্ততঃ করিয়া) স্যার উনি একটা খুনের আসামী।

অমল। আপনার কি মতিভ্রম হয়েছে?

দারোগা। স্যার আমার কথাটা ভাল করে শুনুন।

অমল। আমার বাবা মহেশ্বর বিদ্যারত্ন করেছে খুন, আপনি তাই বিশ্বাস করেছেন? অপদার্থ কোথাকার।

দারোগা। স্যার, আপনি উত্তেজিত। আমার যা বলবার আছে তা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

বিদ্যারত্ন। হ্যাঁ অমল, তুমি বড়ই উত্তেজিত হয়েছ। আমাকে এরা ঠিকই ধরেছে। আমি সত্যিই একটা খুন করেছি। তার সাক্ষী আছে।

অমল। আপনি করেছেন খুন!

দারোগা। স্যার, আমার সন্দেহ হচ্চে উনি কাউকে বাঁচাবার জন্য নিজের মাথায় দোষ নিয়েছেন।

অমল। ঠিক বলেছেন আপনি। কাকে আপনার সন্দেহ হচ্ছে?

দারোগা। (ইতস্ততঃ করিয়া) এখানে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। আমি আপনাকে পরে বলব।

অমল তীক্ষ্ণভাবে রাঘবেন্দ্রের প্রতি তাকাইল। রাঘবেন্দ্র প্রথমে তাহার দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চঞ্চলিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ় হইল।

রাঘবেন্দ্র। তুমি ভুল বুঝো না অমল। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করে যাও। আমরা সকলেই যার যার কর্ত্তব্য পালন করব তাও তুমি জেনো। মহেশ্বর, আমি ফের বলছি তুমি উন্মাদ।

প্রস্থান।

অমল। দারোগাবাবু এবার বলুন কাকে আপনার সন্দেহ হচ্চে।

দারোগা। জমিদারের ছেলেকে।

অমল। (চমকাইয়া) সমরেন্দ্র! আপনার সন্দেহের হেতু?

দারোগা। আমার বিশ্বাস হরেন গয়লা এর ভেতরে জড়িত আছে।

অমল। হরেন গয়লা! আপনি ঠিক ধরেছেন। বাবা! হরেন

গয়লার বৌকে এই সমরেন্দ্রই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আপনি তা জানতেন, তাই আমার কাছে নাম গোপন করেছিলেন ?

বিদ্যারত্ন। (তীব্রভাবে) অমল, আমি এখানে এসেছি খুনের আসামী হয়ে। হরেনের স্ত্রীর বিচারের জন্য নয়। আমি অচলকে খুন করেছি। তোমাকে তারই বিচার করতে হবে।

অমল। হ্যাঁ, বিচার আমি করব। সমরেন্দ্রকে আমি ফাঁসিতে ঝুলাব।

বিদ্যারত্ন। কিন্তু খুন কবেছি আমি। সমরেন্দ্র খুন করেনি।

অমল। (তীব্রভাবে) হ্যাঁ, সমরেন্দ্রই খুন করেছে। আপনি তাকে বাঁচাবার জন্য মিছে কথা বলছেন।

বিদ্যারত্ন। অমল ! তোমার জিহ্বা সংযত কর।

অমল। বাবা ! আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনি কেন একটা দুশ্চরিত্র মাতালের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন ? আপনার জন্য কি করেছে সে ? পুরোহিত ব'লে একটু সম্মান ও সে দেখায়নি। বরং সে এমন ব্যবহার করেছে যেন আপনি দুটো অন্নের জন্য তার দুয়ারে ভিখিরী। যার জন্য আপনি আজ প্রাণ দিতে চাইছেন সে আপনাকে দিয়েছে শুধু দুমুঠো চাল, তাও অসহ্য অপমানের বোঝা আপনার কাঁধে চাপিয়ে।

বিদ্যারত্ন। (চটিয়া) অমল !

অমল। আমি শুনব না আপনার নিষেধ। যারা ধর্ম্মকে দুটো চালের বিনিময়ে কিনতে চায় রসাতলে যাক্ তাদের ধর্ম্ম।

বিদ্যারত্ন। অমল, ব্রাহ্মণ হ'য়ে জন্মেও তোমার অতি হীন মনোবৃত্তি হয়েছে। তোমাকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করতে আমার মন অস্বীকার করে।

অমল। (উচ্ছাসের সহিত) আপনি তাই করুন, আপনি অস্বীকারই করুন।

বিদ্যারত্ন। দারোগাবাবু, আমার এই হাকিম ছেলের সঙ্গে আমি আর তর্ক করতে চাইনা। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। আমি আবার বলছি আমিই খুন করেছি।

দারোগা। স্যর, আমি নিরুপায়। আইনকে মানতেই হবে।

অমল। বেশ তাই হবে। আপনি আজ ওঁকে আমার সঙ্গে যেতে দিন। উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থাই আমি করব।

দারোগা। কিন্তু স্যর ইনি যে খুনের আসামী।

অমল। তার অর্থ আমার বাবাকে আপনি হাজতে রাখতে চান?

দারোগা। আপনি অধীর হবেন না। আমার উপরওয়ালা ডি, এস্, পি সাহেব একটা তদন্তে কাছেই এসেছিলেন। আমি তার কাছে রিপোর্ট দিয়ে লোক পাঠিয়েছি। উনি এখুনি এসে পড়বেন। উনি এলেই একটা ব্যবস্থা করব। (বাহিরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ) ঐ যে, উনি এসে পড়েছেন, আমি ওকে সব বলছি।

প্রস্থান।

অমল। বাবা, এখনও সময় আছে।

বিদ্যারত্ন। অমল, আমার যা বলবার ছিল আমি তা ব'লেছি, তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। আমি খুন করেছি, তুমি হাকিম তার বিচার কর।

অমল। কিন্তু আমি জানি আপনি খুন করেননি।

বিদ্যারত্ন। অমল, তুমি আমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করবে।

দারোগা সহ ডি, এস, পি, মিঃ রায়ের প্রবেশ।

অমল। এই যে মিষ্টার রায়। আমার বাবাকে কি চোর ডাকাতের মত হাজতে থাকতে হবে ?

রায়। আমি একটা ব্যবস্থা করছি। দারোগাবাবু, সেই গয়লাটা কোথায় ?

দারোগা। সে পালিয়েছে।

রায়। জমিদারের ছেলে ?

দারোগা। সেও পালিয়েছে স্যর।

রায়। তাহ'লে তো ভারি মুস্কিল হ'ল।

অমল। তার অর্থ প্রকৃত আসামীকে না পেলে আমার বাবাকেই আপনি হাজতে রেখে দেবেন ?

রায়। উনি যে নিজমুখে স্বীকার করেছেন। যতক্ষণ বিপরীত প্রমাণ না হয় ততক্ষণ ওঁকেই প্রকৃত আসামী বলে ধ'রে নিতে হবে।

বিদ্যারত্ন। তুমি ঠিক বলেছ বাবা। আমিই প্রকৃত আসামী। অচল মহাপাপ করেছিল। তাই অভিসম্পাত করে ওকে আমি ধ্বংস করেছি।

রায়। কিন্তু আপনি তো তাকে গুলি করেননি। গুলি করেছে সমর।

বিদ্যারত্ন। না না, ওরা তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে।

রাঘবেন্দ্রের দ্রুত প্রবেশ।

রাঘবেন্দ্র। বিদ্যারত্নের কথা তোমরা বিশ্বাস ক'রো না। সমর সব স্বীকার করেছে। অমল! সমর আস্‌ছে। মহেশ্বর, সমর আজ অনুতপ্ত, তুমি তাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

বিদ্যারত্ন। তুমি তাকে বাধ্য করেছ এখানে আসতে? কি বলব রাঘবেন্দ্র, তুমি এখনও আমাকে অবিশ্বাস করচ? তোমার পুত্রের মঙ্গল কামনা করে আমি বৃথাই কি এতদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি? আজীবন শুদ্ধাচারী হ'য়ে বৃথাই কি তোমার পৌরোহিত্য করেছি রাঘবেন্দ্র? আমি পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠীবিচার করে জেনেছি সমর নরহত্যা পাপে পাপী হতে পারে না।

সমরেন্দ্রের প্রবেশ।

সমরেন্দ্র। জ্যাঠামশাই!

বিদ্যারত্ন। সমর! তুমি এখানে?

সমর। আমাকে আসতেই হ'ল জ্যাঠামশাই। আমার পাপের ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে।

রায়। দারোগাবাবু, সমরেন্দ্রকে য়্যারেষ্ট করুন।

দারোগা। সমরেন্দ্র বাবু, অচলকে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

বিদ্যারত্ন। কিন্তু হত্যা করেছি আমি।

সমর। জ্যাঠামশাই, আমার পাপের শাস্তি আমাকে নিতে দিন। আমার অপরাধে আপনার শাস্তি হলে নরকেও আমার স্থান হবে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

বিদ্যারত্ন। সমর!

সবিতার প্রবেশ।

সবিতা। জ্যাঠামশাই, আপনি ওকে ক্ষমা করুন। আমিই ওকে এখানে এনেছি।

বিদ্যারত্ন। তুমি এনেছ? বৌমা! তুমি জাননা কাদের কাছে

ওকে এনেছ। এরা যে একটা প্রচণ্ড মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চাইছে।

সবিতা। যা অসত্য তা কখনও সত্য বলে প্রমাণ হবে না জ্যাঠা-মশাই, আপনার কাছে এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি।

রোদন।

বিদ্যারত্ন। তুমি সত্য বলেছ বৌমা, অসত্য কখনও সত্য বলে প্রমাণ হবে না। এস, তুমি আমার কাছে এস।

বিদ্যারত্ন সবিতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল ঊর্দ্ধশ্বাসে হরেনের প্রবেশ।

হরেন। ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!

বিদ্যারত্ন। কে? কে? হরেন্? তুই এসেছিস। তুই তো দেখেছিস্ সমর গুলি ক'রেনি, আমি ওর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলাম।

হরেন। ঠাকুর মশাই, আমার দোষেই আপনার এই লাঞ্ছনা হল। আমি না জেনে ছোট বাবুকে খুন করতে গিয়েছিলাম। তাইতেই এই সর্ব্বনাশ হ'ল। ছোট বাবু, তুমি আমাকে মাপ কর। তুমি আমার স্ত্রীকে ঐ অচলার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, আমি না জেনে তোমাকে খুন করতে গিয়েছিলাম। দারোগাবাবু, আমার দোষেই সব হয়েছে, আমাকে জেল দাও, ফাঁসি দাও। আমি ছোট বাবুকে মারতে গিয়েছিলাম ব'লেই এই খুনটা হয়েছে।

রায়। এই কি হরেন?

দারোগা। আজ্ঞে হাঁ।

রায়। হরেন, কি হয়েছিল খুলে বল।

হরেন। হুজুর—

দরজায় অঞ্জনের কণ্ঠে 'এই আমাকে ছেড়েদে' বলিয়া কোলাহল।

রায়। ও কি?

কয়েক জন চৌকিদারের হাত ছাড়াইয়া অঞ্জনের প্রবেশ।
সে তখনও ঠিক প্রকৃতিস্থ নহে।

অঞ্জন। ছেড়ে দে আমাকে।

দারোগা। (চোখ রাঙাইয়া) কি চাই তোমার?

অঞ্জন। ওঃ! ভারি যে চোখ রাঙাচ্ছ, ভয় করি নাকি?

বিদ্যারত্ন। অঞ্জন! তুমি তো দেখেছ আমি অচলকে হত্যা করেছি।

অঞ্জন। যাও ঠাকুর, মিছে কথা আর বোলোনা। আমি থাকতে তুমি করবে খুন? হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। তুমি হচ্চ মহাদেব, আমি তোমার নন্দী ভৃঙ্গী। তুমি ঠাকুর ঐ জোচ্চোর গুলোকে অভিসম্পাত দিও, আমি একটা একটা করে নিপাত করে ফেলব। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

দারোগা। ভাল করে জবাব দাও। তুমি ওখানে ছিলে?

অঞ্জন। আলবৎ ছিলাম, নইলে খুন করলাম কি করে. হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

রায়। তুমি খুন করেছ?

অঞ্জন। আলবৎ করেছি হুজুর।

দারোগা। লোকটা একটা হ্যাগার্ড মাতাল হুজুর।

অঞ্জন। তাতে তোমার কি? মাতাল বলে কি বুদ্ধি নেই?

রায়। আচ্ছা অঞ্জন, তুমি গুছিয়ে বল তো কি হয়েছিল।

অঞ্জন। গুছিয়ে বল্‌ব? আচ্ছা। প্রথম কথা, আমাকে কে মদ ধরিয়েছিল? তার উত্তর অচল। সমরকে কে মদ ধরিয়েছিল! উত্তর ঐ অচল। হরেনের বৌকে কে ধরে আনতে বলেছিল? তারও উত্তর ঐ অচল। তাকে কে ধরে এনেছিল? ঐ অচল। সমর যখন তাকে চলে যেতে বলেছিল তখন কে

তাকে বাধা দিয়েছিল? ঐ অচল। ঠাকুর মশাইকে কে ডেকে এনেছিল। তারও উত্তর ঐ অচল। হেঁ-হেঁ--হেঁ-হেঁ। এবার বুঝলেন সুর কেন সে মরেছে?

অমল। কিন্তু তাকে গুলি করেছিল কে?

অঞ্জন। গুলি কেউ করেনি হুজুর। গুলি আপনি ছুটে গিয়েছিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। বুঝলেন না তো। আচ্ছা, আমি গুছিয়ে বলছি। হরেন এসেছিল সমরকে খুন করতে। সমর তাকে ভয় দেখাচ্ছিল যে আর এক পা এগুলে সে গুলি করবে। ঠাকুর মশাই ছুটে গিয়ে তার হাত ধরলেন আর আমি অচলকে দিলাম এমন এক ধাক্কা যে সে একেবারে পিস্তলের মুখে গিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তিতে গুলি গেল ছুটে আর অচ্‌লা গেল মরে, হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। (তীব্রভাবে) মদ ধরাতে আর সে আস্‌বে না, তাকে নিপাত করে আমি আর একটা ভাল কাজ করেছি। আমাকে ফাঁসি দিন হুজুর। আমি হেঁটে হেঁটে স্বর্গে চলে যাই। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

রায়। তাহ'লে দেখা যাচ্চে হত্যা—অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে কেউ অপরাধী নয়। অচলের মৃত্যু একটা পিওর য়্যাক্‌সিডেণ্ট।

দারোগা। তাহ'লে রিপোর্ট টা সুর?

রায়। ডেথ্ ডিউ টু য়্যান্ য়্যাক্‌সিডেণ্ট বলে একটা রিপোর্ট লিখে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

দারোগা। তাহলে—এঁদের—?

রায়। বাড়ি যেতে দিন। আর কি করবেন?

বিদ্যারত্ন। হে-হে-হে-হে! রাঘব! রাঘব! সমরেন্দ্র মুক্ত, হে-হে-হে-হে।

সমরেন্দ্র সবিতার হাত ধরিয়া বিদ্যারত্নকে প্রণাম করিল।

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া কাঁদিয়া) রাঘব! সমরেন্দ্র আজ পাপমুক্ত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। তুমি তবুও বলবে মহেশ্বর বিদ্যারত্ন কোষ্ঠীবিচার জানে না?

রাঘবেন্দ্র। মহেশ্বর! বন্ধু! আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

বিদ্যারত্ন। হে-হে-হে-হে। বৌমা! তোমার শ্বশুর এই কিস্তিতে একেবারে মাৎ। হে-হে-হে-হে। শুধু মাৎ নয়, একেবারে কুপোকাৎ। হে-হে-হে-হে।

যবনিকা।

"পুরোহিত" নাটক সম্বন্ধে বিশিষ্ট সমালোচকগণের অভিমত ঃ—

আনন্দবাজার পত্রিকা ২রা আষাঢ় ১৩৫১

মিনার্ভা থিয়েটারে "পুরোহিত"—সাহিত্যিক 'কৃষ্ণদাসে'র নাম বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে নতুন হলেও আমি গত দুই বৎসর কালের মধ্যে ছাপার অক্ষরে তাঁর "খুনে" 'হোটেল' 'খাঁচি' প্রভৃতি কয়েকটি নাটক পর পর পড়ে তাঁর রচনাশক্তির প্রাবল্যে প্রাচুর্যে ও দুঃসাহসিকতায় চমৎকৃত হয়েছিলাম। সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হলে "কৃষ্ণদাসের" নাটকগুলি যে জনপ্রিয় হবে সে বিষয়েও আমার সন্দেহ ছিল না। সেই কারণে বাঙ্গলাদেশে সত্যকার নাটকের অভাব সত্ত্বেও তাঁর নাটকগুলি যে অভিনীত হচ্ছিল না তাতেই বিস্ময়বোধ করেছি। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ যে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণদাসের "পুরোহিত" নাটকখানিকে মঞ্চস্থ করলেন, এতে করে বাঙ্গলাদেশে একজন নতুন শক্তিশালী নাট্যকারের অভ্যুদয় সূচিত হল। আমার বিশ্বাস এর পরে "কৃষ্ণদাসের" অন্যান্য নাটকগুলিও মঞ্চস্থ হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করিবে।

নাট্যকারের সবচাইতে বড় গুণ উচ্চ আদর্শবোধ এবং সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হলেও স্বদেশ ও স্ব সমাজের প্রাচীন কল্যাণকর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান—"পুরোহিতে" এইটেই প্রমাণ করেছেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে লেখকের সৃষ্টিকে রূপায়িত করেছেন।

সেজন্যে তাঁরা এবং বিশেষ করে শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী ধন্যবাদার্হ। তাঁর অভিনয় ক্ষমতার সঙ্গে আন্তরিকতা যুক্ত হয়ে "পুরোহিত"কে জীবন্ত করে তুলেছে।

পুরোহিত অভিনয়ের সঙ্গে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে এই যে নতুনের সম্ভাবনা দেখা গেল আশাকরি ভবিষ্যতে তা স্থায়ী হয়ে বাঙ্গালী জাতির আনন্দবিধান করবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস।

যুগান্তর ৩।৬।৪৪

নূতন নাটক পুরোহিত—মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণদাস রচিত নূতন নাটক 'পুরোহিত' উদ্বোধন রজনীতেই অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। নাট্যকারের সার্থক রচনা মঞ্চের মায়ায় ও অভিনয়ের সাফল্যে প্রদীপ্ত হইয়া নাট্যপ্রিয়দের আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে। নূতন নাট্যকারের এই অভাবনীয় সাফল্য নবাগতদের নাট্যজগতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিতে সহায়ক হইবে।

জমিদার রাঘবেন্দ্রের কুলপুরোহিত ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক মহেশ্বর বিদ্যারত্নের জীবনকথাকে কেন্দ্র করিয়া বিগত দিনের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিখুঁত আলেখ্য এই নাটকে যেমন নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে তেমনি নবীন ও প্রবীণের আদর্শ সংঘাত, যন্ত্রযুগ প্রভাবিত নূতন সমাজের অভ্যুদয়ের ইসারাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান হইয়াছে। যজমানের কল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ পুরোহিতের নিষ্ঠা ঔদার্য্য ও আত্মত্যাগ একদিকে যেমন মহিমময় অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার করে তেমনি জীবনের জয় প্রতিষ্ঠার জন্য নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণপুত্রকে চিরাচরিত বৃত্তি পরিহার করিতে উদ্বুদ্ধ করে। অতীতের মোহে

বর্ত্তমানকে অস্বীকার করিবার দুর্ব্বলতা নাট্যকারকে স্পর্শ করে নাই। যুগের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইবার বলিষ্ঠতা তাঁহার রচনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে!

ঘটনার সংঘাতে, কৌতুহলের জাগরণে, চরিত্রের স্ফুরণে ও মাধুর্য্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে নাটকখানি সব দিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রীস নাট্য সাহিত্যের অন্যতম রীতি Bathos (From Subline to ridiculous) দৃশ্য রচনায় সন্নিবেশিত হওয়ায় নাটকখানি অভিনবত্বের অধিকারী হইয়াছে। অধিকাংশ শিল্পীবৃন্দই সু-অভিনয় করিয়াছেন। নামভূমিকায় নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও জমিদারের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টা চার্য্যের সংযত অভিনয় বাঞ্ছিত পরিবেশ গড়িয়া তোলে। অনুরাধার ভূমিকায় বন্দনা মহিমময়ী নারীর তেজস্বিনী রূপ চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বধুরূপী রাণী বালার অভিনয় শুভ্রতায় উজ্জ্বল, অঞ্জনের চরিত্রে শান্তি ভট্টাচার্য্যের প্রাণবন্ত অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাটকখানি সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককেই আনন্দ দিবে এবং স্বকীয়তার গৌরবেই আপন স্বাক্ষর রাখিয়া যাইবে।

আনন্দবাজার ২৬শে মে ১২ই জৈষ্ঠ।

মিনার্ভায় "পুরোহিত"—মিনার্ভা থিয়েটারে কৃষ্ণদাস রচিত নাটক "পুরোহিত" উদ্বোধন রজনীতেই দেখিয়া আসিয়াছি। ইতিপূর্বে কৃষ্ণদাসের কয়েকখানা নাটক পড়িবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহাই কৃষ্ণদাসের নাটকের প্রথম অভিনয়। আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ নূতন নাট্যকারদের পাত্তা দেন না; ইঁহাদের অসীম ঔদাসীন্যের বেড়া ভেদ করিয়া কোনও নূতন লেখকের পক্ষে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দন্তস্ফুট করা প্রায় অসাধারণের

পর্য্যায়ে পড়ে। ইহার ফলে নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন সরসতা-পূর্ণ বহু নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চের দোরগোড়ায় পৌঁছাইতে পারে না। নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে আশ্রিতবাৎসল্য সর্বথা বর্জনীয়; একমাত্র নাটকের উৎকর্ষই তাহার স্বপক্ষে বড় কথা হওয়া উচিত। কাব্য ও উপন্যাসের তুলনায় আমাদের নাট্য-সাহিত্য যে বহু পিছাইয়া আছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা বেশী নহে এবং তাহাদের অধিকাংশের কর্তৃপক্ষেরই কল্পনাশক্তি যথেষ্ট নহে।

এ অবস্থায় কৃষ্ণদাসের ন্যায় নূতন নাট্যকারের নাটক অভিনয় করিয়া মিনার্ভা থিয়েটার সৎসাহস, কল্পনা ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। 'পুরোহিত' যজমানের মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল চিত্র। কিন্তু ইহার আগাগোড়াই চাল-কলার ব্যাপার মনে করিলে ভুল হইবে। ঘটনা-সংঘাতে, বহু চরিত্রের সুনিপুণ অঙ্কনে, বক্তব্যের স্পষ্টতায়, পরিহাস-সরস একটা উচ্ছল মাধুর্যে ইহার আগাগোড়া উপভোগ্য। বর্তমানকালের পরিবেশে বিগত যুগের কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ নাটকটির প্রথম হইতে শেষ অবধি সমুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বর্তমান রঙ্গালয়ে উগ্র সাহেবিয়ানা এবং বালিগঞ্জের স্যাকপরা মেয়ে (বালিগঞ্জের মেয়ে হইলেই তাহারা স্যাক পরিবেন কেন, তাহা একমাত্র রঙ্গালয়-আশ্রিত পেটেণ্ট নাটকের লেখকেরা এবং রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষরাই বলিতে পারেন।) দেখিতে ভালবাসেন, তাঁহারা হতাশ হইতে পারেন। কিন্তু জীবনটা বালিগঞ্জ ছাড়াইয়া আরও দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং আমাদের জাতীয়জীবন ইঙ্গ-বঙ্গতেই সীমাবদ্ধ নহে। 'পুরোহিত' বাঙ্গলার হারাইতে-বসা আদর্শ হইতে নূতন রসসৃষ্টি। ইহাতে

কোনও অবান্তর ঘটনা, কোনও অনাবশ্যক বক্তৃতা, কোনও অতিপ্রাকৃত প্যাঁচ নাই। কিন্তু আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত নিজস্ব প্রাণশক্তিতে ইহার রসধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহার কৌতূহল অব্যাহত রহিয়াছে। একজন নূতন নাট্যকারের পক্ষে তাঁহার প্রথম নাটকেই এতখানি কৃতিত্ব কম গৌরবের কথা নহে।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অধিকাংশই সু-অভিনয় করিয়াছেন। নাম-ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী সুন্দর সুসংযত অভিনয় করিয়াছেন। শেষ দৃশ্যে তাঁহার অভিনয়ে আর একটু আবেগ সৃষ্টির অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয়। রাণীবালার ভূমিকা খুব বড় না হইলেও, তিনি যে অভিনয় করিয়াছেন তাহা সুষ্ঠুতায় ও মাধুর্য্যে একান্ত উপভোগ্য হইয়াছে। অঞ্জনের ভূমিকায় শান্তি ভট্টাচার্য যে অভিনয় করিরাছেন, তাহা মনে ছাপ রাখিয়া যায়; তাঁহার সিনিকের হাসি এখনও কানে আসিয়া পৌছাইতেছে। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য নিজ নিজ ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করিয়াছেন। অনুরাধার ভূমিকায় বন্দনার অভিনয়ে তেজস্বী আধুনিকা মেয়ের সুন্দর একটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। নায়েবের ভূমিকায় আদলবাবু চমৎকার কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই রস যখন করুণ রসে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন আরও চমৎকার হইয়াছে। অন্যান্যরাও মন্দ অভিনয় করেন নাই।

প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এমন উপভোগ্য নাটক দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহ দেখা যায় না। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চ যদি নূতন লেখকদের আবির্ভাব সহজ করিয়া তোলে, তবে 'পুরোহিতের' মত উপভোগ্য আরও বহু নাটকের দেখা মিলিবে।

—সুবোধ বসু

Hindusthan Standard, 18th June, 1944.

"PUROHIT" AT MINERVA THEATRE

"Purohit" a three-act social drama by Krishnadas, now on the Minerva stage under the able direction of Mr. Nirmalendu Lahiri, has proved an outstanding success. It is not common now-a-days to have a new drama of such high quality so well performed.

The leading character in the drama is Maheswar Vidyaratna, a true Brahmin priest or Purohit and lifelong friend of Raghabendra, the village zemindar and his family and of any one in distress. Samarendra, the zemindar's only son, is led into evil ways by bad companions and loss of respect for old ideals induced by modern education. His father loses all hope of his reform but the Purohit never wavers in his faith in the inherent good nature of the youngman and heroically resists all painfull evidence to the contrary. And when Samarendra is about to be arrested on a charge of murder the Purohit steps in and surrenders himself to the police declaring he is the murderer. It is a most poignant and tense climax which however resolves happily.

Krishnadas shows consummate skill in building up a story of unique interest through a few short scenes. Against a vivid representation of the main tendencies in a Bengal society that is fast losing hold of its own ideals and vitality the characters

stand out clearly. We seem to recognise each one of the characters as they appear before us—so true to life and full of individuality. The drama has nothing irrelevant, weak or trivial in it.

Mr. Nirmalendu Lahiri in the leading role of the Purohit has quite excelled himself. His rendering of the utter unworldliness and lofty idealism of Maheswar is a wonderful creation. The character of Raghabendra is most successfully interpreted by Mr. Monoranjan Bhattacharja. Ranibala in the role of Sabita, the neglected wife of Samaredra is simply superb ; she, in no small measure, contributes to the charm of the play by attaining perfection in a small compass. The character of Anjan, a rake who now sees through everything, is masterly in both conception and excution, and Santi Bhattacharya's rendering of the character is remarkable. One most pleasing feature of the play is that every small part, every detail receive the utmost care and artistic effort of all. The result is three hours of rare entertainment and, we might say,—experience.—M. K. G.

Amritabazar Patrika, Sunday, 4-6-44.

'PUROHIT' AT MINERVA

'Purohit'—A new social drama, by Krishnadas, had its premiere in Minerva Theatre, two weeks ago and has already created a good impression. It is a new drama in more sense than one. Its sub-

ject matter is very different from what one is accustomed to see presented in the Bengali stage now-a-days. A conflict of ideas provides it with its dramatic climax. Interspersed with humour and lively and spicy dialogues, its theatric appeal carries one unawares even if he may hesitate to identify himself with the ideals represented. As the story weaves its way to the dramatic height, one finds materialised before him an age and tradition that is fast disappearing.

The Purohit was a friend, guide and philosopher of the village-landlord. An undaunted spirit, upright to the core of his being, proud of his bearings and heritage, he was not a bigoted fossil ; never was a modern social reformer more indignant over what he considered to be a social inequity. In weal and woe, he was a devoted friend and unflinching leader of his 'jajmans'. The Zeminder's son was a spoilt child who had gone to dogs but the priest refused to discard him out as lost and with truly priestly catholicity and compassion, awaited his reform. The young fellow got embroiled into a murder, a catastrohe stared the 'jajman's' family in the face. The priest who chance nto the scene at once saw what it meant, and for the sake of his 'jajman' and friend, told a blatant lie for the first time in his life and took the guilt on himself.

Nirmalendu Lahiri's rendering of the noblehearted and high-spirited, if at times pedantic priest,

was magnificent. The qualities and the egoism which such charactors represent came to life with striking precision. It was a delight to see him acting his irresistible role to its claimx. For a long time Nirmalendu has not acted so well. Perhaps he has at last got the role he had been waiting for. Rani Bala in her comparatively small role was a delight to see. Her coy movements, the blush of her young-wife face, the lifting of her eye-brows created a charm that could not be beaten. Ratin as the profligate son and Monoranjan as his indigant but weak father acted their parts well. Some of the minor players also played delightfully well, especially the cynic friend of the Zeminder's son and the Naib. Sm. Bandana's acting was fine.

It was a delightful play and looked from any angle, it was entertainment. The writer of the piece, Krishnadas, deserves our high praise for presenting such an interesting play to our public stage. We shall wait for more from his pen.

এই গ্রন্থকার বিরচিত অন্যান্য নাটক ঃ—

রাঁচি—জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

খুনে—রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস।

হোটেল—কিন্তু—নিরালা

প্রথম পর্ব্ব—হোটেল

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—কিন্তু

জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

তৃতীয় পর্ব্ব—নিরালা

জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

সেতার—জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।

নাগরিক—জেনারেল পাব্লিশার্স লিমিটেড।